দ্বিতীয় বর্ষ

৩য় সংখ্যা

الله نزل احسن الحديث

القرآن الحكيم ۳۹:۲۳

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক: মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি, সংখ্যা ॥০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

রবিউল আওওয়াল–১৩৭০ হিঃ।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর	... ...	... ৮১
২। বিষবৃক্ষের বিষফল	—মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি	... ৯২
৩। ইছ্‌লামে সহনশীলতার আদর্শ	জমিলা খাতুন — পাবনা	... ৯৪
৪। আগমন	—মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	... ৯৭
৫। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান	... ...	... ৯৮
৬। নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান	(পূর্বানুবৃত্তি) আল্‌-মোহাম্মদী	... ১১৬
৭। সাময়িক প্রসঙ্গ	... ...	... ১২৪

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ | রবিউল আওওয়াল—১৩৭০ হিঃ। অগ্রহায়ণ ও পৌষ বাং। | তৃতীয় সংখ্যা

تفسيرالقرآن العظيم –

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسيرام الكتاب

(১০)

সর্বাপেক্ষা বিচিত্র হইলেও সর্বাধিক স্পষ্ট ও বাস্তব ব্যাপার হইতেছে—রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের ভেদহীন বিধান। অর্থাৎ প্রতিপালনের যে নিয়ম ও রীতি এক স্থলে অবলম্বিত হইয়াছে, বিশ্ব-চরাচরে অন্য কাহারো বেলায় তাহার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম অনুসৃত হয় নাই। আপাত দৃষ্টিতে এক-খণ্ড প্রস্তরফলক আর কোমল গোলাবের একটী সুরভিত ফুলের মধ্যে যতই পার্থক্য আমরা বোধ করিনা কেন, কিন্তু প্রতিপালন বা রবুবীয়তের—বিধান লক্ষ করিতে চেষ্টা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, উভয়েই জীবন ও পরিপুষ্টির উপাদান অভিন্ন রীতিতে উপভোগ করিতেছে, সোজা-কথায় পাথরের খণ্ড আর গোলাবের ফুল একই ভাবে লালিত পালিত হইতেছে। মানব-শিশু আর বৃক্ষ-চারার মধ্যে প্রকাশ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই বটে, কিন্তু যে নিয়মে উহারা বাঁচে আর বাড়িয়া উঠে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রবুবীয়তের ভেদহীন বিধান উভয়কে একই সম্পর্কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। প্রস্তর-ফলক হউক অথবা পুষ্প-কলিকা, মানুষের শিশু হউক কিংবা পিপীলিকার

www.ahlehadeethbd.org

ডিম, সকলকেই জন্মগ্রহণ করিতে হয় আর উহাদের জন্মের পূর্বেই প্রতিপালনের সমুদয় উপকরণ-সম্ভার প্রস্তুত হইয়া যায়। জন্মের পরেই শৈশব আরম্ভ হয় এবং সংগে সংগে জীবনের এই প্রাথমিক স্তরের জন্য বহুবিধ প্রয়োজন দেখা দেয়। মানব-শিশুর ন্যায় উদ্ভিদ-শিশুরও শৈশব আছে আবার প্রস্তর ফলক আর মাটির স্তূপেরও অনুরূপ শৈশব রহিয়াছে। এই শৈশব পূর্ণত্ব ও যৌবনের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে আর যতই অগ্রসর হইতেছে উহাদের অগ্রগতির প্রতিপদবিক্ষেপে দৈনন্দিন— অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে প্রতিপালনের উপকরণগুলিও পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। এই ভাবে সকল সত্তা তাহার পূর্ণ বিকাশের চরম স্তর অধিকার করিতেছে কিন্তু চরমত্ব লাভ করার পর— আবার নূতন ভাবে অবনতি ও অক্ষমতার স্তর শুরু হইতেছে। এই অবনতি ও অক্ষমতার পরিণতিও আবার সকলের জন্য অভিন্ন! কোন ক্ষেত্রে ইহাকে মৃত্যু নামে অভিহিত করা হয়, কোন স্থানে এই অবস্থাকে শুকাইয়া যাওয়া, কোথাও বা ক্ষয় হওয়া ইত্যাদি বলা হয়। শব্দ বিভিন্ন হইলেও তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সকলের বেলাতেই অভিন্ন। কোর্‌আনের নির্দেশ, ইহা আল্লাহর— মহিমা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তিনি তোমাদিগকে সূচনায় অক্ষম ও দুর্বল সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি সেই অক্ষম অবস্থাকে শক্তিমান করিয়া তোলেন। পুনশ্চ শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য দিয়া থাকেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন, তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বশক্তিধর,— আর্‌রুম : ৫৪ আয়ৎ।

الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير -

এই একই বিপর্যয় উদ্ভিদজীবনেও সত্য হইয়া উঠিয়াছে। কোর্‌আন বলিতেছে,—তোমরা কি দেখিতে পাওনা যে, আল্লাহ আকাশ হইতে পানী বর্ষণ করেন, অতঃপর — মাটিতে উহার ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, এই পানী দ্বারা রঙবেরঙের শষ্যসমূহ উদ্‌ভূত হয়, তারপর শষ্যগুলি পরিপক্ক হইয়া উঠে। অতঃপর তোমরা দেখিতে পাও— ওগুলি হরিদ্রাভ হইয়া গিয়াছে আর শুষ্ক হইয়া খড়কুটায় পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানীদের জন্য এই ঘটনার ভিতর উপদেশ রহিয়াছে, —আয্‌যুমর : ২১ আয়ৎ।

الم تران الله انزل من السماء ماء فسلكه ينا بيع فى الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان فى ذلك لذكرى لاولى الالباب -

প্রাণীদের একটী শ্রেণী স্তন্যপায়ী, আর এক শ্রেণী সাধারণ খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হয়। রবুবীয়তের বিধান উভয় শ্রেণীর জন্য কিরূপ চমৎকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে! মানুষও স্তন্যপায়ী জীব, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংগে সংগে তাহার খাদ্য যেমনটী, যেআকারে, যেঅবস্থায় ও যেস্থানে পাওয়া উচিত— ছিল, সেই ভাবেই উহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে! জননী সন্তানকে নিবিড় স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরেন, জননীর সেই বুকেই সন্তানের জন্য খাদ্য ভাণ্ডার রহিয়াছে, গোড়ায় শিশুর পাকস্থলীর দুর্বলতার জন্য গাঢ় দুগ্ধ তাহার উপযোগী ছিল না, সুতরাং সমুদয় স্তন্যপায়ীর জন্য মাতৃস্তন্যকে প্রথমে অতিশয়— পাতলা করা হইয়াছিল, কিন্তু সন্তানের পাকস্থলীর দৈনন্দিন দৃঢ়তালাভের সংগে সংগে মাতৃদুগ্ধও স্বাভাবিক ভাবে ঘণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সূচনায়— জলীয় ভাব ছিল অধিক, ক্রমে ক্রমে উহা কমিয়া গেল আর তৈলাক্ত ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিল, এই ভাবে সন্তানের 'দুগ্ধ স্তর' শেষ হইয়া গেল! তাহার পাকস্থলী সাধারণ আহার্য গ্রহণ করার উপযোগী হইয়া উঠিল আর ঠিক সেই সময়ে মায়ের দুগ্ধও শুকাইয়া গেল! কোর্‌আনে এই কথার দিকেই ইংগিত করা হইয়াছে,— গর্ভ আর দুধ ছাড়াইবার সর্বনিম্ন সময় ত্রিশ মাসের,— আল্-

وحمله وفصاله ثلثون شهرا -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহ্‌কাফ : ১৫।

সন্তান প্রসব করা মায়ের পক্ষে সর্বাপেক্ষা—প্রাণান্তকর ব্যাপার, এ-যে কি দুঃসহ যন্ত্রনা, তাহা কল্‌পনা করাও কঠিন, এই কষ্টের কথা কোর্‌আনে নিম্নলিখিত ভাষায়— حملته امه كرها و وضعته كرها — স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার মা কষ্টের সংগেই তাহাকে গর্ভে ধারণ করিল—আর কষ্ট সহকারেই প্রসব করিল,—ঐ। কিন্তু শিশুর জন্ম ও রক্ষা মায়ের অনুপম মমতার মধ্যেই নিহিত আছে বলিয়া যে সন্তানের জন্ম মায়ের—সর্বাপেক্ষা বিপদ ও কষ্টের কারণ ছিল, তাহার স্নেহ-রসে মাতৃ হৃদয়কে এমন করিয়াই সরস ও রঞ্জিত করিয়া রাখা হইল, যাহার তুলনা পৃথিবীতে নাই! আত্মরক্ষার চেষ্টা স্বভাবজাত এবং সৃষ্টির অস্তিত্ব এই প্রবৃত্তির উপরেই নির্ভরশীল, কিন্তু সন্তানকে রক্ষা করার বেলায় জননী এই সহজাত বৃত্তিকেও বিস্মৃত হন এবং সন্তানের জন্য আত্মদান করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হন না!

যে সকল প্রাণী ডিম ফুটিয়া নির্গত হয়, তাহাদের দৈহিক গঠন স্তন্যপায়ী শ্রেণী হইতে ভিন্ন। তারা প্রথম দিন হইতেই সাধারণ আহার্য গ্রহণ করিতে পারে, আবশ্যক শুধু একজন স্নেহশীল রক্ষণাবেক্ষণ কারীর! ডিম হইতে বাহির হইয়াই ছানা খাদ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিয়া যায় আর উহার মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার্য বস্তু তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। কখনো উহা মুখে লইয়া ছানাগুলিকে খাইবার জন্য প্ররোচিত করে, কখনো নিজে খাইয়া ফেলে কিন্তু পরিপাক হইবার পূর্বে যখন খাদ্যবস্তু নরম ও লঘু হইয়া যায় তখন উহাকে বাহির করিয়া চঞ্চুর সাহায্যে ছানার ক্ষুধার্ত মুখে ঢালিয়া দেয়।

রবুবীয়তের প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু,

কোর্‌আনে সৃষ্টির উদ্‌দেশ্য ও সার্থকতার যত কথাই আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক যোর দেওয়া হইয়াছে রবুবীয়তের উপর। ছুরত-আল্‌ফাতিহাতেও প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ আল্‌লাহর রবুবীয়ত কেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কেন? এরূপ করার কারণ কি? রবুবীয়তের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুগুলি কি? আসুন, কোর্‌আনের পাঠকবৃন্দ, আমরা এই প্রশ্নের সামাধান করিতে চেষ্টা করি।

বিশ্ব চরাচরের সমুদয় অনুষ্ঠান এবং সংগঠন-ব্যবস্থার মধ্যে এই অভ্রান্ত সত্য নিহিত আছে যে, সৃষ্টির প্রত্যেকটী বস্তু জীব জগতের লালন পালনের উপকরণ স্বরূপ নিয়োজিত রহিয়াছে এবং প্রকৃতির প্রত্যেকটী ক্রিয়া জীবন ও পরিপুষ্টি বিতরণ করিতেছে আবার ইহাও সন্দেহাতিত ভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, রবুবীয়তের এমন এক অব্যর্থ বিধান সর্বত্র বলবৎ রহিয়াছে যাহা প্রত্যেক পরিবর্তিত পর্যায়ের দাবী মিটাইতেছে, যে অবস্থায় প্রয়োজনের চাহিদা যেরূপ, সেই ভাবেই তাহা পূরণ করিতেছে। এই সকল ব্যাপার নিশ্চিত রূপে এই সহজ জ্ঞান মানুষের মধ্যে জাগ্রত করিয়া থাকে যে, এই বিপুলা ধরণীর একজন রক্ষক ও প্রতিপালক রহিয়াছেন এবং যে সকল গুণ ব্যতীত প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের নির্দোষ ও ত্রুটীহীন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া সম্ভবপর নয়, সেই সকল গুণে তিনি গুণান্বিত।

মানুষের সহজ জ্ঞান এক মুহূর্তের তরেও একথা মানিতে পারেনা যে, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের এই বিরাট আয়োজন নিজে নিজেই সম্পাদিত হইতেছে, ইহার পিছনে কোন জীবিত প্রজ্ঞা ও ইচ্ছা-শক্তি বিদ্যমান নাই! ইহা কি সম্ভব যে, জীবনপথের প্রতি পদক্ষেপে আমরা একটী সবাক প্রতিপালন রীতি এবং সুস্পষ্ট লালন পালন ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিপালক ও রক্ষাকারীর কোনই অস্তিত্ব নাই? তবে কি এ সমস্তই অন্ধ ও বধির প্রকৃতি এবং প্রাণহীন জড়-কণিকা এবং অনুভূতিশূন্য ইলেক্‌ট্রোনেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র?

রবুবীয়ত আছে অথচ রব্ব নাই! সাহায্য আছে কিন্তু সাহায্যকারী নাই! দয়া বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু দয়াময় কেহই নাই! প্রজ্ঞা আছে কিন্তু প্রজ্ঞাবান নাই! সমস্তই বিদ্যমান, কিন্তু কিছুই নাই! ব্যবস্থা—ব্যবস্থাপক ছাড়া, প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে, ইমারত মিস্ত্রী ছাড়া, চিত্র চিত্রকর ছাড়া, সমস্তই কাহারো উপস্থিতি ব্যতীত কেহ কল্‌পনা করিতে

www.ahlehadeethbd.org

পারে কি ? না ! মানুষের স্বভাব, তাহার সহজ জ্ঞান, তার অন্তরের প্রকৃতি এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না, করিতে পারে না। তাহার মানস-প্রকৃতিতে এমন একটী কাঠামো আছে, যাহাতে বিশ্বাস ও ঈমান ঢালাই করা চলে কিন্তু সন্দেহ আর অস্বীকার তাহাতে সংকুলিত হয় না।

কোর্‌আনের ঘোষণা যে, রবুবীয়তের বিধান ও উহার সুদূরপ্রসারী অনুষ্ঠানগুলি অবলোকন করার পর মানুষের সাহজিক জ্ঞানের পক্ষে রব্বুল-আলামীনের অস্বীকৃতি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। মানুষ হঠকারিতা ও বিভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া সমস্তই অস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু নিজের প্রকৃতিকে সে অস্বীকার করিতে পারেনা, সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করা তার পক্ষে সম্ভবপর, কিন্তু তাহার নিজের স্বভাবের—বিরুদ্ধে সে অস্ত্র উত্তোলন করিতে পারেনা। সে তার চারিদিকে যখন জীবন ও লালন পালনের এই বিপুল ও বিরাট কারখানা চলিতে দেখে তখন তার মানস-প্রকৃতির উদাত্ত আহ্বান কি হয় ? তার হৃদয়ের প্রতি অণুপরমাণুতে কোন্ বিশ্বাস রন্‌জিত হইয়া উঠে ? এই বিশ্বাস কি নয় যে, সকল বিশ্বের প্রতিপালক—রব্বুল-আলামীন নিশ্চয় বিদ্যমান রহিয়াছেন ?

কোরআনের বর্ণনা ভংগী বিতর্কমূলক নয়, সে মানুষের সহজজ্ঞান ও স্বাভাবিক রুচিকেই সকল সময়ে আবেদন করিয়াথাকে। তর্কে পরাভূত করা তাহার উদ্দেশ্য নয়, চিত্তকে জয় করিয়া লওয়াই তাহার প্রকৃত লক্ষ ! কোরআনের দাবী যে, আল্‌লাহকে প্রভু মানিয়া লওয়া মানবপ্রকৃতির অপরিহার্য স্বীকৃতি, বিভ্রান্তির বশে যদি সে তাহার স্বভাবের স্বীকৃতিকে অস্বীকার করিতে লাগিয়া যায়, তাহাহইলে তাহার সম্মুখে এমন প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহার মনের রুদ্ধ কপাট নড়িয়া উঠে, তাহার ঘুমন্ত প্রকৃতি জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসে। তাই এ প্রসংগে কোর্‌আন তাহার দাবীর পোষকতায় মানব-প্রকৃতিকেই প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছে। কোরআন বলিয়াছে,—মানুষ তাহার সহজ-জ্ঞানের প্রতিকূল যতই বাহানা রচনা করুকনা কেন, তাহার সত্তাই তার—বিভ্রান্তির বিপক্ষে অকাট্য নিদর্শন ! আল্‌কিয়ামত : ১৪ আয়ৎ।

بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره -

রছুলুল্‌লাহ (দঃ) মানব প্রকৃতিকে সম্বোধন করিতে এবং তাহার অন্তরনিহিত অনুভূতির নিকট হইতে এই জিজ্ঞাসার উত্তর চাহিতে আদিষ্ট হইয়াছেন,—বলুন আপনি, যিনি আকাশের দিগন্ত-প্রসারী জীবনের—উপাদান এবং বিস্তৃত ভূভাগের উৎপন্ন খাদ্য-সম্ভার হইতে তোমাদিগকে আহার্য যোগাইতেছেন, তিনি কে ? কাহার অধিকারে—তোমার শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়গুলি রহিয়াছে ? কে প্রাণহীন উপাদান হইতে প্রাণীজগত সৃষ্টি এবং প্রাণবন্ত বস্তুসমূহকে প্রাণহীনে পরিণত করিতেছেন ? এবং এই নিখিল বসুন্ধরার সমুদয় ব্যাপার সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ? হে রছুল (দঃ) তারা এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তরে নিশ্চয় বলিয়া উঠিবে যে, তিনি আল্‌লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই নহেন ! আপনি বলুন যে, তোমরা যখন ইহা স্বীকার করিয়া লইতেছ, তখন এই বিভ্রান্তি ও বিদ্রোহকে পরিহার করনা কেন ? হাঁ ! তিনিই আল্‌লাহ্, যিনি তোমাদের সত্যকার প্রতিপালক রব্ব ! আর ইহাই অকাট্য সত্য ! আর সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর উহা অমান্য করার অর্থ অসত্যের ——গোম্‌রাহীর অনুসরণ ছাড়া আর কি হইতে পারে ? তথাপি তোমরা মুখ ফিরাইয়া কোন্‌দিকে চলিয়াছ ? ইউনুছ : ৩১।

قل من يرزقكم من السماء والارض ؟ امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ؟ ومن يدبر الامر ؟ فسيقولون الله ! فقل افلا تتقون ؟ فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال ؟ فانى تصرفون ؟

ছুরত-আন্‌নমলে এই কথাগুলি অধিকতর বিস্তৃত ও হৃদয়গ্রাহীভাবে বলা হইয়াছে,— কে আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি—করিল ? কে তোমাদের জন্য আকাশ—

امن خلق السموات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به

www.ahlehadeethbd.org

حدائق ذات بهجة ماكان لكم ان تنبتوا شجرها ءاله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون ! امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا ؟ ءاله مع الله ؟ بل اكثرهم لايعلمون ؟ ام من يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض ؟ ءاله مع الله قليلا ما تذكرون ! امن يهديكم فى ظلمت البر والبحر و من يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ؟ ءاله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون ! امن يبدء الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء و الارض ؟ ءاله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين !

হইতে বৃষ্টিবর্ষণ করিল? আমরাই কি এই—পানীর সাহায্যে নয়নাভিরাম বাগিচা-সমূহ উৎপন্ন করিনাই? অথচ ঐ বাগিচার গাছগুলিকে উৎপাদিত করার তোমাদের—কোন ক্ষমতাই ছিলনা! এই সকল কার্য্য সমাধাকারী আল্‌লাহর সহযোগী অন্যকোন প্রভুও আছে নাকি? প্রকৃতপ্রস্তাবে বিপথে গমন করাই ইহাদের স্বভাব! কে ভূপৃষ্ঠকে স্থির এবং জীবন ও উপার্জ্জনের আলয়ে পরিণত—করিল? কে উহার ফাঁকে ফাঁকে স্রোতস্বতী সমূহ প্রবাহিত করিল? ভূপৃষ্ঠের—দৃঢ়তার জন্য পর্বতরাজিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল? এবং নদী ও সমুদ্রের মাঝখানে—এমন আড়াল কে রচনা করিল, যাহার ফলে উভয় স্বস্ব স্থানে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে? আল্‌লাহর সংগে আরও কি কোন প্রভু রহিয়াছে? কিন্তু আফ্‌ছোছ! এমন স্পষ্ট ব্যাপারও তাহাদের অধিকাংশ অবগত নয়! আচ্ছা বল দেখি, কে অস্থির হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ শ্রবণ করে? এবং কে ব্যথিতের বেদন বিদূরিত করিয়া থাকে? কে তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী করিয়াছে? আল্‌লাহর সহযোগী আরও কি কোন প্রভু রহিয়াছে? কিন্তু তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক অতি সামান্যই! কে জল ও স্থলের আঁধারের ভিতর তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া দেয়? কে বৃষ্টির অনুগ্রহধারার সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু—প্রেরণ করিয়া থাকে? আল্‌লাহর সংগে অন্য কোন প্রভুও কি আছে? কখনই নয়! তাহার সহযোগীরূপে উহারা যাহা স্থির করিতে চাহিতেছে আল্‌লাহ তদপেক্ষা মহত্তর! বল,— কে সৃষ্টির সূচনা করিয়াছে এবং কে উহার পুনরাবর্তন ঘটাইবে? কে আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডার হইতে তোমাদিগকে আহার্য সরবরাহ করিতেছে? আল্‌লাহর সংগে আরও কি কেহ প্রভু রহিয়াছে? হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন—অভিজ্ঞতার প্রতিকূল তোমাদের দাবীর সত্যতার প্রমাণ উপস্থিত করিয়া দেখাও!—— আন্‌নমল, ৬০—৬৪ আয়ৎ।

উপরিউক্ত আয়তসমূহের প্রত্যেকটী জিজ্ঞাসা এক একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ, কারণ সমস্ত প্রশ্নের জওয়াব অভিন্ন এবং মাত্র একটী। —উহা হইতেছে মানবপ্রকৃতির সার্বজনীন এবং সর্বজনমান্য স্বীকৃতি। কোর্‌আনের অসংখ্য স্থলে এই ভাবে বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালন ব্যবস্থা এবং রবুবীয়তের বিধানের আলোচনা দ্বারা আল্লাহর বিদ্যমানতা এবং তাঁহার অফুরন্ত করুণাকে প্রমাণিত করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন,—মানুষ নিজের খাদ্যের দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখুক—আমরা প্রথমে বৃষ্টিকে প্রবাহিত করি, তারপর আমরা ধরিত্রীর বুক চিরিয়া ফেলি, অতঃপর উহাতে—নানারূপী শষ্য উৎপাদন করি,—শষ্যের দানা, আঙুরের গুচ্ছ, শাক সব্‌জী, জলপাইয়ের তৈল, এবং খেজুর, নানারূপ বৃক্ষের ঘণ বাগান, বিবিধরূপী মেওয়াও চারার গাছ,— তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের পশুপালের জন্য! ——আবাছ : ২৪—৩২।

فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا و عنبا وقضبا و زيتونا و نخلا وحدائق غلبا و فاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم !

www.ahlehadeethbd.org

সবকিছু মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্যের ব্যাপার মানুষের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনা, তাই কোরআনে রবুবীয়তের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু রূপে মানুষের খাদ্যের কথা বারম্বার আলোচিত হইয়াছে। ছুরত-আন্‌নহলে এই কথাই নূতনভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে,—আর দেখ, তোমাদের—পশুপালের মধ্যে—তোমাদের জন্য চিন্তা করিয়া দেখার বিষয় রহিয়াছে। গোবর ও রক্তের মাঝখানে উহার পেট হইতে আমরা তোমাদের পানীয় প্রস্তুত করিয়া দেই— খাঁটি দুধ, পানকারীদের উপযোগী! এইরূপ খেজুর ও আঙুরের ফল, ঐগুলি হইতে মাদক ও উত্তমখাদ্য উভয়—বস্তুই তোমরা সংগ্রহ করিয়া থাক। বুদ্ধিমানদের জন্য নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানের নিদর্শন রহিয়াছে। আরও দেখ, তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে প্রত্যাদিষ্ট করিলেন যে, তোমরা পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং উচ্চ জাংলা সমূহে মৌচাক নির্মাণ কর, অতঃপর সমুদয় ফলের রস আহরণ কর, তারপর তোমাদের প্রভুর নির্ধারিত বিধানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চল। তাহাদের পেট হইতে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হইয়া থাকে, উহা মানুষের রোগের ঔষধ— এই ব্যাপারে চিন্তাশীলদের জন্য জ্ঞানের নিদর্শন রহিয়াছে,—৬৬—৬৯ আয়ত।

وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين - ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا' ان فى ذلك لاية لقوم يعقلون! واوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون' ثم كلى من كل الثمرات' فا سلكى سبل ربك ذللا' يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان فى ذلك لاية لقوم يتفكرون -

আল্লাহ যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা, তেমনি প্রতিপালক! তাই সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার পবিত্র সত্তাকে যেরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সেইরূপ রবুবীয়ত দ্বারাও তাঁহার রব্ব হওয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্তই সৃজিত, অতএব একজন স্রষ্টা সন্দেহাতীত ভাবে আবশ্যক, আবার যাহারা সৃজিত, তাহারা প্রতিপালিত ও সুরক্ষিতও হইতেছে, সুতরাং প্রতিপালনও সংরক্ষণের জন্য একজন প্রতিপালকও নিশ্চিতভাবে আবশ্যক। যে স্বয়ং প্রতিপালিত হইতেছে এবং নিজের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালনপালনের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী, সে কেমন করিয়া রব্ব বা প্রতিপালক হইবার দাবী করিতে পারে? নিম্নলিখিত আয়ত-সমূহে এই কথাই—বুঝান হইয়াছে,—দেখ, তোমরা কি এ কথা কখনও চিন্তা—করিয়াছ যে তোমরা যেসকল দ্রব্যের কৃষিকর, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তোমরা উৎপাদন কর না আমরা উৎপাদন করিয়া থাকি? আমরা যদি ইচ্ছাকরি তাহা-হইলে ওগুলি শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত করিয়া দিতেপারি, তখন—তোমাদের কেবল হায়-হায় করা ছাড়া কোন গতি থাকিবেনা,—তোমরা বলিবে,—আমরা দণ্ডিত হইলাম, আমাদের সর্ব্বনাশ হইল! আচ্ছা! একথা কোনদিন তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যে পানী তোমরা পান করিয়াথাক, উহা কি তোমরা মেঘমালা হইতে বর্ষণ করিয়াছ না আমরা বর্ষণ করিয়া থাকি? আমরা ইচ্ছা করিলে (সমুদ্রের পানীর ন্যায়) উহা কটু করিয়া দিতেপারি,

افرايتم ما تحرثون ؟ ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ؟ لونشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ! انا لمغرمون' بل نحن محرومون ! افرايتم الماءالذى تشربون ؟ ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ؟ لونشاء جعلناه اجاجا فلو لاتشكرون ؟ افرايتم النار التى تورون ؟ ءانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ! فسبح باسم ربك العظيم !

www.ahlehadeethbd.org

তবুও তোমরা কৃতজ্ঞ হওনা! আচ্ছা! তোমরা কি ইহা কখনো চিন্তা করিয়াছ যে, এই আগুন যাহা তোমরা ধরাইয়া থাক উহার ইন্ধন-বৃক্ষ তোমরা উৎপাদন করিয়াছ না আমরা করিয়াছি? এই আগুনকে আমরা নরকাগ্নির স্মারক এবং প্রবাসীদের সম্পদে পরিণত করিয়াছি, অতএব তোমার মহিমান্বিত রব্বের জয়ঘোষণা কর,— আল্‌ওয়াকেআ ৬৩—৭৩

* * * *

রবুবীয়তের সার্বজনীন ও ভেদহীন বিধানের সাহায্যে কোরআনে আল্লাহর একত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ভেদ বৈষম্য বিবর্জিত ব্যবস্থা শুধু এক ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যে "রব্বুল আলামীন" বিশ্ব চরাচরের একমাত্র নিয়ামক ও প্রতিপালক, যাঁহার রবুবীয়তের স্বীকৃতি দেহ ও মনের পরতে পরতে বিদ্যমান রহিয়াছে একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে দাসত্ব ও প্রণতির— মস্তক অবনত হওয়া উচিত নয় কি? এই কথাই ছুরত ফাতিরে মর্মস্পর্শী ভাষায় বলা হইয়াছে। হে মানব গোত্রের উত্তরাধিকারীগণ,— আল্লাহর যে সকল অনুগ্রহ তোমরা উপভোগ করিতেছ— সেগুলি স্মরণ কর। যে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ হইতে তোমাদিগকে — আহার্য যোগাইয়া থাকেন, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর সৃষ্টিকর্তা কে? নিশ্চয় তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই! তোমরা কেমন করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছ? —৩ আয়ৎ।

يا ايها الناس، اذكروا نعمت الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون؟

নবুওত ও ওয়াহীর অপরিহার্যতা,

যে "রব্বুল-আলামীন" ধরণীর বিশুষ্ক ও উত্তপ্ত বুককে আকাশ হইতে বৃষ্টির ডোল নামাইয়া দিয়া সরস ও স্নিগ্ধ করিয়া তোলেন সৃষ্টিকে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে, যিনি প্রাণীজগতের দৈহিক পরিপুষ্টি সাধনের জন্য বিপুলা বসুন্ধরাকে অফুরন্ত খাদ্যসম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, বিড়াল-শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই যিনি উহার জন্য বিড়ালীর বক্ষে ক্ষীরধারা সঞ্চারিত করিয়াছেন এবং সর্বপ্রথম গর্ভবতী বিড়ালীকে নির্দেশ দিয়াছেন—তাহার ছানাকে পুংবিড়ালের আক্রোশ হইতে রক্ষা করার জন্য— সুরক্ষিত বিভিন্ন বাসস্থান অনুসন্ধান করিবার এবং অপ্রস্ফুটিত-চক্ষু বিড়াল-শিশুকে তাহার জননীর— বক্ষস্থল হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার এবং স্তন-বৃন্তকে জোর জোরে চুষিবার জন্য ইংগিত করিয়াছেন সেই "রব্বুল আলামীন" মানুষের ঊষর মানসলোককে জ্ঞান ও সত্যের অমৃতধারায় সঞ্জীবিত করিয়া রাখার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার নাম নবুওত ও ওয়াহী। যত রছুল ও নবীর দুনিয়ায় অভ্যুদয় ঘটিয়াছে,— তাঁহারা সকলেই রব্বুল আলামীনের প্রেরিত বলিয়া দাবী করিয়াছেন। হযরত নূহ তাঁহার পথভ্রষ্ট— জাতির কাছে যে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, قال يا قوم ليس بى ضلالة —হে স্বজাতীয়গণ, ولكنى رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربى وانصح لكم — তোমাদের অন্ধ অনুসরণ রীতি পরিহার— করায় আমি পথভ্রষ্ট হই নাই, পক্ষান্তরে আমি— রব্বুলআলামীন কর্তৃক প্রেরিত রছুল! আমি— আমার রব্বের পয়গাম তোমাদের কাছে বহন করিয়া আনিয়াছি, আমি তোমাদের শুভানুধ্যায়ী!—আল্‌আ'রাফ : ৬১ ও ৬২ আয়ত। হযরত হুদ তাঁহার দেশবাসীদের চিরাচরিত আচরণ ও মতবাদের— প্রতিকূলে আল্লাহর একত্বের পয়গাম ঘোষণা করায় তাহারা তাঁহাকে বিরোধ ঠাওরাইয়াছিল। হযরত হুদ তাহাদিগকে নূহ আলাইহিছ্‌ছালামের মতই— নিজের পরিচয় জ্ঞাপিত قال يا قوم ليس بى سفاهة করিয়াছিলেন, তিনি ولكنى رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات বলিয়াছিলেন, হে স্বজাতীয়গণ, আমি নির্বোধ! ربى وانا لكم ناصح امين নই, পক্ষান্তরে রব্বুলআলামীনের রছুল, আমি— আমার রব্বের পয়গাম তোমাদের কাছে বহন করিয়া আনিয়াছি, আমি তোমাদের বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্খী! ৬৮ আয়ত। হযরত মুছা ও হারুন ফিরআওনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাছে গিয়া বলিয়াছিলেন,—— আমরা
انا رسول رب العلمين !
রব্বুল আলামীনের রছুল ! —আশ্শুআরা : ১৬। হয্রত ছালিহ্ বলিয়াছিলেন,— ভ্রাতৃগণ, আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি— ছাড়া তোমাদের বাস্তব প্রভু আর কেহই নাই।
يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم —
তোমাদের রব্বের নিকট হইতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চিত রূপে আসিয়া গিয়াছে,—আল্-আ'রাফ : ৭৩। হয্রত ছালিহ নূহ ও হুদের মতই স্বীয় নবুওৎ কে আল্লাহর রবুবীয়তের নিদর্শন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন,—৭৩ আয়ত। হয্রত শুআইবও স্বীয় রিছালৎকে রবুবীয়তের প্রত্যক্ষ
لقد ابلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم !
নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন,—৮৫ আয়ত। ছালিহের ন্যায়
قد جاءتكم بينة من ربكم —
তিনিও বলিয়াছিলেন যে, আমি আমার রব্বের পয়গাম তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং— তোমাদের হিতকামনা করিয়াছি,—৯৩।

সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ)— রিছালত্কেও আল্লাহর রবুবীয়তের প্রমাণ রূপে কোর্আনে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ বলিয়াছেন, হে মানব— সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে তোমাদের—
يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم !
রব্বের নিকট হইতে আর্-রছুল সত্য সত্যই—— আগমন করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন কর, ইহা তোমাদের পক্ষে মংগলজনক।— আন্নিছা : ১৭০। এই ছুরতে মুবারকাতেই কোর্আনকে মানব জাতির জন্য রব্বের বুরহান বা প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে,— হে মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে তোমাদের— রব্বের নিকট হইতে
يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا —
স্পষ্ট নিদর্শন আগমন করিয়াছে এবং আমরা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আলোক অবতীর্ণ করিয়াছি,— ১৭৫ আয়ত।

বহির-জগতের আলোক ও উত্তাপের ব্যবস্থার জন্য আল্লাহর যে রবুবীয়ত সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ব্যবস্থা করিয়াছে, অন্তর জগতকেও তদ্রূপ আলোকিত এবং উহাতে প্রেম, দয়া, ন্যায়-বিচার, মহানুভবতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সদ্বৃত্তিসমূহকে জীবিত ও ও জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করাও সেই রবুবীয়তের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। এ ব্যবস্থা না থাকিলে রবুবীয়তের কার্য্য অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত, বরং প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া পড়িত। তাই রব্বুল-আলামীন জীবজগতের সংরক্ষণ, প্রতিপালন ও পরিপুষ্টি বিধানের জন্য নবুওত ও ওয়াহীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা রবুবীয়তের প্রতিপাদ্য অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু!

পুনরুত্থান ও চরম বিচারের অপরিহার্যতা,

কোর্আনের ছুরত-আয্যারিয়াতে 'দীন' অর্থাৎ চরম মীমাংসার কথা আলোচিত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, যেবিষয়ে— তোমাদিগকে প্রতি-
انما توعدون لصادق وان الدين لواقع —
শ্রুতি দেওয়া হইতেছে, নিশ্চিতরূপে তাহা সত্য এবং চরম বিচারের দিবস অবধারিত,— ৫ ও ৬ আয়ত। চরম দিবসের আগমনকে পূর্বে ও পরে রবুবীয়তের অন্যান্য নিদর্শনাদির সংগে প্রমাণিত করা হইয়াছে, যথা যে বায়ু পৃথিবীর উত্তাপকে বিদূরিত করে এবং যে বায়ু
والذاريات ذروا ' فالحاملات وقرا ' فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا —
মেঘমালার বোঝাকে বহন করিয়া বেড়ায় এবং মৃদুমন্দ সমীরণ ও বৃষ্টিবিতরণকারী বায়ুর শপথ করা হইয়াছে। সর্বশেষে আল্লাহ নিজের রবুবীয়তের শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর— রব্বের শপথ ! তোমাদের বাক্যালাপ করা
فو رب السماء والارض ' انه لحق مثل ما انكم تنطقون
যেরূপ অভ্রান্ত, চরম-বিচার দিবসের আগমন ও সেইরূপ সত্য!

www.ahlehadeethbd.org

কোর্‌আনে শপথ সাক্ষ্য স্থলে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং উপরিউক্ত শপথের তাৎপর্য দাঁড়াইল এইযে, স্বয়ং আল্‌লাহর রবুবীয়ত ও পরওয়ারদিগারী ইহার— সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, পুনরুত্থান ও চরম বিচারের দিবসের আগমন সুনিশ্চিত। পৃথিবীতে যদি প্রতিপালনের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে আর প্রতিপালিত হইতেছে যাহারা, তাহারাও যদি মওজুদ থাকে, তাহা হইলে প্রতিপালকের অস্তিত্বও সংগে সংগে প্রমাণিত হইয়া যায়। প্রতিপালক, প্রতিপালন ও প্রতিপালিতের বিদ্যমানতার অপরিহার্য পরিণাম এই যে, রবুবীয়ত কদাচ নিরর্থক ও বৃথা নয়, উহার ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। অকারণে এই প্রতিপালন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছেনা। কেবল সৃষ্টি, পানাহার এবং মরিয়া নিঃশেস হওয়াই বিরাট রবুবীয়তের শেষ ফল হইতে পারেনা। কোর্‌আনে জলদগম্ভীরস্বরে বিঘোষিত হইয়াছে,—— ايحسب الانسان ان يترك سدى ' الم يک نطفة من منى يمنى ' ثم كان علقة فخلق فسوى ! মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? এরূপ অবস্থা কি তাহার ঘটেনাই যে, সৃষ্টির পূর্বে সে বীর্য্যবিন্দু মাত্র ছিল, অতঃপর জোঁকের মত তাহার আকৃতি হইল? তারপর তাহাকে সুঠাম করিয়া সৃষ্টি করা হইল? আল্‌কিয়ামত: ৩৬।

ছুরত আল্‌মুমেনুনে পুনরুত্থান ও পুনরাগমনকে রবুবীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংগ রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে,— افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجعون ؟ فتعالى الله الملک الحق لااله الاهورب العرش الكريم – তোমরা কি মনে এই ধারণা পোষণ করিয়াছ যে, আমরা তোমাদিগকে বৃথাই সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবেনা? এ বাহুল্য কার্য্য সে মহানপ্রভু কিছুতেই করিতে পারেননা, সেই পরমসত্য সম্রাট আল্‌লাহর আসন সমুন্নত, তিনি ব্যতীত কেহই প্রভু নাই, তিনি গৌরবান্বিত আর্‌শের রব্ব! ১১৫ ও ১১৬ আয়ত।

আল্‌লাহর দাসত্ব স্বীকার করার প্রধানতম কারণ এইযে, তিনি রব্ব! কোর্‌আনের বহুস্থানে এই কথা মানুষকে বুঝান হইয়াছে, কোথাও বলা হইয়াছে,— হে মানব সম্প্রদায়, يا ايها الناس اعبدوا ربكم তোমরা তোমাদের রব্বের দাসত্ব কর,— আল্‌বাকারাহ: ২১। কোথাও আদেশ করা হইয়াছে,— আল্‌লাহর দাসত্ব কর, اعبدوا الله ربى و ربكم তিনি আমার রব্ব এবং তোমাদের রব্ব— আল্‌মায়েদা: ৭২। কোনস্থানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে: নিশ্চয় আল্‌লাহ— ان الله ربى و ربكم فاعبدوه আমার রব্ব এবং তোমাদের রব্ব, অতএব তাঁহারই দাসত্ব কর,—আলে ইম্‌রান: ৫১। কোথাও আদেশ করা হইয়াছে, তোমাদের ذلكم الله ربكم فاعبدوه এই আল্‌লাহই তোমাদের রব্ব, অতএব তাঁহারই দাসত্ব কর,— ইউনুছ: ৩। সমুদয় নবীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون – তোমাদের (পয়গম্বরগণের) এই সংঘ একটি অভিন্ন সংঘ এবং আমি তোমাদের সকলের অভিন্ন প্রভু, অতএব কেবল— আমারই দাসত্ব কর,—আল্‌আম্‌বীয়া: ৯২।

যিনি রব্ব, তিনিই ইবাদতের যোগ্য এবং ইবাদতের শ্রেষ্ঠতম স্বীকৃতি মাবুদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং মুখে তাঁর প্রশস্তি জ্ঞাপন, সুতরাং— রব্বুল-আলামীনের জন্যই সকল উত্তম প্রশংসা নির্দিষ্ট এবং ছুরত-আল্‌ফাতিহার প্রথম আয়ত সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা!

Contents

তাহারা তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য্যকে পুরুষের সম্মুখে নগ্নমূর্ত্তিতে তুলিয়া ধরে, তাহাদের কণ্ঠ রাগিণী ও অঙ্গ-সঞ্চালন দ্বারা পুরুষের দেহ-মনকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলে সহজেই যৌনবোধ উদ্দীপিত এবং ব্যভিচার ক্রিয়া নিরুদ্বেগে অনুষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ঘটিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ফুটবল, ঘোড় দৌড়, বিবিধ পদ্ধতির জুয়াখেলা এবং অন্যবিধ যে সব খেলাধূলার আয়োজন ও সাজসরঞ্জামের নিত্য নূতন আবিষ্কার হইয়া চলিয়াছে তাহাতে মানব সাধারণের উপকার অপেক্ষা অর্থাপচয় এবং নেশায় মাতোয়ারা হওয়ার পথই কেবল উন্মুক্ত হইতেছে।

যন্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিদেশ হইতে প্রচুর কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজন দেখা দেয়— এবং উৎপাদিত দ্রব্যের কাটতির জন্য বিদেশের বাজার দখল করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। উহার অপরিহার্য কুফল স্বরূপ অনগ্রসর দেশগুলির শোষণকার্য্য অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে— এবং শিল্প-অগ্রসর দেশগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হইয়া যায়। পরিণামে রাজনৈতিক চেতনালাভের সঙ্গে সঙ্গে— শোষিত জাতির জনগণের হৃদয় শোষকজাতির বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে, অন্যদিকে শিল্পোৎপাদক জাতিগুলির মধ্যে স্বার্থের লড়াই আসন্ন হইয়া উঠে। সামঞ্জস্য বিধান ও সমন্বয় সাধনের জন্য কোথাও কোন নৈতিক প্রভাবের অস্তিত্ব নাথাকায় সংগ্রাম এড়াইবার কোন পথই বিদ্যমান থাকেনা। এইরূপে জাতীয় স্বার্থপরতা এবং অর্থলোলুপতা অবশেষে যুদ্ধকে ডাকিয়া আনে আর আধুনিক মারণাস্ত্র এই যুদ্ধকে সহজেই ভয়াবহ আকারে রূপান্তরিত করিয়া তোলে। নৈতিকবোধ বিবর্জ্জিত ও ধর্ম্ম-উদাসীন জাতিসমূহ উহাতে যেকোন কুৎসিত পন্থা, যেকোন বীভৎস উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধাবোধ করেনা। জীবন পদ্ধতির কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি এবং পরকালের উপর বিশ্বাসের কোন ভাব বিদ্যমান না থাকায় ব্যক্তিগত আচরণে উচ্চ কর্ম্মচারী হইতে শুরু করিয়া সাধারণ সৈনিকগণ যে কোন উশৃঙ্খল উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধাবোধ করেনা। তাহাদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বহুবিধ অন্যায় ও গর্হিত কার্য্যের শুধু পরোক্ষ অনুমতিই প্রদত্ত হয় না— আনন্দ পরিবেশনের নামে স্বয়ং সরকার বাহাদুর জনসাধারণকে অভুক্ত রাখিয়া এবং তাহাদের শ্রমার্জ্জিত অর্থ ছিনাইয়া লইয়া সেনাবাহিনীর জন্য প্রত্যক্ষভাবে বহুবিধ অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা অবলম্বন— করিতে বাধ্য হন।

যন্ত্র-পূর্ব্ব যুগের যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈনিকবৃন্দ পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইত; আপনাপন ক্ষমতা, সাহস, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক— মানবীয় শ্রেয়বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ পাইত আর আধুনিক যুদ্ধে চাতুর্য্য, কৌশল ও ফাঁকিবাজিই অধিকতর প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং সেনাবাহিনীর মানবীয় হীন প্রবৃত্তিগুলির উশৃঙ্খল বিকাশ ও অন্যায় চরিতার্থতার— পথ সমূহ উন্মুক্ত হইয়া যায়। তারপর পূর্ব্বকালীন যুদ্ধে শুধু সৈন্যগণই হতাহত হইত। বেসরকারী— জনগণ যুদ্ধের ছোঁয়াচ বড় একটা অনুভব করিত না কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত জনগণকেই অপরিসীম দুঃখ দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রধান প্রধান সহর সমূহে বেপরোয়া বোমাবর্ষণের ফলে নিরপরাধ ও নিরস্ত্র জনগণের জান-মালের ভীষণ ক্ষতি সংঘটিত হয়— আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধ সত্ত্বেও শিক্ষাগার, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, পাঠাগার এবং হাসপাতালের উপরও বোমা বর্ষিত হয়। ফলে এক নিমেষে পবিত্র শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হয়, যুগযুগান্তরের জ্ঞান ও সাধনার ধন ধূলিসাৎ হইয়া যায় এবং পীড়িত মানবাত্মার আকুল ক্রন্দনে আকাশ বাতাস মথিত হইয়া উঠে। তারপর যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও রসদাদি সংগ্রহ ব্যাপারে নানারূপ কৃত্রিম উপায়— অবলম্বিত হয়। অত্যন্ত চড়া দরে জিনিষপত্র ক্রীত হইতে থাকে— ফলে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের মূল্য সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উর্দ্ধে চলিয়া যায়— সুযোগ বুঝিয়া মুনাফাবাজ চোরাকারবারী আসরে অবতীর্ণ হয়— আবশ্যক দ্রব্যসমূহ অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে কিনিয়া গুপ্তস্থানে গুদামজাত করিয়া রাখে। কনট্রোল ব্যবস্থার কঠোরতা জনসাধারণের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

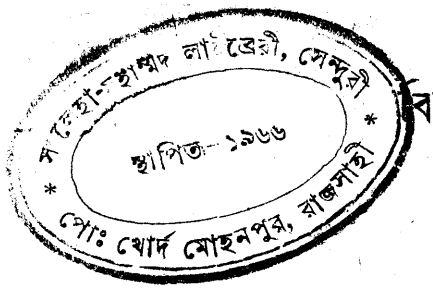

বিষবৃক্ষের বিষফল

মোহাম্মদ আবদুর রহমান,
বি, এ, বি, টি।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার বিষবৃক্ষটি যন্ত্রবিজ্ঞান কর্ত্তৃক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। যন্ত্রবিজ্ঞানের অপ্রত্যাশিত প্রসারের ফলে অসংখ্য নূতন সহর ও শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থোপার্জ্জন ও সৌভাগ্যলাভের জন্য গ্রামের লোক সহরের দিকে ধাইয়া আসিয়াছে—গ্রামকেন্দ্রিক সমাজ সহরমুখী হইয়াছে। পুরুষের সহিত স্ত্রীরাও গৃহসংসার ছাড়িয়া কল কারখানা ও অফিস আদালতে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে। ফলে পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

নারীকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। এই বন্ধনহীন স্বাধীনতার ফলে সম্মর্কহীন স্ত্রী পুরুষের যত্রতত্র মিলামিশার সুযোগ ঘটিয়াছে। স্কুল কলেজ, কল কারখানা, অফিস আদালত, রাস্তাঘাট, দোকান রেস্তোরা, ট্রাম বাস, রেল জাহাজ সর্ব্বত্র নারীপুরুষের একত্র সমাবেশ, আলাপ আলোচনা, পরিচয়, ও নৈকট্যলাভের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যৌন ব্যভিচার উহার বীভৎস নগ্নমূর্ত্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফলে একদিকে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে অন্যদিকে সমাজ জীবনে নানা সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মের বাঁধন ক্ষণ শিথিল এবং পরকাল-ভীতি মানব মন হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ সর্ব্বপ্রকার হীন ও জঘন্য আচরণে অবলীলাক্রমে লিপ্ত হইতেছে। চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা ও ফাঁকিবাজির নিত্য নূতন কৌশল ও ভয়াবহ পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে। জুয়া, মদ্যপান, লটারি প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ সমূহ বৈধতার পোষাক পরিধান করিয়া পাশ্চাত্য সমাজ জীবনকে তিলে তিলে নস্যাৎ করিয়া ফেলিতেছে।

পূর্ব্বে গ্রামের অধিবাসী ছোট বড় ধনী নির্ধন সর্ব্বশ্রেণীর লোক একত্রে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিত। পরস্পর পরস্পরের দুঃখে, বেদনায় সাথী হইত—শোকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিত, বিপদে সাহায্য করিত, একত্রে গীর্জ্জায় বসিত, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নির্দ্দোষ আমোদ প্রামোদে অংশ গ্রহণ করিত। মোটের উপর গ্রামের সমাজবদ্ধ সমস্ত লোকের মধ্যে সৌহার্দ্দ, প্রীতি ও ঐক্য-বন্ধন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার নব পরিবেশে সেই পবিত্র বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, সহরের জন সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে মায়ামমতা, স্নেহ ভালবাসার শেষ চিহ্নটি পর্য্যন্ত রসাতলে ডুবিয়া গেল। এখন সুউচ্চ অট্টালিকার অগণিত ফ্ল্যাটের নিকট বাসিন্দারা কিম্বা দীর্ঘাকৃতি গৃহের বিভিন্ন কামরার পরস্পর-সংলগ্ন অধিবাসিরাও একে অপরের সহিত প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য পালন দূরের কথা মিলামিশা ও আলাপ আলোচনারও কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। প্রত্যেকেই আপনাপন কাজ লইয়া সদা ব্যস্ত। কাহারও দিকে কাহারও যেন তাকাইবার অবসর নাই।

অবশ্য অবসর যে কাহারও কিছুমাত্র নাই এ কথা মোটেই সত্য নহে। কিন্তু বিজ্ঞান এবং নূতন আবহাওয়া ও নব পরিবেশ অবসর বিনোদনের জন্য অনুরূপ বহুবিধ ব্যবস্থার আয়োজন করিয়া দিয়াছে। ফলে নাচমজলিস, সঙ্গিত জলসা, সিনেমা, থিয়েটার, কার্ণিভেল, কফি হাউস, নৈশ ক্লাব, ক্লিনিক্স, মেসেজ-হোম প্রভৃতিতে প্রত্যেক সহর ও শিল্পকেন্দ্র ছাইয়া গিয়াছে। এই সব ব্যবস্থায় আত্মা অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিই অধিকতর পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, শরীরের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী ঘটিয়া থাকে। উহাতে নারী পুরুষের অপরিহার্য্য দোসররূপে আসর জমকাইয়া থাকে,

www.ahlehadeethbd.org

অর্থনীতি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতা যে নীতি বাছিয়া লইয়াছে এবং ব্যবহারিক জীবনে যেভাবে উহা প্রয়োগ করিতেছে তাহা মানব সমাজে বিভেদের প্রাচীরকেই মজবুত করিয়া তুলিতেছে মাত্র। সমাজতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজ্‌ম এই জটিল সমস্যার—সমাধান প্রয়াসে বস্তুতান্ত্রিকতার শুষ্কতর পথে হাঁটিয়া বিপরীত প্রান্তসীমায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত শান্তির কোন সন্ধান আজও দিতে পারে নাই। তারপর আর্থিক লেন-দেন, ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালন প্রভৃতি ব্যাপারে জটিল অর্থনৈতিক পদ্ধতি, সুদ প্রথা, ব্যাঙ্কিং, ইন্‌সিউরেন্স প্রভৃতি যাহা কিছু প্রবর্তিত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে তাহা—ব্যক্তিবিশেষকে সাময়িক ভাবে কিছুটা সুবিধা প্রদান করিলেও পরিণামে সমগ্র মানবতার জন্য জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি এবং বৃহত্তর অকল্যাণের বার্ত্তাই বহন করিয়া আনিতেছে।

মোট কথা, আত্মাকে উপেক্ষা ও পারলৌকিক জীবনকে অস্বীকার করিয়া সর্ব্বোপরি আল্লাহর—অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া মানুষ শুধু ধরণীর ধূলিকে কেন্দ্র করিয়া যে জড় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে—যে জীবন পদ্ধতি বাছিয়া লইয়াছে এবং তাহাদের রাষ্ট্র বিধাতৃমণ্ডলী যে মন-গড়া বিধান রচনা করিয়া—শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেছে তাহাই তাহাদের ইহলৌকিক জীবনকে অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে; তাহাদের দৈহিক ও মানসিক জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা—নিজহস্তে বিষবৃক্ষের যে বীজ রোপন করিয়াছে—তাহাই আজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া গুচ্ছ গুচ্ছ বিষ-ফলের গুরুভারে নোয়াইয়া পড়িয়াছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আজ হোক কাল হোক, এই বিষ ফল ভক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ইহলীলা সংবরণ করিতেই হইবে।

প্রাচ্য দেশসমূহ এবং তৎসহ মিলিত ভারত এই চটকদার সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সম্মোহিত হৃদয় মনে উহার অন্ধ অনুসরণ করিয়াছে। ইছলামের চিন্তাশীল মনিষীবৃন্দ তাঁহাদের সুদূর প্রসারী সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে উহার ভয়াবহ পরিণামের কথা উপলব্ধি করিয়া যথা সময় সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের কথায় কেহই কর্ণপাত করে নাই। আজ অনেকেই উহার মর্ম্ম কতকটা উপলব্ধি করিয়াছেন বটে কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় প্রভাবান্বিত ব্যক্তিগণ এখনও উহার সম্মোহনের—নেশা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আজও অধিকাংশ লোকই এই বিষ বৃক্ষের বিষফল ও উহার বিষক্রিয়ার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে মোটেই সজাগ নহেন। এই জন্যই নবজাত রাষ্ট্র পাকিস্তানের—আলোক-পথ-যাত্রী ও মুক্তি-সন্ধানী অধিবাসীর—সম্মুখে উক্ত বিষ-বৃক্ষের নগ্ন মূর্ত্তি তুলিয়া ধরা এবং উহারই পার্শ্বে ইছলামি তামাদ্দুনের অমৃত বৃক্ষ—উপস্থাপিত করা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

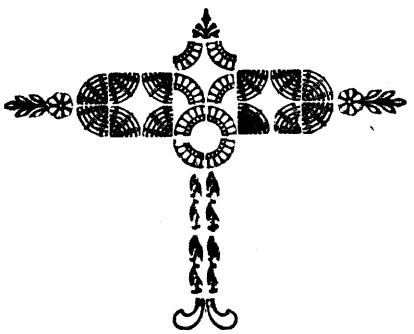

www.ahlehadeethbd.org

ইছ্‌লামে সহনশীলতার আদর্শ।

জমিলা খাতুন,
—পাবনা।

বিশাল ভারতবর্ষের দশ কোটী মুছলমানের তাহ্‌জীব ও তামাদ্দুনের সহজ ও স্বাভাবিক গতি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বতন্ত্র বাসভূমির। তাই দশ কোটী মুছলমান জান-প্রাণ দিয়ে চেয়েছিল— হিন্দ্‌ ভূমিতে পাকিস্তান। খোদার অসীম কৃপায় পাকিস্তান কায়েমও হলো;— কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট সে'টা হলো চোখের বালি। তাই নানাদিক দিয়ে পাকিস্তানকে বানচাল ক'রে দেওয়ার জন্য— তাদের চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌ল।

অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন হিন্দুরা ভারত— মাতার দুঃখ-দুর্দ্দশার স্বপ্ন দেখ্‌লেন! ভারত মাতা তাঁদের স্বপ্ন দেখালেন,— "তোরা আমার— ত্রিশ কোটী সন্তান! তোরা সংখ্যাগুরু থেকেও— সামান্য দশ কোটী দুশ্‌মন্‌ তোদের মা'কে তোদেরই সম্মুখে দ্বিখণ্ডিত কর্‌ল— তবু তোরা তার কিছুই প্রতিকার কর্‌লিনে। তোদের মত ত্রিশকোটী কাপুরুষ সন্তান থাকার চেয়ে আমার নাথাকাই ভাল! এখনও যথেষ্ট সময় আছে— যদি বিধর্মীর রক্ত দিয়ে আমাকে স্নান করাতে পারিস তবেই হবে তোদের মংগল, নচেৎ ধ্বংস অনিবার্য্য!"

মায়ের এই আদেশ প্রতিপালন করার জন্য হিন্দুরা মেতে উঠ্‌লো সংখালঘু সম্প্রদায়ের রক্ত গ্রহণ কর্ত্তে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পশ্চিমবংগ, বিহার, বম্বে, আসাম হিন্দুস্থানের নানা জায়গায় নিরীহ মুছলমানদের উপর চল্‌ল তাদের পৈশাচিক অত্যাচার। হিন্দুস্থানের হাংগামার হাব-ভাব দেখে পূর্ব্ব বংগের কোন কোন হিন্দু পাড়ি দিল ভারত অভিমুখে আর সেখানে গিয়ে তারা মিথ্যাকে প্রচার কর্‌তে লাগ্‌ল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সেখানে গিয়ে কেউ বল্‌ল,— আমার বাড়ীতে নেড়েরা অগ্নি সংযোগ করেছে। কেউ বল্‌ল,— আমার টাকা পয়সা লুট ক'রে নিয়েছে। আবার কেউ বল্‌ল,— আমার স্নেহের দুলালী— কন্যাটিকে অপহরণ করেছে! এরূপ নানা মিথ্যা প্রচারের ফলে ভারতের মুছলমানদের উপর দিয়ে ব'য়ে যেতে লাগ্‌ল রোজ কিয়ামতের দুর্যোগ-বাত্যা প্রচণ্ড গতিতে, ভয়াবহ বেগে।

এখানে কন্যা হরণ ক'রে নেওয়ার একটা ঘটনা উল্লেখ কর্‌ব:— সাম্প্রদায়িক হাংগামার খবর পেয়ে পূর্ব্ব বংগের জনৈক হিন্দু এখানে বসবাস করা— মোটেই নিরাপদ নয় মনে কর্‌লেন, ভারতে (আসাম) তাঁর ছেলে সরকারী চাকুরী করে। সেখানে স্ত্রী ও দু'টী কন্যাসহ রওয়ানা হলেন। পূর্ব্ব বংগ ছেড়ে যখন ট্রেণ ভারতের কোন এক ষ্টেসনে থাম্‌ল— তখন ভদ্রলোকটী ট্রেণের ভিতর থেকে কতকগুলো হিন্দুকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন,— "আরে ও মশায়রা এখানে হাংগামা চল্‌ছে কি রূপ? আগন্তুকের কথা শুনে জানালার নিকট দু'টী হিন্দু যুবক এসে দাঁড়াল এবং বল্‌ল — এখানে কোন রূপ গোলমাল হয়নি। ..... পাকিস্তানের খবর কি?

শিক্ষিত ভদ্রলোকটী এবার নাটকীয় ভঙ্গীতে বল্‌লেন,— মশায় সেখানকার অবস্থার কথা বল্‌তে গেলে গায়ের রক্ত হিম্‌ হয়ে যায় আর দম্‌ আসে আট্‌কে! তাঁর মুখে এই রূপ কথা শুনে আস্তে— আস্তে বহু লোক ভিড় কর্‌ল সেখানে। তারপর ভদ্রলোকটী আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন,— আমার যে জেলায়—যে গ্রামে বাড়ী সেখানে হিন্দু বল্‌তে একটীও নেই—সব শেষ! আমি কোনোমতে আমার স্ত্রী আর তিন্‌টী কন্যাসহ বেরিয়ে পড়ি পথে।— তারপর কতকগুলো মুছলমান গুণ্ডা আমাকে— আক্রমণ করে এবং একটী কন্যাকে তারা অপহরণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে নিয়ে যায়। পিতার মুখে এই রূপ ডাহা মিথ্যা কথা শুনে শিক্ষিতা মেয়ে দু'টী তাদের পিতাকে চুপে-চুপে বল্‌ল,—বাবা কেনো বুড়ো মানুষ হয়ে মিথ্যা কথা বল্‌লেন? মেয়ের মধ্যে তো আমরাই দু'জন—আর তো আপনার কোনো মেয়ে নেই!

শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকটীর মুখে এই রূপ—জাজ্বল্যমান সংবাদ পেয়ে সেখানকার হিন্দু জনতা ক্ষেপে গেল। সংখ্যালঘুদের ঘর বাড়ী ধন-সম্পত্তি লুট করতে আরম্ভ করল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে অগ্নি সংযোগ, নারী হরণ, মুছলিম হত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি নানা অমানুষিক ও পাশবিক অত্যাচার চল্‌তে থাক্‌ল দিনের পর দিন ধরে।

ইতিপূর্ব্বেই লাইন ল্যাণে বহু ঘর-বাড়ী হাতীর পায়ের তলায় গুঁড়াকরা হয়েছে। ক্ষেতের ফসলে আগুণ দেওয়া হয়েছে। মহোৎসাহে দিনের পর দিন ধরে মুছলমানদের উচ্ছেদ—চলেছে। যে মুষ্টিমেয় অবশিষ্ট মুছলমান ছিল—তাদেরও এবারকার হাংগামার দরুণ মার খেতে খেতে আসাম ও ভারতের নানাস্থান ছেড়ে পালাতে হলো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাকিস্তানের নানা জায়গায় মোহাজেরে ভরে গেল। যাদের ছিল ঘর, যাদের ছিল বাড়ী, যাদের ছিল সুখ, যাদের ছিল ধন-দৌলত, যাদের ছিল ক্ষেতখামার তারাই হলো আজ নিঃসহায় পথের ভিখারী ও আশ্রয়প্রার্থী।

এসব দেখেশুনে পূর্ব্ববংগের সংখ্যালঘুরা—বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে দলেবলে রওয়ানা হলো ভারত অভিমুখে। তারা এখানথেকে যাওয়ার পূর্ব্বে ভেবেছিল ভারতের বাস্তুত্যাগী মুছলমানদের ঘর-বাড়ী দখল করে বসবাস কর্‌বে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখ্‌তে পেলে ঘর-বাড়ীর পরিবর্ত্তে আগুনে পোড়া ভিটেমাটী। তাই ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে মুছলমানদের পবিত্র মছ্‌জিদগুলোকে অপবিত্র ও কলুষিত কর্‌ল। যে মছ্‌জিদে না-পাক্ শরীরে প্রবেশ একেবারেই নিষেধ,— সেই মছ্‌জিদে হিন্দুরা সস্ত্রীক বসবাস করিত লাগ্‌লো। ·· এসব ব্যাপারের নজীর অসভ্য যুগের ইতিহাসেও মেলা ভার।

·· ·· পাকিস্তানের হিন্দুরা সাধারণভাবে নিজেদের পাকিস্তানে ভারতীয় সম্পত্তির মতো একটা কিছু ভেবে আস্‌ছেন। যেন পাকিস্তান ভারতেরই একটা উপরাষ্ট্র বিশেষ এবং ভারতীয় উপমহাদেশ অবিভাজ্য ও অখণ্ডণীয়। সুতরাং সবল ভারতের পক্ষে দুর্ব্বল (?) পাকিস্তানকে আক্রমণ ও অধিকার করা শুধু সম্ভব নয়, সংগতও বটে। এসব প্রচারে পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় বিমর্ষ হননি, উল্লসিত হয়েছেন। এই জন্য যখন নিঃসন্দেহে তাঁদের কাছে গোপন সংবাদ পৌঁছে যে, পাকিস্তানী হিন্দুরা ভারতে চলে গেলেই নির্ঝন্‌ঝাটে হাম্‌লা চল্‌তে পারে, তাঁরা তুচ্ছ কারণে এবং শতকরা সাড়ে নিরানব্বইটী ক্ষেত্রে অত্যন্ত অকারণে পাকিস্তান পাড়ি দিয়ে ভারত সেবায় নেমে গেলেন। মুছ্‌লীম প্রতিবেশীর অনুরোধ, আশ্বাস বা ভালবাসা ও অংগীকার কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না তাঁরা।

এখানে বাস্তুত্যাগী একটী শিক্ষিতা হিন্দু বোনের চিঠির কথা অতি সংক্ষেপে লেখে জানাবো :—

জমিলাদি,

চিঠি পেলাম,— আশা করিনি উত্তর দেবেন। আমরা আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে সিয়ালদহ ইষ্টিসনে আছি। একথা বিশ্বাস করেননি। লিখেছেন,— সিয়ালদহ ইষ্টিসন বহুবার দেখেছি। সেখানে থাকে রেলগাড়ী আর যাত্রীরা। আপ্‌নি হয়তো জানেন না এখানকার কথা। কাজেই ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝ্‌বে না আমাদের দুরবস্থার কথা। আমরা আপনার চিঠিতে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে, পূর্ব্ববংগে আজো হাংগামা হয়নি। তাই দুঃখ হয় সাধের মাতৃভূমির কথা মনে উদয় হলে। আমরা যাদের ইংগিত মত হিন্দুস্থানে এসেছি— আজ তাদের অন্যায় আচরণ ও অসাধু ব্যবহার দেখে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেসব কথা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। দেশের অবস্থা শান্ত হয়ে গেলে বাবা বলেছেন,— ফিরে যাবো। উত্তর দেবেন ইতি—

আপনাদের—

"উষা"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয় যে, পাকিস্তানের কোথাও হিন্দুদের উপর জুলুম-জবরদস্তি বা দাংগা-হাংগামা হয়নি, হয়েছে ক'টী জায়গায় এবং তা'ও ব্যাপক ভাবে নয়, তবু পাকিস্তানে হিন্দুদের মন বস্‌তে চায়নি বা চাচ্ছে না—এখনও। প্রসংগত আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, জাতি ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের জান, মাল ও ইজ্জৎ ইছলামী দৃষ্টিতে পবিত্র। দোষ একজন করলে তার স্বধর্ম্মী অন্যকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, এ কথা হিংসাধর্ম্মী—দুর্বৃত্ত ছাড়া আর কেউ বল্‌বে না কিম্বা স্বীকার কর্‌বে না। সুতরাং যারা ভারতের ঘটনার প্রতিশোধ পাকিস্তানের নিরপরাধ লোকদের উপর নিতে গিয়েছে, তারা যুগপৎভাবে ইছলাম, রাষ্ট্র ও মানবতার সংগে দুশমনী করেছে। তারা ইছলাম বোঝে না, রাষ্ট্রের স্বার্থ জানে না, মানবতার স্বাভাবিক দাবী মানে না। এ রকম লোকের স্থান পাকিস্তানী সমাজে হতে পারে না। ধ্বংস হোক তারা—এইটাই আমরা কামনা করি। ইছলাম দুনিয়াতে এসেছে মানুষে মানুষে ভেদ বৈষম্য দূর ক'রে সমগ্র মানব জাতির শান্তি, শৃংখলা ও সুখসমৃদ্ধির সংগে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পবিত্র ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠা কর্‌তে, সকল রকম বিবর্ত্তন ও বিবর্দ্ধনের মধ্য দিয়ে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতিতে সহায়তা কর্‌তে, উন্নত হতে উন্নত্তর স্তরে এগিয়ে দিতে। ইছলাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে ও কার্য্যকরী করতে চেষ্টা করেছে। .....ইছলাম শব্দের মূল অর্থই হচ্ছে— আল্লার সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ।

হিন্দুরা সাধারণতঃ ইছলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের খবর অল্পই রাখেন। এ জন্য তাঁদের একটা অস্পষ্ট ধারণা এ রকম রয়ে গেছে যে, মুছলিম—রাষ্ট্রে অমুছলিমদের ছলে-বলে কৌশলে ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা হতে পারে। আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) যে মূর্ত্তি তাঁদের মনে স্থান পেয়েছে, সেটা জুলুমবাজ ধর্ম্ম প্রচারকের। এক হাতে তলোয়ার, অন্য হাতে কোরআন, এই ছবি তাঁরা দেখেন নবী মোহাম্মদের (দঃ)। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস যদি তাঁরা জান্‌তেন, সহজেই বুঝতে পার্‌তেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, তাতে ধর্ম্মীয় ব্যাপারে জোর জুলুমের স্থান নেই। তিনি তাঁর দীর্ঘ প্রচারক জীবনে কখনও কাকেও বলপূর্ব্বক ইছলাম গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য করেননি। ইছলামের সত্য পয়গাম তিনি মানুষের সামনে উপস্থিত করেছেন। যার ইচ্ছা হয়েছে, সে তা গ্রহণ করেছে। যার ইচ্ছা হয়নি, সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাতে নবী মোহাম্মদ (দঃ) দুঃখিত হলেও কখনো ক্রুদ্ধ হননি বা ক্রুদ্ধ হয়েও কারুর ধর্ম্মবিশ্বাসে কিম্বা ধর্ম্মাচারণে হস্তক্ষেপ করেননি। কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে :—

ধর্ম্মের ব্যাপারে জবরদস্তি চল্‌বেনা,— শুধু তাই নয়, পৌত্তলিকদের দেবমূর্ত্তিগুলো সম্বন্ধে অভদ্র উক্তি করতেও নিষেধ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, মিষ্টভাষায় জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে মানুষকে তার প্রভুর পথে আহ্বান করতে হবে। এর বেশী কিছু করণীয় ধর্ম্মপ্রচার সম্পর্কে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ছিলনা এবং আজো কোনো মুছলিমের নেই। সুতরাং পাকিস্তান ইছলাম ভিত্তিক রাষ্ট্র হলেও হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আশংকার কারণ নেই। তাঁদের প্রতি কেহই হস্তক্ষেপ করবেনা।

দেবমূর্ত্তিগুলো সম্বন্ধে অভদ্র উক্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে অভদ্র উক্তি তো দূরের কথা, পাকিস্তান পাওয়ার সংগে সংগে পাকিস্তানী মুছলমানরা হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, কালী পূজা ইত্যাদি পূজার সময় পূজাবাড়ীতে ভলান্‌টীয়ার হিসেবে গার্ড দিয়ে যাতে তাদের পূজা-অর্চ্চনা নির্বিঘ্নে সমাধা হয় আর পাকিস্তানী মুছলমানদের এজন্য—কোনরূপ অপবাদ নাহয় তার জন্য সুব্যবস্থা করতে মোটেই দ্বিধা করে নাই।

নানাবিধ দুষ্কর্ম্মের ফলে যে জাতির নানা দুঃখ-কষ্ট ঘটে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত প্রামাণ্য হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝাযায় :—

"কোনও জাতির মধ্যে যখনই সরকারী মালের

www.ahlehadeethbd.org

খেয়ানত হতে থাকে তখনই তাদের অন্তরে শত্রুর ভয় ঢুকে যায়। যখনই কোনও জাতির মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে চলে। যখনই কোনও জাতি মাপ ও ওজন কম দিতে থাকে, তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায়। যখনই কোনও জাতি অংগীকার ভংগ করতে থাকে, তাদের উপর শত্রু প্রবল হয়।" (হয়রত ইব্নআব্বাছ হ'তে বর্ণিত ইমাম মালেকের মুওয়াত্তা)।

মুছলমান জাতি ধর্ম্মপ্রিয়। তারা চিরদিনই ধর্ম্মকে ভয় করে চলে। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করা তারা ঘৃণার চক্ষে দেখে। অন্যায় ভাবে পর-রাষ্ট্র অধিকারের কথা কোন দিনই তারা স্বপ্নেও মনে স্থান দেয় না। তারা সাম্য-মৈত্রী ও বিশ্ব—ভ্রাতৃতের পথে এগিয়ে চলেছে। যদি তাই না হতো তবে যে আসামে এতো মুছলমান উচ্ছেদ হলো সেই আসাম যখন ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত হল, তখন তার—অধিবাসীদের জন্য পাকিস্তান সরকার কেমন করে—সহস্র সহস্র টাকার চাল, ডাল, ঔষধ পত্র ইত্যাদি প্রেরণ করেলো? এতেই সংখ্যালঘুদের বুঝা উচিত যে, মুছলমানরা মুখে যা বলে কাজেও তাই করে। মিথ্যা তারা কোনো দিনই বলে না।

আগমন

—মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী

কি কাজের লাগি কার আগমন নাই তার সন্ধান
গৌরব করে যাঁর নামে সবে কাজে তাঁর অপমান।

আরব আকাশে, এ মহান মাসে যে হেলাল দেখা দিল
একদা সে চাঁদ সারা দুনিয়ার আঁধার করিল আলো

মোদের মনের আঁধার গেল না, তথা আলো পশিল না
তাঁর সাথে আজও সম্যক রূপে জানা শোনা হইল না।

যাঁহার পরাণ গভীর নিশিথে কাঁদিল মোদের তরে
অন্তরে আজও চিনি নাই তাঁরে শুধু নাম ঠোঁট-পরে

জন্ম তারিখ নিয়ে মাতামাতি, আমোদ প্রমোদ কত,
ফুল সাজাইয়া, খোশ্বু ছড়াইয়া, শিরনীর ভোগে রত।

গজল গানেতে তাঁর নাম জপি, মুখে বলি 'ছাল্লেআলা'
(ভাবি) জোয়ার এনেছে দেলে ইশ্কে কালি কম্লিওয়ালা

প্রেমের দাবী ত মৌখিক নহে, অন্তর হ'তে ওঠে,
আশেকের চোখে মাশুকের সব সুন্দর হয়ে ফোটে।

জীর্ণ ধরার ছিন্ন বাঁধন এই মাসে খ'সে গেল
নতুন জগত সৃষ্টির লাগি যার আগমন হলো।

তাঁর কর্ম্ম সূচী সম্মুখে রাখি হও সবে আগুয়ান,
তিনি রাযী হ'লে সব রাযী হবে পাবে ভবে সম্মান

আল্লা হুম্মা ছাল্লে আলা মো হাম্মদ (ও) ছাল্লেম।
তওফিক দাও আল্লাহ্, সকলে, হতে খাঁটী মোছ্লেম!

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান।

পাক-গণপরিষদ কর্তৃক পরিগৃহীত যুগান্তকারী উদ্‌দেশ্য-প্রস্তাবে বিঘোষিত হইয়াছে যে,—

সর্বশক্তিমান আল্‌লাহতাআলাই পাকিস্তান রাষ্ট্রে চরম প্রভুত্বের অধিকারী। সুনির্ধারিত সীমা-রেখার ভিতর তাঁহার অধিকার পাকিস্তানের নাগরিকমণ্ডলীর মধ্যস্থতায় পবিত্র আমানত রূপে রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। অতএব পাকিস্তানের শাসন-তন্ত্র দ্বারা ইছ্‌লাম-নির্দেশিত গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক সুবিচার পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইবে। কোর্‌আন ও ছুন্নতে লিপিবদ্ধ শিক্ষা ও শর্ত অনুযায়ী পাকিস্তানে মুছলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে।

প্রস্তাবের প্রথমাংশকে পাক-রাষ্ট্রের প্রতিজ্ঞা বা আকীদা এবং পরবর্তী অংশকে রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি বা মীছাক বলা যাইতে পারে। যে প্রতিশ্রুতি গণ-পরিষদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দুইটী কথা দ্ব্যর্থ-হীন ভাষায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে,— প্রথম, পাক-রাষ্ট্রের প্রকৃতি; দ্বিতীয় উক্ত প্রকৃতির আদর্শ। অর্থাৎ প্রথমতঃ অংগীকার করা হইয়াছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃতি গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী, স্বাধীন, সহনশীল এবং ন্যায়-বিচারক হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতা, সাম্য, স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রকৃতি ইউরোপ, আমেরিকা, রুষ, ভারত অথবা তুর্কী, ঈরান, আরব ও মিছরের অনুকরণে হইবেনা, পক্ষান্তরে গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং ন্যায়বিচারের যে নির্দেশ ইছ্‌লাম প্রদান করিয়াছে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাহাই অনুসরণীয় হইবে।

ইছ্‌লামী রিয়াছত বা রাষ্ট্রের আদর্শ যাহাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট এবং যথেষ্ট নয় অথবা পুরাতন মান্ধাতা-যুগের অথর্ব গ্রীক, রোমক ও বাযিন্‌তিনী রাষ্ট্রীয় ভংগীর যাহারা একেবারে অন্ধ উপাসক—— মুকাল্‌লিদ কিংবা ইছ্‌লামী-নীতির আধুনিকতা, সজীবতা, স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) ও গতিশীলতা (Dynamism) সম্বন্ধে যাহাদের কোন ধারণাই নাই, তাহাদের সংগে আপোষ করার উদ্‌দেশ্যে বহুবিশ্রুত গণতান্ত্রিকতা, সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলিকে "ইছ্‌লাম-নির্দেশিত" বাক্যের সহিত বিশেষিত করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, **পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র দ্বারা ইছ্‌লামের নির্দেশ পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইবে।** প্রস্তাবের সূচনায় যে প্রতিজ্ঞা পরিগৃহীত হইয়াছে তাহার সহিত উল্‌লিখিত বাক্য অধিকতর সুসমঞ্জস।

ডিমোক্রেসী (গণতন্ত্র) ও রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র) প্রভৃতি শব্দগুলি অতি প্রাচীন। "ইছ্‌লামের সংবিধান তেরশত বৎসরের প্রাচীন," এই কথা বলিয়া যাহারা ইছ্‌লামী আদর্শের প্রবীণতা এবং নিজেদের অর্বাচীনতা প্রমাণিত করিতে সমুৎসুক, তাহাদের পক্ষে গণতান্ত্রিকতার ঢকা নিনাদিত করিতে লজ্জা—অনুভব করা উচিত ছিল, কারণ গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের পয়গম্বর দলের কেহই ইছ্‌লামের রছুল মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) অপেক্ষা কনিষ্ঠ নন। প্লেটো যীশু-খৃষ্টের ৩৪৭ বৎসর পূর্বে, এরিস্টটল ৩২২ বৎসর পূর্বে, পলিবিয়স ১২২ বৎসর পূর্বে এবং সিসেরো ৪৩ বৎসর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। যদি ইঁহাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয়বিধান প্রাচীনতার দোষে বর্জনীয় না হয়, তাহাহইলে তাঁহাদের ৬শত হইতে হাজার বৎসর পরবর্তী শাসন সংবিধানের সূত্র শুধু প্রাচ্য বলিয়াই কি উপেক্ষিত হইবে?

অথচ গ্রীক-গণতন্ত্রের মূল আদর্শ রূপে ইউনানীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যে, Nature intended the non-Greeks to be Slaves of the Greeks. প্রকৃতির ইচ্ছা হইতেছে— যাহারা গ্রীক নয়, তাহারা গ্রীকদের ক্রীতদাস হইবে। * গণতন্ত্রবাদী রোমকরা কস্মিন্ কালেও পৃথিবীর ত্রিশ ভাগের এক—ভাগ অংশ অধিকার করিতে পারে নাই, তথাপি তাহারা নিজেদিগকে সসাগরা ধরণীর প্রভু বলিয়া বিশ্বাস করিত, দুন্‌য়াটাকে তারা Orbis Romanus বলিয়া ধারণা করিত। †

সম্পদ ও নারীর সমানাধিকারবাদও ইছলাম—অপেক্ষা বহু প্রাচীন। এই জীর্ণ বস্ত্রগুলিকে শুধু যে নূতন ভাবে ধোপ দুরস্ত করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছে, তাহাই নয়, বরং গণতন্ত্রের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য যাহা, তাহাও ইছলামী রাষ্ট্রের রুচি-বিরুদ্ধ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সীমাহীন, অফুরন্ত ও মৌলিক, রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সর্বেসর্বা, তাহাদের কাউন্‌সিল বা পার্লামেন্টের উর্ধতন কোন—প্রভুত্ব নাই, তাহাদের জওয়াবদিহী দাবী করার কেহই নাই; অথচ ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের নাগরিকমণ্ডলী এবং তাহার 'মজলিছে শুরা'র অধিকার ও প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ (limited) এবং হস্তান্তরিত (deligated)—উহার নীতি (Principles) এবং বিধান (Constitution) স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে নির্দেশিত (Specified)।

ইছ্‌লামী রাষ্ট্র যে সকল দিক দিয়া সার্বভৌম, সীমাহীন এবং স্বয়ংসিদ্ধ নয় উহা যে প্রতিনিধিমূলক এবং আমানত [Trust], কোর্‌আন তাহা—পরিষ্কার ভাবেই ঘোষণা করিয়াছে,—

وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا —

যাহারা মুছলমানদের মধ্যে আল্‌লাহকে বিশ্বাস করিয়াছে এবং সদাচারশীল হইয়াছে, আল্‌লাহ—তাহাদের সংগে অংগীকার করিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন, যে রূপ তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে প্রতিনিধিত্ব দিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য তিনি যে বিধানে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, সেই বিধানকে তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠা-দান করিবেন এবং তাহাদের সন্ত্রাসকে স্থায়ী শান্তিতে—পরিবর্তিত করিয়া দিবেন,— আন্‌নূর : ৫৫ আয়ত।

এই আয়ত দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাব্যস্ত হইয়াছে,—

প্রথম, ইছলামী রাষ্ট্র ঈমান ও সদাচারশীলতার পুরস্কার মাত্র, উহা সাম্রাজ্য নয়।

দ্বিতীয়, ইছ্‌লামী রাষ্ট্র আল্‌লাহর প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) মাত্র, উহা সার্বভৌম এবং সীমাহীন প্রভুত্ব নয়।

তৃতীয়, ইছ্‌লামী রাষ্ট্র আল্‌লাহর মনোনীত জীবন পদ্ধতি (দীন) কে প্রতিষ্ঠা-দান করার উপলক্ষ, সুখ-সম্ভোগ ও প্রাধান্য লাভের বাহন নয়।

৪র্থ, ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের উদ্‌দেশ্য অত্যাচারী ও সন্ত্রাসবাদীদের অনাচার ও ভীতিকে বিদূরিত করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম করা।

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতী প্রতিনিধিমূলক হইবার তাৎপর্য দ্বিবিধ,—

প্রথমতঃ রাষ্ট্রের প্রভুত্ব (Soverelgnty) আল্‌লাহর জন্য নির্দিষ্ট, উহার শাসনকর্তৃত্ব আল্‌লাহর প্রতিনিধিত্ব (Vicegerency) মাত্র। অর্থাৎ তাঁহার অভিপ্রায় ও নির্দেশ অনুসারে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট শাসনকার্য পরিচালনা করিবে

ইছলামী রাষ্ট্রকে খিলাফত বলার আর একটী তাৎপর্য এইযে, এই রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক রাজা, বাদশাহ নহেন, পক্ষান্তরে তিনি ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের প্রতিনিধি মাত্র।

যেহেতু ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের চরমকর্তৃত্ব আল্‌লাহ

* Aristotle, Politics, Book 1, Ch. 7.
† Phillipson, International Law & Custom 1, 104.

www.ahlehadeethbd.org

এবং তদীয় রছুলের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, সুতরাং রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রাধিনায়কদের সীমাহীন প্রভুত্বকে সীমাবদ্ধ করার এই ইছ্‌লামী নীতি "গণতন্ত্র" সংজ্ঞার বিরুদ্ধ।

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ব্যাখ্যা ইব্‌নে-খল্‌দুন প্রদান করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের

ولا تكون فوق يده يد قاهرة —

উর্ধ্বতন এমন কোন বিজাতীয় পরাক্রান্ত হাত থাকিবেনা, যাহার ইংগিত অনুসরণ করিয়া চলিতে—রাষ্ট্র বাধ্য থাকে। * আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁহার নির্দেশাবলীর আনুগত্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। ইছলামী রাষ্ট্রে স্বাধীনতার মৌলিক ভিত্তি প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। হানাফী ফকীহ্ ছরখ্‌ছী বলেন যে, প্রত্যেক

الاصل فى الناس الحرية

মানুষ স্বাধীন, এই মূলনীতি ইছ্‌লামে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই ইছ্‌লামী রাষ্ট্র প্রকৃতিগত ভাবে স্বাধীন। †

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনসংখ্যার বুন্‌য়াদের উপর—প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ইছ্‌লামী রাষ্ট্র আদর্শবাদের উপর কায়েম। কাযী আবু ইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুল হাছান বলেন, রাষ্ট্রের নাগরিকদের সংখ্যা—প্রকৃত প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য নয়, মুছলমানদের সংখ্যা যতই কম হউক যদি কর্তৃত্ব এবং অভিভাবকত্বের ক্ষমতা মুছলমানদের হস্তে থাকে এবং —— তাহারা ইছ্‌লামী—

الدار تنسب الى اهلها لثبوت يدهم القاهرة عليها وقيام ولايتهم الحافظة —

বিধান অনুসারে দেশবাসীর ধন প্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত রাষ্ট্রকে ইছলামী রাষ্ট্র বলা হইবে। ‡ ইংরাজদের আমলে ইছ্‌লামের কর্তৃত্ব এবং মুছলমানদের ওছিগিরী হিন্দ উপমহাদেশের মুছ্‌লিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে বিদ্যমান না থাকায় যেরূপ উক্ত অঞ্চলগুলিকে ইছ্‌লামী-রিয়াছত বলা চলিত না, আজও পাকিস্তানে মাথা গুন্‌তি হিসাবে মুছলমানদের সংখ্যা যতই অধিক—হউক না কেন, ইছ্‌লামী আদর্শ ও সংবিধানের—প্রতিষ্ঠা ব্যতীত উহা ইছ্‌লামী-রাষ্ট্র পদবাচ্য হইবে-না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণী ও দলের প্রাচুর্য অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে শ্রেণী সংগ্রাম ও দলীয় সংঘর্ষ থাকিকে পারে না।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

ইছলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোর্‌আনের ছুরত আন্‌নিছায় বলা হইয়াছে,—আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে,—

ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ' واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل !

আমানত সমূহ তাহার প্রকৃত অধিকারীদিগকে—প্রত্যর্পণ কর এবং লোকদের বিচার ন্যায়পরায়ণতার সহিত সমাধা কর,—— ৫৮ আয়ত।

কোর্‌আনের ভাষ্যকারগণ সমবেত ভাবে বলিয়াছেন যে, এই আয়ত শাসনকর্তাদের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদিগকে দুইটী বিষয়ের জন্য—আদেশ দেওয়া হইয়াছে : প্রথম, সমগ্র জাতির ধন, প্রাণ ও সম্ভ্রমের যে আমানত তাহাদের নিকট—গচ্ছিত রহিয়াছে, ওছী [Trustee] রূপে তাহারা—যাহার যেরূপ প্রাপ্য সেইভাবে উহা বুঝাইয়া দিবে। দ্বিতীয়, তাহারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিবে।

উদ্দেশ্য প্রস্তাবে পাকিস্তানকে আল্লাহর নিকট হইতে গচ্ছিত হস্তান্তরিত আমানত (ট্রাস্ট) বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং আল্লাহর আমানতকে তাঁহার নির্দেশ মত বুঝাইয়া দেওয়াই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের তাৎপর্য কোর্‌আনের আর একটী আয়তে অধিকতর বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে,— আল্লাহ বলেন, এবং প্রত্যুত আমরা আমাদের—রছুলগণকে সুস্পষ্ট—নিদর্শনাদি সহ প্রেরণ

ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط' وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع

---

* মুকদ্দমা, হকিকতুল মুল্ক।

† শরহে ছিয়ারে কবীর (৪) ৭১ পৃঃ।

‡ ছরখ্‌ছী, মবছুত (১০) ৯৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

করিয়াছি এবং তাঁহাদের সংগে গ্রন্থ ও তুলাদণ্ড অবতীর্ণ— করিয়াছি, জনগণকে ন্যায়পথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এবং আমরা লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে — যুদ্ধের প্রচণ্ড উপকরণ এবং মানব জাতির জন্য উপকার নিহিত রহিয়াছে, এবং আল্লাহকে এবং রছুলদিগকে তাঁহাদের অসাক্ষাতে কাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিতে চান,— নিশ্চয় আল্লাহ বলবান ও পরাক্রান্ত,—— আল্-হদীদ : ২৫।

للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز —

উপরি উক্ত আয়ত সম্বন্ধে অষ্টম শতকের সর্ব-জনমান্য ফকীহ্ ও মুজ্‌তাহিদ ইমাম ইব্‌নে তয়মিয়া বলেন,— সত্য দীনের জন্য দুইটী বস্তু অপরিহার্য, পথ-প্রদর্শক গ্রন্থ এবং সাহায্যকারী তরবারী। আল্লাহ যে সকল বিষয়ের— জন্য আদেশ এবং— নিষেধ করিয়াছেন, গ্রন্থে সে সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ রহিয়াছে গ্রন্থের উক্ত বিধানসমূহ বলবৎ করার জন্য তরবারী সাহায্য করে এবং উহাকে সমর্থন করিয়া থাকে। *

فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادى و السيف الناصر فالكتاب يبين ما امر الله به وما نهى عنه والسيف ينصر ذلك ويويده —

ছুরত-আল্‌হদীদে রছুলগণের আগমনের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে ন্যায়পথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন এবং যে— বিধান সূত্রে তাঁহারা মানব সমাজকে পরিচালিত করিবেন তাহার নাম আল্লাহর গ্রন্থ—আল্ কিতাব এবং রছুলগণের জীবন তুলাদণ্ড স্বরূপ, তাঁহারা সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শ। আল-কিতাবের বিধান সূত্রে রছুলগণের পদাংক অনুসরণ করিয়া— ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করাই ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। যে স্টেটের তরবারী কোরআনের বিধান এবং রছুলগণের ন্যায়বিচার কায়েম করার জন্য নিষ্কাশিত হইবে, তাহার নাম **ইছ্‌লামী রাষ্ট্র।**

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ত্রয়োদশ শতকের মুজ্‌তাহিদ কাযী মোহাম্মদ বিনে আলী শওকানী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উধৃত করিয়া দেওয়া যথেষ্ট। তিনি বলেন,— ইহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ,— সর্বাপেক্ষা গুরুতর— উদ্দেশ্য হইতেছে— দীনে-ইছ্‌লামের— আলোক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা, জনসাধারণকে ইছ্‌লামের সরল ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করা। শরীঅতের বিরোধ ও অবজ্ঞার প্রতিরোধ করা এবং জনমণ্ডলীকে নিষিদ্ধ কার্য্যসমূহে লিপ্ত হইতে বলপ্রয়োগ করিয়া বাধা দেওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এইযে, মুছ্‌লিম জাতির কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের সমুচিত ব্যবস্থাকরা, তাহাদের স্বার্থের— হানিকর বিষয়সমূহের প্রতিকার করা। আল্লাহর ধনকে মানুষদের মধ্যে বণ্টন করা; যাহাদিগকে যাকাত, উশর, খিরাজ, জিয্‌য়া ও ফায় ইত্যাদি দিতে হইবে, তাহাদের নিকট হইতে ওগুলি সংগ্রহ করিয়া, যাহারা উহার অধিকারী তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা। সৈন্যদল গঠন করা ও অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজন ঠিক রাখা। বিদ্রোহী মুছলমান ও অত্যাচারী দল যাহাতে শান্তি ভংগ করিবার, দুর্বলদের উপর প্রভাব বিস্তার করার,

اولها واهمها اقامة منار الدين وتثبيت العباد على صراطه المستقيم ودفعهم عن مخالفته و الوقوع فى مناهيه طوعاً وكرها - وثانيهما تدبير المسلمين فى جلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم وقسمة اموال الله تعالى فيهم واخذها ممن هى عليه و ردها ممن هى له وتجنيد الجنود واعداد العدة لدفع من اراد ان يسعى فى الارض فسادا من بغاة المسلمين واهل الجسارة منهم من التسلط على ضعفاء الرعية ونهب اموالهم و هتك حرمهم وقطع سبلهم ثم القيام فى وجه عدوهم من الطوائف الكفرية —

* মিন্‌হাজুছ্‌-ছুন্নাহ (১) ১৪২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই রূপ আওফ গোত্রের লোকেরাও নিজ অঞ্চলের দায়িত্ব ভার বহন করিবেন। ক্ষতিপূরণ—ইত্যাদির যে ব্যবস্থা তাহাদের মধ্যে গোড়াগুড়ি হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা পূর্ববৎ বহাল—থাকিবে। প্রত্যেক দল স্বস্ব কয়েদীদিগকে মুছলমানদের মধ্যে ন্যায়সংগত ভাবে এবং সুবিচার মত—ক্ষতিপূরণ দিয়া ছাড়াইয়া লইবে।

এই ভাবে নামে নামে ছাএদা গোত্র, বনুহরূছ, বনুজশ্‌ম, বনুনজ্জার, বনুআমূর বিনে আওফ, বনু-আওছ গোত্রসমূহকে উপরি উক্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।—

মুছলমান গোত্রসমূহ ব্যতীত যে সকল ইয়াহুদী ও অন্যান্য অমুছলমান গোত্রাবলী রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নে যোগ দিয়াছিলেন, ইব্‌নে—হিশাম ও ইব্‌নুল্‌কাইয়েমের রেওয়ায়ত সূত্রে তাহাদের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল : বনিআওফ, বনিনজ্জার, বনিহরূছ, বনি ছাএদা, বনি জশ্‌ম, বনি আওছ, বনি ছাঅ্‌লাবা, জফ্‌না, বনি শত্‌না, ইয়াহুদদের সংগে চুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রসমূহ, ছাঅ্‌লবাদের দাস বংশ, বনিহমৃযা বিনে বক্‌র বিনে আব্দমনাফ, বনি মদ্‌লজ এবং বওয়াৎ গিরির অধিবাসীবৃন্দ।

উপরি উক্ত ধারাসমূহের সাহায্যে প্রমাণিত—হইতেছে যে, ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের আদর্শ ঐকিক——[unitary] হইলেও উহা বিভিন্ন ইউনিটের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে এবং উহা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সমর্থক। এই আদর্শের অনুসরণে ইছ্‌লামী স্টেটকে বিভিন্ন ফেডারেশনে বিভক্ত করার কার্য বৈধ এবং ইছলামী আদর্শের অনুকূল হইবে।

আরব উপদ্বীপে অমুছলমানদের প্রতিষ্ঠা রছুলুল্‌লাহর (দঃ) পরবর্তী জীবনে মনুছুখ হইলেও পৃথিবীর সর্বত্র সমুদয় ইছলামী রাষ্ট্রে নীতিগত ভাবে তাহাদের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ইমাম আবু উবায়দ কাছিম বিনে ছল্‌লাম লিখিয়াছেন,—যে সকল অমুছলমান ইছলামী রাষ্ট্রে সন্ধিমূলে যোগদান করিয়াছে,—তাহাদের সম্বন্ধে—

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ان لاسباء على اهل الصلح ولا رق وانهم احرار –

রছুলুল্‌লাহর (দঃ) ছুন্নৎ এবং মুছলমানদের আচরণ এই যে, তাহারা স্বাধীন, তাহাদের সহিত—কদাচ দাস জনোচিত ব্যবহার করা হইবে না। *

চুক্তিপত্রে রাষ্ট্রের অমুছলমান গোত্রাবলী সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হইয়াছে—

وانهم امة مع المؤمنين' اليهود دينهم وللمسلمين دينهم' مواليهم وانفسهم' الامن ظلم واثم' فانه لايوتغ الانفسه واهل بيتة –

তাহারা সকলেই রাষ্ট্রের মুছলমান নাগরিকগণের দলভুক্ত। ইয়াহুদদের জন্য তাহাদের ধর্ম—আর মুছলমানদের জন্য তাহাদের ধর্ম থাকিবে। তাহাদের পক্ষভুক্তরাও তাহাদের মতই অধিকার লাভ করিবে। অবশ্য যে ব্যক্তি অত্যাচার কিংবা পাপে লিপ্ত হইবে, সে নিজেকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে নষ্ট করিবে। অর্থাৎ স্বয়ং অপরাধী ব্যক্তি অথবা তাহার পরিবারবর্গ ছাড়া অপর কেহ বিপন্ন হইবে না।

চুক্তি পত্রের ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে বলা হয়,—

وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيسة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين' وان ايديهم عليه جميعهم ولو كان ولد احدهم –

মুছলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি বিদ্রোহ করে, কিংবা কাহারো নিকট হইতে যবরদস্তি কিছু আদায় করে, অথবা অত্যাচার, পাপ ও অন্যায়—কার্যে লিপ্ত হয়, কিংবা মুছলমানদের মধ্যে শান্তিভংগ করিতে চায়, সেব্যক্তি কোন মুছলমানের পুত্র—হইলেও সমুদয় মুছলমান সমবেত ভাবে তাহার—বিরুদ্ধে তাঁহাদের হস্ত উত্তোলিত করিবেন।

এই দফায় ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের মুছ্‌লিম নাগরিকদের দায়িত্বজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে এবং তাহাদের বিশিষ্ট নাগরিক-কর্তব্য— 'পক্ষপাতহীন ন্যায়ের

* আল্‌আম্‌ওয়াল, ১৮৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ'— الامر بالمعروف والنهى عن المنكـــر —
প্রতিপালন করার জন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করা হইয়াছে।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে,—

وان ذمة الله واحدة ' يجير عليهم ادناهم —

আল্লাহর দায়িত্ব অভিন্ন, একজন নগণ্য মুছলমানও কাফেরকে আশ্রয় দিবার অধিকারী।

এই ধারায় দুইটী বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে,— প্রথম, ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের রক্ষাকরার দায়িত্ব শুধু রাজনৈতিক নয়। রাষ্ট্রের অধিনায়কগণ এই অধিকার (Right of protection) আল্লাহর নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং উহা পবিত্র আমানত। দ্বিতীয়, যেকোন মুছলমান কোন বিধর্মীকে আশ্রয় দান করার চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে উহা রাষ্ট্রের সম্পাদিত চুক্তি বিবেচিত হইবে।

কিন্তু আশ্রয়দান ও সন্ধিস্থাপন সম্বন্ধে মুছলমানদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে,—

لايسالم مؤ من دو ن مؤ من فى قتال فى سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم —

কোন মুছলমান ধর্মযুদ্ধে এককভাবে মুছলমানদের স্বার্থের প্রতিকূল অসংগতরূপে অমুছলমানদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বা তাহাদের কাহাকেও আশ্রয় দিতে পারিবেনা।

আর একটী অনুচ্ছেদে আছে,—

وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة' وان بينهم النصح والنصيحة والبر دو ن الا ثم —

চুক্তিপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট দলসমূহের কাহারো সহিত কেহ যুদ্ধ ঘোষণা করিলে সমবেতভাবে তাহার প্রতিরোধ করা হইবে এবং সকলের মংগলের চেষ্টা করা হইবে, অমংগলের ষড়যন্ত্র করা হইবেনা।

وان لاتجار قريش ولا من نصرها' وان بينهم النصر على من دهم يثرب —

মক্কার কোরায়শ এবং তাহাদের সাহায্যকারীদিগকে কেহ আশ্রয় দিতে পারিবেনা এবং যদি কোন শক্তি মদীনায় চড়াও করিতে অগ্রসর হয়, তাহাহইলে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ সমস্ত দল সমবেত ভাবে তার প্রতিরোধ করিবে।

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য রূপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চুক্তিপত্রে সন্নিবেশিত হয়,—

ان المومنين المتقين على احسن هدى واقومه —

ধর্মপরায়ণ মুছলমানগণের পরিগৃহীত জীবন-পদ্ধতী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সঠিক।

এই ধারার সাহায্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইছ্‌লামকে রাষ্ট্রের আদর্শ ধর্ম এবং তাহার বিধানকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং যে রাষ্ট্র ইছ্‌লামী আদর্শ ও উহার জীবন-পদ্ধতী (هدى) কে অনুসরণীয় বলিয়া স্বীকার করিবেনা, তাহা ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের পর্য্যায়ভুক্ত হইবেনা।

وانه لايحل لمؤ من اقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الاخـر ان ينصر محدثـــا ولايؤ ويه' وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة —

যেসকল মুছলমান এই চুক্তিপত্রের লিখিত বিষয়গুলিকে মানিয়া লইয়াছে এবং আল্লাহকে এবং কিয়ামতকে স্বীকার করিয়াছে, তাহার পক্ষে কোন— অনৈছ্‌লামিক আদর্শ ও বিধিকে প্রশ্রয় ও সাহায্যদান করা বৈধ হইবে না, যে এরূপ করিবে, তাহার উপর কিয়ামতে আল্লাহর অভিসম্পাত ও ক্রোধ— হইবে।

এই ধারার সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, যেসকল আদর্শ এবং বিধান ইছ্‌লামী নীতি (অছুল) ও রুচির (যওক) পরিপন্থী, ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সংবিধানে সেগুলির স্থান নাই এবং অনৈছ্‌লামিক বিধান প্রবর্তিত করার চেষ্টা আল্লাহর ক্রোধ এবং অভিসম্পাতের কারণ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس -

ইছ্লামী রাষ্ট্রে মুছলমানগণ পরস্পরের আত্মীয়, এই আত্মীয়তায় কোন অমুছলমানের অধিকার নাই।

وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله -

যে সকল দল চুক্তিপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদের মধ্যে কোন অনৈক্য ও কলহ এবং শান্তি ভংগের কারণ উপস্থিত হইলে চরম মীমাংসার অধিকার আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) থাকিবে।

এই ধারার সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে,—ইছ্লামী রাষ্ট্রে কোর্আন ও হাদীছের নির্দেশকে চরম [Final Authority] বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد صلى الله عليه وسلم -

মোহাম্মদ (দঃ) এর অনুমতি ছাড়া চুক্তিকারীগণের কেহই যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইতে পারিবেনা।

এই নিয়মের সাহায্যে প্রতিপন্ন হইল যে,—ইছ্লামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক [Head of the state]—সকল সময়ে মুছলমান হইবে এবং যুদ্ধঘোষণা ও সন্ধি স্থাপন করার কার্য্য তাহার অধিকার ভুক্ত—থাকিবে। *

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে হিজ্জাতুল বিদাঅ্ উপলক্ষে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার উম্মতকে যে বিদায় অভিভাষণ শুনাইয়াছিলেন, তাহাতেও ইছ্লামী রাষ্ট্রের কয়েকটী মূলনীতি বিঘোষিত হইয়াছিল।

প্রথম,

ان دماءكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام -

তোমাদের রক্ত, সম্পদ, সম্ভ্রম ও দেহ তোমাদের জন্য মহাপবিত্র।

অর্থাৎ ইছ্লামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের রক্ত, সম্পদ, সম্ভ্রম ও দেহ সুরক্ষিত থাকিবে এবং মহাপবিত্র বিবেচিত হইবে। এই ঘোষণাকে নাগরিক অধিকারের মূলনীতি রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই নীতিসূত্রে নরহত্যা ও মারপিটকে যেরূপ হারাম করা হইয়াছে, তেমনি কোন নাগরিকের সম্ভ্রমহানিকেও গুরুতর অপরাধ [Crime] বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অন্যায় ও অসৎ উপায়ে কিংবা প্রবঞ্চনা ও যুলুমের সাহায্যে কাহারো ধন সম্পদ অধিকার করার কার্য্যকেও মহাপাপ বলা হইয়াছে। *

দ্বিতীয়,

الا ان كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وربا الجاهلية موضوعة فانه موضوع كله - ولكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون -

জাহেলী যুগের সমুদয় দাবী বাতিল, সে যুগের রক্তের দাবী বাতিল, জাহেলী যুগের সুদের দাবী বাতিল, সুদের সমস্ত দাবী বাতিল। জাহেলী যুগের আসল পাওনা ও আমানত অবশ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। †

তৃতীয়,

ولا تشركوا بالله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا -

আল্লাহর সংগে শির্ক করিও না, আইনসংগত কারণ ছাড়া কাহাকেও বধ করিও না, ব্যভিচার করিওনা, চুরি করিও না। ‡

চতুর্থ,

واتقوا الله في النساء، فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف -

* চুক্তিপত্রের মূল আরাবী অংশ যাদুলমাআদের সহিত মুদ্রিত ইবনেহিশাম (১) ২৯৮—৩০০ পৃঃ ও ইবনেকছীরের বিদায়াওয়ান্নিহায়া (৩) ২২৪—২২৬ পৃঃ হইতে সংকলিত।

* বুখারী (৩) ৪৫৮ পৃঃ।

† মুছ্লিম (১) ৩৯৭ পৃঃ।

‡ বিদায়াওয়ান্নিহায়া (আহমদ, নাছায়ী) ৫ম খণ্ড ১৯৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর আমানে তাহাদিগকে তোমরা গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহারই নামে তাহাদের সহিত তোমাদের যৌন-সম্পর্ক বৈধ হইয়াছে। তাহাদের উপর তোমাদের দাবী এই যে, তোমাদের শয্যায় তাহারা তোমাদের অনভিপ্রেত কোন ব্যক্তিকে বসিতে দিবে না আর তোমাদের উপর তাহাদের দাবী এই যে, তোমরা সংগত ভাবে তাহাদিগকে খোরাক ও পোষাক প্রদান করিবে। *

এই ঘোষণার সাহায্যে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে পারিবারিক জীবন-নীতি [Principles of Family life] প্রমাণিত হইল এবং নরনারীর সম্পর্ক ও দায়িত্ব প্রকাশ করা হইল।

পঞ্চম,

ان الله اعطى كل ذى حق حقه، وانه لا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا تنفق امراة من بيتها الا باذن زوجها –

পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যাহার যেরূপ অংশ আছে, আল্লাহ তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ওয়ারিছের জন্য ওছীয়ত অবৈধ। যে পুরুষের বৈধ পত্নীরূপে নারী সন্তান প্রসব করিবে, সেই পুরুষ উক্ত সন্তানের অধিকারী হইবে এবং ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তরাঘাত। নারী তাহার পুরুষের অনুমতি ছাড়া তাহার গৃহ হইতে কিছু ব্যয় করিবে না। †

এই ঘোষণায় ধনের বণ্টন ও ইছ্‌লামী দায়ভাগের ব্যবস্থা এবং ওছীয়তের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। পারিবারিক জীবনে পুরুষের নেতৃত্ব এবং ব্যভিচারের দণ্ড বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ,

الا، وان امر عليكم عبد مجدع اسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له و اطيعوا –

যদি কোন নাক কাটা (হীন) কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসও তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয় আর সে কোর্‌আনের নির্দেশ মত তোমাদের অধিনায়কত্ব করে, তাহা হইলে তাহার আনুগত্য ও অনুসরণ— স্বীকার করিবে। *

এই ঘোষণা দ্বারা কয়েকটী বিষয় সাব্যস্ত হইল,—

(ক) ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে অধিনায়ক অপরিহার্য।

(খ) ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে শাসন সংবিধান কোর্‌আনকে ভিত্তি করিয়া বিরচিত হইবে।

(গ) কোর্‌আনী বিধানের পরিপন্থী আইন ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর প্রযোজ্য হইবেনা।

(ঘ) যদি দৈবাৎ কোন ক্রীতদাসও রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হইয়া বসে, অথবা আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়, সে কোর্‌আনী আইন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করিলে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চলিবেনা।

সপ্তম,

وتركت فيكم ما ان اعتصمتم به، فلن تضلوا ابدا، كتاب الله وسنة نبيه –

তোমাদের মধ্যে দুইটী বস্তু আমি ছাড়িয়া যাইতেছি, যতদিন উহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া চলিবে, ততদিন তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হইবেনা,— আল্লাহর গ্রন্থ এবং তদীয় নবীর ছুন্নত। †

অষ্টম,

মক্কা-জয়ের দিবসে প্রচারিত আর একটী ঘোষণাকেও উল্লিখিত মূলনীতি সমূহের অন্তরভুক্ত করা যাইতে পারে,——

يا معشر قريش، ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها بالاباء، الناس من آدم وآدم خلق من تراب –

হে কোরায়শগণ, আল্লাহ তোমাদের মধ্য-হইতে অন্ধ যুগের অহংকার এবং পিতৃপুরুষের বড়াই বিদূরিত করিয়াছেন, সমস্ত মানুষ আদম হইতে

* মুছ্‌লিম (১) ৩৯৭ পৃঃ।
† বিদায়াওয়ান্‌নিহায়া (তিরমিযী, নাছায়ী, ইব্‌নেমাজা) ৫ম খণ্ড, ১৯১ পৃঃ।

* মুছ্‌লিম (১) ৪১৯ পৃঃ।
† তারীখে তাবারী (৩) ১৬৯ পৃঃ; ইব্‌নেহিশাম (২) ২৪২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উদ্‌ভূত আর আদমকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ক

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও আকৃতি সম্বন্ধে আমরা যেসকল প্রমাণ এ যাবৎ উদ্‌ধৃত করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এইযে,—

ইছ্‌লামী রাষ্ট্র নিয়মতান্ত্রিক (Constitutional) উহা লাদীনি-ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) নয়, উহার ভিত্তি কোর্‌আন ও হাদীছের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা—আদর্শবাদী (Ideological)। ইছ্‌লামী রাষ্ট্র-সীমাহীন (Unlimited) অধিকারের মালিক নয়, উহার অধিকার সীমাবদ্‌ধ। উহা সহনশীল (Tollerant)। উহা স্বৈরাচারী (autocratic) নয়, বরং আওয়ামী (Popular)। উহা স্বাধীন (Independent)। ইছ্‌লামী বিধান প্রভুত্বকারী (Dominant) হইলেও ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে সকল ধর্মীয় মতবাদের স্থান রহিয়াছে। ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের ধন, প্রাণ, দেহ ও সম্ভ্রম এবং ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সুরক্ষিত। ইছ্‌লামী রাষ্ট্র আল্‌লাহর একত্ব এবং মানবত্বের—সাম্যের বুন্‌য়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহা অদলীয় (Non party)। ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে তাহার অন্তরভুক্ত ইউনিটসমূহের আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়া থাকে।

ইছ্‌লামী শাসন-সংবিধানের উপকরণ।

ইছ্‌লামী শাসন সংবিধান প্রধানতঃ তিনটী বস্তুর সাহায্যে বিরচিত হইবে। আল্‌লাহর গ্রন্থ, নবীর ছুন্নত এবং মুছলমানগণের পরামর্শ।

আল্‌লাহ স্বীয় রছুলকে (দঃ) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আপনি কি ঐসকল ব্যক্তিকে লক্ষ করিতেছেন,—যাহারা প্রকাশ্যে দাবী করিয়া থাকে যে,—আপনার উপর যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, এবং আপনার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ—হইয়াছে, সে সমস্তের উপর তাহাদের—ঈমান আছে অথচ তাহারা তাগুতের শাসনপদ্‌ধতী অনুসরণ করিয়া চলিতে চায়, পক্ষান্তরে তাগুতী শাসন-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার জন্য তাহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। শয়তান তাহাদিগকে সুদূর—প্রসারী ভ্রান্তির পথে ভ্রষ্ট করিতে ইচ্ছা করে। তাহাদিগকে যখন বলা হয় যে, এস, আল্‌লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং রছুলের নির্দেশ যাহা, তাহা মান্য করিয়া লও, হে রছুল (দঃ) আপনি তখন মুনাফিকদিগকে দেখিতে পাইবেন, তাহারা প্রতিবন্ধক হইয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে,— আন্‌নিছা : ৬০ ও ৬১ আয়ত।

الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا -

আল্‌লাহ ও তদীয় রছুলের পরিবর্তে যাহাদের শাসন, ইবাদত অথবা অনুসরণ স্বীকার করা হয়, তাহাদের নাম তাগুত। ক

উপরিউক্ত আয়ত দ্বারা কয়েকটী বিষয় প্রমাণিত হইতেছে।

(ক) আল্‌লাহ তদীয় রছুলের উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহাই হইবে মুছলমানদের শাসন-বিধি।

(খ) কোর্‌আনের প্রতিকূল শাসন-সংবিধান শয়তানী এবং তাহার ভ্রান্তি সুদূরপ্রসারী।

(গ) ইছ্‌লামের দাবী সত্বেও যাহারা কোর্‌আনি শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার বিরোধী তাহারা মুনাফেক।

আল্‌লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিতেছেন, আপনি বলুন, আমি কি আল্‌লাহর পরিবর্তে অন্যের—নিকট হইতে আদেশ

افغير الله ابتغى حكما وهو الذى انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتينا هم الكتاب يعلمون

ক তাবারী (৩) ১২০ পৃঃ ; ইবনেহিশাম (২) ২৪২ পৃঃ।

ক ইলামুলমুওয়াক্কেয়ীন

www.ahlehadeethbd.org

انزل الله' ولاتتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك' فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم' وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون -

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের সাহায্যে উহাদিগকে শাসন—করুন এবং উহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ—করিবেননা এবং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ হইতে—যাহাতে তাহারা আপনাকে বিপথগামী—করিতে নাপারে তজ্জন্য তাহাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকুন। যদি তাহারা অস্বীকার করে, তাহা হইলে আপনি জানিয়া রাখুন যে, তাহাদের কতক অপরাধের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই দুশ্চরিত্র। তাহারা কি অন্ধযুগের শাসন-বিধি চাহিতেছে ? অথচ বিশ্বাসী জাতির পক্ষে আল্লাহর চাইতে কে অধিকতর উৎকৃষ্ট শাসনকর্তা হইতে পারে,— আল্‌মায়েদাহ, ৪৯ আয়ত।

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে যাহারা রাষ্ট্র শাসন করেনা, ছুরত আল্‌মায়েদাহর ৪৪ আয়তে তাহারা কাফের, ৪৫ আয়তে অত্যাচারী এবং ৪৭ আয়তে তাহারা—ব্যভিচারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكافرون - ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الظالمون - ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الفاسقون -

অতঃপর আদেশ করা হইয়াছে যে, হে রছুল (দঃ) আমি আপনার প্রতি স্বয়ং-সত্য আল্‌কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি, উহা পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণ-

وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم

চাহিব, অথচ তিনি তোমাদের কাছে—বিস্তৃত আদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহাদিগকে আমরা আল্‌কিতাব দান করিয়াছি তাহারা অবগত আছে যে, উহা বাস্তবিক আপনার রব্বের নিকট হইতে অবতীর্ণ, অতএব তোমরা সন্দিগ্ধ হইওনা। আপনার রব্বের বাক্য সত্যতা ও ন্যায়-পরায়ণতার দিকদিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং তিনি শ্রবণকারী মহা বিজ্ঞ। হে রছুল যদি পৃথিবীর সংখ্যাগুরু দলের আপনি অনুসরণ করেন, তাহারা আপনাকে আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে, তাহারা শুধু কল্পনার অনুসরণ করে এবং অনুমানের উপর চলিয়া থাকে,— আল্‌আন্‌আম : ১১৫—১১৭।

انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين - وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا' لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم - وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون -

এই আয়তের সাহায্যে কতিপয় বিষয় সাব্যস্ত হইয়াছে,—

(ক) কোর্‌আনে শাসন-সংবিধানের মূলসূত্রগুলি সমস্তই প্রদত্ত হইয়াছে।

(খ) ইছ্‌লামী শাসনতন্ত্রের সূত্রগুলির প্রামাণিকতা মনুষ্যসমাজের বিষয়িগত পরিকল্পনা নয়,—ওগুলি আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ এবং স্বয়ং সিদ্ধ ও অনাপেক্ষিক Objective. ওগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সংশোধন-নিরপেক্ষ ও পরমসত্য।

(গ) কোন পরিকল্পনার যথার্থকতা সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে (Votes) নিরূপিত করা চলেনা, এই রীতি ভ্রমাত্মক এবং ভ্রান্তির উদ্দীপক।

(ঘ) নিছক কল্পনা ও ভিত্তিহীন অনুমানের—সাহায্যে ইছ্‌লামী শাসন-সংবিধান বিরচিত হইতে পারেনা।

আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিতেছেন,— আপনি— وان احكم بينهم بما

www.ahlehadeethbd.org

بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق — কারী এবং উহার— রক্ষয়িতা। অতএব আপনি কোর্‌আনের বিধান অনুসারেই উহাদিগকে শাসন করিতে থাকুন এবং আল্‌লাহর নিকট হইতে যাহা আপনার কাছে আসিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপনি উহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবেন না, —৪৮ আয়ত।

ইমাম শাফেয়ী প্রবৃত্তির (আহ্‌ওয়া) ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, উহা দ্বিবিধ হইতে পারে : প্রথম, উহাদের শাসন-পদ্ধতী, দ্বিতীয়, উহাদের পরিকল্পনা। এতদুভয়ের যে কোনটাই হউকনা কেন, তাহার — واهواءهم يحتمل سبيلهم فی احكامهم ويحتمل مايهوون وايهما كان فقد نهی عنه وامران يحكم بينهم بما انزل الله علی نبيه صلی الله عليه وسلم — অনুসরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং আদেশ করা হইয়াছে যে, আল্‌লাহ তাঁহার নবীর প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তাহাদিগকে শাসন করিতে হইবে। ¶

হুক্‌ম শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে প্রতিরোধ। এইজন্য আরাবীতে লাগামকে হুক্‌ম বলা হয়। ব্যবহারিক এবং পারিভাষিক ভাবে বিচার ও শাসনের অর্থে এইশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কোর্‌আনে এই অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। হয্‌রত দাউদ ও ছুলায়মান সম্বন্ধে কোর্‌আনে বলা হইয়াছে : وكلا آتينا حكما وعلما — তাহাদের প্রত্যেককে আমরা রাজত্ব ও বিদ্যা দান করিয়াছিলাম, (আম্বিয়া, ৭৯)। ছুরত-আলেইম্‌রানেও রাজ্য-শাসনের ক্ষমতাকে হুকুম বলা হইয়াছে. —৭৯ আয়ত। ماكان لبشر ان يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة

এই হুকুম হইতে হুক্‌কাম, হাকেমের বহুবচন রূপে শাসনকর্তার অর্থে কোর্‌আনে প্রয়োগ হইয়াছে— وتدلوا بها الی الحكام — হুক্‌কামের কাছে মিথ্যা মামলা টানিয়া লইয়া যাইওনা,— আল্‌বাকারাহ, ১৮৮ আয়ত। ইমাম ويقال حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس — রাগিব বলেন যাহারা মানুষদের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে হাকেম এবং বহুবচনে হুক্‌কাম বলে। শাসনকর্তার নিকট বিচার চাওয়াকে তাহাকুম বলা হয়। * এইভাবে শাসনের প্রতিষ্ঠান বা গভর্ণমেণ্ট হকুমত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ফলকথা, উপরিউক্ত আয়তসমূহের প্রত্যেকটীতে হুকুম ও তাহাকুম রাষ্ট্রীয় নির্দেশ এবং বিচারকে— বুঝাইতেছে, ওয়ায, নছিহত এবং মুছ্‌আলা বর্ণনা করার কার্যকে বুঝায় নাই।

পরবর্তী আয়তসমূহ দ্বারা যেসকল বিষয় সাব্যস্ত হয়, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল,—

(ক) কোর্‌আন শাসন এবং বিচার-বিধির পুস্তক।

(খ) উহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের রক্ষক। অর্থাৎ কোর্‌আনী বিধানের প্রতিপালন দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থের বিধান সুরক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়। কোর্‌আনের বিদ্যমানতায় পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থের বিধিনিষেধের অনুসন্ধান অনাবশ্যক এবং কোর্‌আনকে পরিহার করিয়া ওগুলির অনুসরণ নিরর্থক, কারণ কোর্‌আন-বর্ণিত বিধি নিষেধ ছাড়া অন্য সমস্তই হয় মনছুখ (Repealed) নয় মওযু—প্রক্ষিপ্ত।

(গ) কোর্‌আনের প্রতিকূল রাষ্ট্রীয় বিধানের অপর নাম প্রবৃত্তি, উহার অনুসরণ নিষিদ্ধ।

(ঘ) যে হকুমতে কোর্‌আনের বিরুদ্ধ বিধান দ্বারা রাজ্য শাসিত হয়, তাহাকে হকুমতে কাফেরা, যালিমা, ফাছিকা বলা যাইতে পারে কিন্তু ইছলামী-রাষ্ট্র বলা যাইতে পারেনা। এ রূপ রাষ্ট্রকে কোর্‌আন জাহেলী-হকুমত বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

* * * * *

কোর্‌আনী বিধান বলিতে কোর্‌আনের সংগে সংগে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশকেও বুঝিতে — হইবে, কারণ কোর্‌আনেই রছুলুল্লাহর (দঃ) বিধিনিষেধ প্রতিপালন করা ফর্‌য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আল্লাহর স্পষ্ট আদেশ এই যে, فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر

¶ ইমামশাফেয়ী, উম

* মুফ্‌রাদাতুল কোর্‌আন ১২৫—১২৬ পৃঃ।

Contents

হে রছুল (দঃ), আপনার প্রতিপালকের শপথ, উহারা কখনই মু'মেন পর্য্যায়ভুক্ত হইবেনা, যতক্ষণ না তাহারা তাহাদের কলহ — বিবাদে আপনাকে শাসনকর্তা (চরম মীমাংসাকারী) বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং আপনি যে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, তাহা হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করিয়া লইবে,— —আন্‌নিছা : ৬৫।

بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مماقضيت ويسلموا تسليما —

কোর্‌আনের নির্দেশ,— রছুলুল্লাহ (দঃ) তোমাদিগকে যাহা আদেশ করেন তাহা তোমরা প্রতিপালন কর এবং যে বিষয়ের জন্য তিনি নিষেধ করেন, সেই কার্য্য হইতে তোমরা বিরত থাক,—— আল্‌হশর, ৭ আয়ত। কোরআন আরও ঘোষণা করিয়াছে, যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) আজ্ঞাবহ হইল সে প্রকৃত পক্ষে—— আল্লাহরই আদেশ প্রতিপালন করিল,— আন্‌নিছা, ৮০ আয়ত। আরও কোরআনে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদেশ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ আপনাকে যেরূপ বুঝান, তদনুসারে মানুষদের— বিচার কার্য সমাধা— করার জন্য আমি— পরমসত্য আল্‌কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি,— আন্‌নিছা : ১০৫।

مما اتا كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا —

من يطع الرسول فقد اطاع الله —

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله !

এই সকল আয়তের সাহায্যে অবিসম্বাদিত— রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে,

(ক) রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ প্রতিপালন করা আল্লাহর আদেশ পালন করার মতই ফর্‌য।

(খ) কোর্‌আনের ন্যায় রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছও ইছলামী শাসন-সংবিধানের অন্যতম উপকরণ।

(গ) রছুলুল্লাহর (দঃ) শাসন কর্তৃত্বের— অধিকার যে রাষ্ট্র স্বীকার করিবেনা, তাহা কোনদিন ইছলামীরাষ্ট্র পদবাচ্য হইবেনা।

রছুলুললাহর (দঃ) নির্দেশ বলিতে তাঁহার উক্তি, আচরণ এবং প্রকাশ্য বা মৌন অনুমতির সমষ্টিকে বুঝিতে হইবে। এ গুলি প্রকৃতপক্ষে কোরআনের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রামাণিকতার দিকদিয়া রছুলুললাহর (দঃ) নির্দেশগুলি কোর্‌আনের মতই, অবশ্য ওগুলির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। ইমাম শাফেয়ী, আহ্‌মদ, আবু দাউদ, তির্‌মিযী,— দার্‌মী ও তাহাবী প্রভৃতি মাআ্‌দী কর্‌বের পুত্র মিক্‌দামের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—তোমরা অবহিত হও! আমাকে কোর্‌আন দেওয়া— হইয়াছে এবং উহার সংগে কোর্‌আনের অনুরূপ বস্তু প্রদান করা হইয়াছে! অবহিত হও! একদল পেটুক তাহাদের চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া বলিবে,— তোমাদের জন্য কোর্‌আনের অনুসরণ যথেষ্ট!— কোর্‌আনে যাহা হালাল করা হইয়াছে, শুধু তাহাকেই হালাল জানিবে আর কোর্‌আনে যাহা হারাম করা হইয়াছে, শুধু তাহাকেই হারাম বুঝিবে, (অর্থাৎ— বৈধতা ও অবৈধতার জন্য কোর্‌আনের অতিরিক্ত রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ মান্য করা আবশ্যক নয়!) তোমরা অবহিত হও যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহা — হারাম করিয়াছেন তাহা আল্লাহর হারাম করার মতই! *

الا انى اوتيت القرآن و مثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول : عليكم بهذالقران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه — الا وان ما حرم رسول الله فهومثل ماحرم الله !

শয়খুলইছলাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ বলেন, আল্লাহ তদীয় রছুলের উপর কিতাব এবং হিক্‌মত অবতীর্ণ করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ)ও তাঁহার উম্মতকে—

* মুছ্‌নদে আহমদ (৪) ১৩১পৃঃ; আবুদাউদ, আওনসহ (৪) ৩২৮ পৃঃ; তিরমিযি, তুহ্‌ফা সহ (৩) ৩৭৪ পৃঃ; শর্‌হেমাআনিউল আছার (২) ৩২১; দারমী ৭৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিয়াছেন। আল্লাহর—আয়তগুলির নাম কোর্‌আন, কোরআন যে আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ, স্বয়ং কোর্‌আন তাহা প্রতিপন্ন করে, উহা স্বয়ং অবতীর্ণ হইবার নিদর্শন—এবং প্রমাণ আর হিক্‌মত ছুন্নতকে বলে। ইমাম মালেক বলিয়াছেন যে, দীনের পরিচয় এবং অনুষ্ঠানের নাম ছুন্নত। আমি বলি, ছুন্নত দ্বারা আদেশ ও নিষেধ এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়, উহা মিথ্যার পরিবর্তে যাহা সত্য তাহা শিক্ষা দেয়। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে এরূপ আলোকিত পথে রাখিয়া যাইতেছি, যাহার— রাত্রি দিবসের মতই উজ্জ্বল। আমার পর বক্রপথ অবলম্বনকারীরাই বিনষ্ট হইবে। অতএব কোর্‌আন ও ছুন্নত দীনের সমুদয় ব্যাপারের জন্য যথেষ্ট। *

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لايزيغ عنها بعدى الا هالك،

শয়খ মোহাম্মদ আবদুহু বলেন,—তওহীদ এবং উৎকৃষ্টআচরণের মৌলিক বিধানসমূহের দিকে কোর্‌আন আহ্বান করিয়াছে এবং উহা বিধি-নিষেধের মূলনীতি বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু শাসনকর্তাদের আচরণ জনমণ্ডলীর জন্য এবং নেতাদের আচরণ অনুসরণকারীদের জন্য কি-রূপ হইবে, কোর্‌আনে তাহার সবিস্তার আলোচনা নাই। এই রূপ গার্হস্থ ও পারিবারিক জীবনপদ্ধতী কিরূপ হইবে, তাহারও পুংখানুপংখ বর্ণনা কোর্‌আনে নাই। বিচার, শাসন, তমদ্দুনী-জীবন এবং যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়সমূহেরও বিস্তৃত বিধান কোর্‌আনে নাই। কোর্‌আনে বর্ণিত মূলনীতিগুলির সহিত পরিচিত হইবার পর উল্লিখিত বিষয়সমূহের শিক্ষা রছুলুল্লাহর (দঃ) আদর্শ এবং আচরণ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। ছুন্নতের মধ্যে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ মওজুদ রহিয়াছে। রছুলুল্লাহর (দঃ) আপন পরিবারবর্গের এবং সহচরমণ্ডলীর সহিত কিরূপ ব্যবহার ছিল, শান্তি ও যুদ্ধকালে,—প্রবাসে এবং গৃহে, দুর্বল অবস্থায় এবং শক্তিঅর্জন করার পর, সংখ্যালঘু এবং গুরু অবস্থায় তাঁহার আচরণ কিরূপ ছিল, ছুন্নতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। কোর্‌আনে যাহা সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইয়াছে, ছুন্নতে তাহা স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে, আদেশ ও নিষেধের—দার্শনিকতা ও উপকার বুঝান হইয়াছে, এইজন্য ছুন্নতের অপর নাম হিক্‌মত। ছুন্নতের মধ্যস্থতায়—জাতিকে তর্‌বীয়ত দেওয়া নাহইলে শুধু মৌখিক নির্দেশ দ্বারা আরবগণের পক্ষে ছত্রভংগ, বিক্ষিপ্ত, অজ্ঞ, হিংস্র ও নিরক্ষর অবস্থা হইতে সংহত, সুদৃঢ়, ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ, জ্ঞানগরীমা-সম্পন্ন এবং সমগ্রজাতির শাসক উম্মতে পরিণত হওয়া আদৌ সম্ভবপর হইত না। কোর্‌আন হইতে হিদায়ত গ্রহণ করার তাৎপর্য ছুন্নতের মারফত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। †

পঞ্চম শতকের মুজ্‌তাহিদে-মুত্‌লক ইমাম ইব্‌নে হযম বলেন, যাহারা শুধু কোর্‌আনের অনুসরণকেই যথেষ্ট মনে করে, (হাদীছের ধার ধারা আবশ্যক মনে করেনা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, যুহরের নমায চারি রক্‌অত আর মগ্‌রিবের তিন রক্‌অত্‌ হওয়া কোন্ কোর্‌আনে পাওয়া যাইবে? রুকূ করার নিয়ম কি? ছিজ্‌দা কেমন করিয়া করিতে হয়? কির্‌আতের পদ্ধতি কি? ছালাম ফিরাইতে হয় কেমন করিয়া? কোন্ কোর্‌আন আমাদিগকে এসকল কথা বলিয়া দিবে? ছিয়ামের জন্য কোন্ কোন্ কার্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে? স্বর্ণ ও রৌপ্যের যকাতের নিয়ম কি? উট, গরু ও ছাগল প্রভৃতির কিভাবে যকাত দিতে হইবে? কতটা জিনিষে কি পরিমাণ যকাত দিতে হইবে? হজ্জের জন্য আরাফাতে অপেক্ষা করার সময় ও নিয়ম কি? আরাফা ও মুয্‌দলফায় কিভাবে নমায পড়িতে হইবে? প্রস্তরাঘাত ও ইহ্‌রামের নিয়ম কি? ইহ্‌রাম অবস্থায় কোন্ কোন্ কার্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে? চোরের হাত কাটার নিয়ম কি? কিভাবে কতটা দুধ খাইলে স্তন্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়? আহার্য ও পানীয়ের কিকি বস্তু হারাম? যবিহা ও উয্‌হিয়ার নিয়ম কি? ইছ্‌লামী দণ্ডবিধির ধারাগুলি কি? কিভাবে তালাক সংঘটিত হয়? ক্রয়—

* মআরিজুলওছুল, ১১ পৃঃ।

† তফ্‌ছীর আল্‌মানার (২) ২৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিক্রয়ের নিয়ম কি? রিবা কাহাকে বলে? বিচার নিষ্পত্তি করার, যুদ্ধ পরিচালনা করার, শপথ ও চুক্তি করার, ওয়াক্‌ফ করার, জীবনকালের জন্য দান ও চিরদিনের মত ছদ্‌কা করার এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়াদির নিয়ম কি? কোন্ কোর্‌আন আমাদিগকে এসমস্ত বিষয় শিক্ষা দিবে? কোর্‌আনে এমন অনেক শব্দ আছে যে, হাদীছের সাহায্য গ্রহণ নাকরিলে সেগুলির তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা এবং ওগুলিকে কার্যে পরিণত করার কোন উপায় নাই। এসমস্ত বিষয়ের জন্য-রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি ও আচরণের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবেই। যে সকল বিষয়ে ইজ্‌মা হইয়াছে অর্থাৎ যেগুলি বিষয় সর্বসম্মত ভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহা মুষ্টিমেয়, সুতরাং হাদীছের দিকে রুজু করা অত্যাবশ্যক।

যদি কেহ বলে, কোর্‌আনে যাহা আছে, তাহার অতিরিক্ত আমরা গ্রহণ করিবনা, সে উম্মতের—সর্বসম্মত ইজ্‌মা সূত্রে কাফের হইয়া যাইবে, তাহার পক্ষে সূর্য গড়ার পর হইতে রাত্রির প্রথমাংশ পর্যন্ত এক রক্‌অত এবং ফজরের সময়কার আর এক রক্‌অতের অতিরিক্ত কোন নমায ফর্‌য থাকিবেনা, কারণ ছলাতের সর্বনিম্ন সংখ্যা এক রক্‌অত আর কোর্‌আনে অধিক সংখ্যক রক্‌অতের কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই। আর উপরিউক্ত কথা যে বলিবে, সে কাফের ও মুশ্‌রিক এবং তাহার রক্ত ও মাল হালাল হইয়া যাইবে।

যদি কোন ব্যক্তি শুধু সর্বসম্মত বিষয়গুলির অনুসরণ করে এবং মতভেদমূলক সমস্ত কার্যই পরিহার করে, সেও উম্মতের ইজ্‌মা সূত্রে ফাছিক হইয়া যাইবে। এই দুইটী প্রস্তাবনা দ্বারা হাদীছের অনুসরণ করা অনিবার্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

যদি কেহ বলে, কোরআনে যাহা আছে তাহা গ্রহণ করা হইবে এবং যে হাদীছের নিদর্শন কোর্‌আনে নাই অথচ উহার বিরুদ্ধ নয়, তাহাও মান্য করা হইবে, কিন্তু যাহা কোর্‌আনের বিপরীত, সে হাদীছ গ্রহণ করা হইবে না। এ-রূপ কথা যে বলে, তাহাকে জানাইয়া দিতে হইবে যে, কোন বিশুদ্ধ হাদীছই কোর্‌আনের বিপরীত নয়। কোরআনে যাহার উল্লেখ নাই, হাদীছের এ-রূপ নির্দেশকে যদি কেহ কোর্‌আনের বিপরীত মনে করে, তাহাকে—বলিতে হইবে যে, তাহা হইলে মলমূত্র হালাল হওয়া উচিত; কারণ কোর্‌আনে আছে, আপনি বলুন,—

قل لااجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغيرالله به -

আমাকে যাহা প্রত্যাদিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতে মরা, প্রবাহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া অন্য কোন খাদ্যবস্তু নিষিদ্ধ করা হয় নাই, কারণ উহা—কলুষ অথবা যে খাদ্য পাপ, আল্লাহ ছাড়া অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তাহাও হারাম,—আল্‌আন্‌আম : ১৪৬। এই আয়তের মধ্যে বিষ্ঠার উল্লেখ নাই। যদি সে বলে, উহা কলুষ, তাহা হইলে তাহাকে বলা হইবে যে, হাদীছে যে সকল বস্তুকে হারাম করা—হইয়াছে, সমস্তই কলুষের পর্যায়ভুক্ত। বিশেষতঃ—যাহারা উট বা গরুর গোবর ও চোনাকে হালাল মনে করে তাহারা যদি হাদীছ না মানে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে বিষ্ঠাকে কলুষের অন্তরভুক্ত করা—গা-যোরী ছাড়া আর কি হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তিকে আরও বলিতে হইবে যে, সে যখন কোর্‌আনে—যাহার উল্লেখ নাই, সেরূপ হাদীছকে কোর্‌আনের বিপরীত মনে করিতেছে এবং তাহা গ্রহণ করিতে—অস্বীকার করিতেছে, তাহা হইলে ফুফু ও তাহার ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করা তাহার পক্ষে হালাল জানা উচিত, কারণ কোর্‌আনে স্ত্রীর জীবদ্দশায়—তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করার নিষিদ্ধতা উল্লিখিত নাই, বরং বলা হইয়াছে যে বর্ণিত সম্পর্কগুলি ছাড়া অন্য সকলেই তোমাদের জন্য হালাল—

واحل لكم ما وراء ذلكم -

আন্‌নিছা : ২৪। স্ত্রীর সংগে তাহার খালা ও—ফুফুকে একত্রিত করার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে ইজ্‌মাও নাই, উছমান আল্‌বাত্‌তী প্রভৃতি উহাকে জায়েয বলিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হাদীছ তিন প্রকার।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রথম, কোরআনের অনুকুল, উহা মান্য করা ফরয,—দ্বিতীয়, কোরআনে অনুল্লেখিত কিন্তু উহার প্রতিকুল নয়, উহাও মান্য করা ফরয। তৃতীয়, কোরআনের প্রতিকূল, উহা বর্জনীয়। ইব্নে-হয্ম বলেন, কিন্তু কোরআনের বিপরীত কোন ছহীহ হাদীছের অস্তিত্বই নাই! সমস্ত হাদীছ কেবল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। হয় কোরআনী নির্দেশের পুনরুক্তি ও উহার ব্যাখ্যা মাত্র, নয় কোরআনে যাহা কথিত হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত বিস্তৃত অংশ। এই দুই শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন রূপ হাদীছ নাই। *

স্বনামধন্য হানাফী অছুলী [Jurist] ইমাম আবু বক্র জছ্ছাছ রাযী বলিয়াছেন যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়তে আল্লাহ রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণকে দৃঢ় ভাবে ওয়াজিব করিয়াছেন এবং সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য এবং তাঁহার অবাধ্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহরই অবাধ্যতার নামান্তর মাত্র।—রছুলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচারী, অমান্যকারী এবং তাঁহার নির্দেশ সম্বন্ধে সন্দিহানদিগকে আল্লাহ—ঈমানের গণ্ডি হইতে খারিজ করিয়া দিয়াছেন। যাহারা আল্লাহর আদেশ অথবা তদীয় রছুলের—নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা ইছ্লাম হইতে খারিজ। সন্দেহের বশবর্তী হইয়া অথবা অমান্য করার উদ্দেশ্যে যে কোন কারণেই হউক, আল্লাহ অথবা রছুলের আদেশ যাহারা অমান্য করিবে, তাহাদের প্রতি উপরিউক্ত নির্দেশ প্রযুক্ত হইবে, কারণ আল্লাহ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা—রছুলুল্লাহর (দঃ) বিচার ও শাসন মান্য করিয়া লইবেনা, তাহারা মুমেন পর্যায়ভুক্ত নয়। †

আল্লামা ইব্নে বদ্রান বলেন, প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তি অবগত আছেন যে, সংবিধান রচনায় ছুন্নতের স্বতন্ত্র প্রামাণিকতা (হুজ্জীয়ত) সম্পর্কে, যাহাদের দীনে-ইছলামে কোন অংশ নাই, তাহারা ছাড়া—কেহই দ্বিমত করেন নাই। ‡

* ইহ্কামুল আহ্কাম (২) ৭৯—৮১ পৃঃ।

† আহ্কামুল কোর্আন (২) ২৬০ পৃঃ।

‡ আল্মদ্খল, ৯০ পৃঃ।

দুইটী প্রশ্ন।

কোর্আন ও হাদীছ যে ইছ্লামী শাসন-সংবিধানের শ্রেষ্ঠতম ও অনস্বীকার্য উপকরণ, সে বিষয়ে মুছলমানগণের মধ্যে কোনই মতভেদ নাই। শিয়া ও ছুন্নীগণের মধ্যে এবিষয়ে যতটুকু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রাবীগণ সম্পর্কে। অর্থাৎ যাঁহাদের মধ্যস্থতায় কোর্আন ও হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে,—তাঁহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে শিয়া ও ছুন্নীদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে আল্লাহর গ্রন্থ এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশাবলীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন অনৈক্য নাই। কিন্তু তথাপি ইছ্লামী সংবিধান বা শরীঅত্ সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন অনেককে বিব্রত করিয়া তোলে,—

প্রথম, রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবনব্যাপী সমুদয় উক্তি আচরণ এবং সম্মতি ইছ্লামী বিধান বলিয়া গণ্য হইবে কিনা? দ্বিতীয়, অবস্থা ও প্রয়োজন ভেদে কোর্আন ও হাদীছের কোন নির্দেশ পরিবর্তিত হইতে পারে কিনা?

এই প্রশ্ন দুইটী অনেকের বিশেষতঃ ইছ্লাম সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান গভীর নয়, অথচ যাঁহারা দৈবাৎ ইছ্লামী ব্যাপার সমূহে বিশেষজ্ঞের আসন দখল করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের পদস্খলনের কারণে পরিণত হইয়াছে। একদল রছুলুল্লাহর (দঃ) সমুদয় উক্তি ও আচরণকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ইছ্লামী সংবিধান রচনার কার্য্যে এক দুরধিগম্য জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শরীঅতের আহ্কামের মধ্যে—সময় ও প্রয়োজনের গুরুত্ব ও মছ্লিহাৎকে একেবারে অস্বীকার করিয়া দীনে ইছ্লামের সঞ্জীবতা ও প্রবণতাকে নিঃশেষিত করিতে চাহিতেছেন। পক্ষান্তরে আর একটীদল রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দিষ্ট কতকগুলি উক্তি ও আচরণের নযীর ধরিয়া ব্যাপকভাবে হাদীছের মূল প্রামাণিকতাকেই উড়াইয়া দিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন এবং অনুরূপ ভাবে সময় ও প্রয়োজনের দোহাই দিয়া কোর্আন ও হাদীছের নির্দেশাবলীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

شادم کہ از رقیباں دامن فشاں گزشتی
گو مشت خاک ماہم بر باد رفتہ باشی !

আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ বিদ্যা ও বুদ্ধির—সাহায্যে বর্ণিত সমস্যা দুইটীর সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم –

نحمده و نصلى على رسوله الكريم –

নিখিলবঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ।

মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার নির্দ্ধারণ কমিটীদ্বয়ের বিরচিত সংবিধান সম্পর্কে জমঈয়তের কার্য্যকরী সংসদের—

প্রস্তাবাবলী।

নিখিলবঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের কার্য্যকরী সংসদের এক যরুরী অধিবেশন [Emergent meeting] ৬ নভেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার নির্দ্ধারণ কমিটীদ্বয়ের বিরচিত সংবিধান সম্পর্কে বিচার ও বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সন্নিহিত জামে-মছজিদে জম্‌ঈয়তের মূল সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কোরায়শী ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রাখিয়া সংসদের সভ্যগণ ব্যতীত টাউনের সকল—দলের প্রায় ২ শত জন বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া এই সভায় যোগদান করেন। সুদীর্ঘ আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। যেহেতু পাকিস্তান গণপরিষদের যুগান্তকারী উদ্দেশ্য প্রস্তাবের [Objective Resolutions]—লক্ষ এবং যথার্থতা অনুসারে পাক রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকারও [fundamental Rights] কোর্‌আন ও—ছুন্নতের নির্দ্দেশিত ও ব্যাখ্যাকৃত ইছলামী-নীতির সাহায্যেই নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত এবং যেহেতু উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইছ্‌লাম-নির্দ্ধারিত মৌলিক অধিকারের বিশ্লেষণ করিয়াদিলে পাকরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সমাজগুলিও পূর্ণভাবে আশ্বস্ত হইতে পারিবেন এবং ইহাতে আন্তর্জাতিক ভাবেও পাকিস্তানের মর্য্যাদাহানির কোন সম্ভাবনা নাই, সুতরাং মূলনীতির—সংবিধানে উদ্দেশ্যপ্রস্তাবকে অস্পষ্ট মৌলিক অধিকারের আয়ত্তাধীন করায় উদ্দেশ্যপ্রস্তাবের প্রাণশক্তি দুর্ব্বল এবং আইনের তাৎপর্য্য দুর্ব্বোধ্য এবং উদ্দেশ্যপ্রস্তাবের সংকোচন [Contraction] ভ্রান্তধারণার উদ্দীপক হইয়াছে। অতএব নিখিলবঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, সরাসরিভাবে উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে সংবিধানের—সহিত সংশ্লিষ্ট করা হউক।

২। মূলনীতির সংবিধানে কোর্‌আন ও হাদীছের আইনগত (Legal) সার্বভৌমত্ব কুত্রাপি স্পষ্টভাবে স্বীকৃত নাহওয়ায় পাকিস্তানকে ইছ্‌লামী—আদর্শের রাষ্ট্রে পরিণত করার আশ্বাস দ্বিধাযুক্ত ও অস্পষ্ট হইয়া পড়ার জন্য এই সভা উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন এবং কোর্‌আন ও হাদীছের সার্বভৌমত্ব রাজনৈতিক ভাষায় দ্ব্যর্থহীন আকারে মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

৩। পাকিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম (State Religion) কি হইবে এবং উহা স্বয়ংসিদ্ধ এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবে কিনা, যেহেতু মূলনীতির সংবিধানে তাহা উল্লিখিত হয়নাই, অতএব এইসভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, সংবিধানে স্পষ্টাক্ষরে পাকিস্তানরাষ্ট্রকে স্বয়ংসিদ্ধ—(Sovereign) ও সার্বভৌম (Paramount) ইছ্‌লামী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হউক এবং ইছ্‌লামকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা হউক।

৪। যেসকল কার্য্য স্পষ্ট কোর্‌আন এবং প্রকাশ্য বিশুদ্ধ হাদীছে পাপ এবং অপরাধ (Crime) বলিয়া উক্ত হইয়াছে, মূলনীতির সংবিধানে সেসকল কার্য্যের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবৈধতার নীতি স্বীকৃত হউক।

৫। নিখিলবঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের অভিমত এই যে, ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনকরা এবং পাকিস্তানকে ভাষাগত ও ভৌগলিক তারতম্যানুসারে পাঠান, মুগল ও ইংরাজ আমলের ব্যবস্থামত শাসন সৌকর্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা ইছ্‌লামী নীতির বিরোধী নয় এবং কেন্দ্রের সহিত যুক্ত প্রদেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের যতদূর সম্ভব অধিক অধিকার দানকরা ইছ্‌লাম-নির্দেশিত গণতান্ত্রিক—নীতির সহিত মোটেই অসমঞ্জস নয়। অবশ্য যে বিভাগ মুছ্‌লীম জাতীয়তার পরিপন্থী এবং পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের (Integrity) পক্ষে হানিকর, তাহা কোন আকারেই কদাচ সমর্থন-যোগ্য নয়।

৬। নিখিলবঙ্গ ও আসাম জম্‌য়তে আহ্‌লে-হাদীছের এই সভা কেন্দ্রে দুই পরিষদ গঠন করার নীতি [Bi-Cameral Legislature] সমর্থন করেন না। কোন অজ্ঞাত কারণে একান্তই যদি উচ্চ পরিষদ গঠন করা অনিবার্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এই সভার সিদ্ধান্ত এই যে, উচ্চপরিষদে প্রত্যেক ইউনিট হইতে এত অধিক সংখ্যক সদস্য কোনক্রমেই গ্রহণ করা চলিবে না, যাহার ফলে উভয় পরিষদের যুক্ত বৈঠকে নির্দ্বন্দ্ব সংখ্যাগুরু [Absolute majority] অঞ্চল অবাধিত সংখ্যালঘুতে [Absolute minority] রূপান্তরিত হইয়া যায়।

৭। কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদিগকে যথাক্রমে রাষ্ট্রাধিনায়ক এবং প্রদেশপালগণকে নির্ব্বাচন করার অধিকার দেওয়া হউক এবং উভয় পরিষদের উপস্থিত সদস্যগণের তিন চতুর্থাংশ সভ্যের অনাস্থাদ্বারা তাঁহাদের অপসারণের—বৈধতা স্বীকৃত হউক।

৮। বয়স্কদের ভোটাধিকার নীতি মান্যকরা হউক এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দকে পরিষদ হইতে ফিরাইয়া আনিবার (Recall) অধিকার নির্বাচকদিগকে প্রদানকরা হউক।

৯। রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রদেশপাল ও মন্ত্রীবর্গের ব্যক্তিগত আইনবিরুদ্ধ অপরাধের জন্য হাইকোর্টের এবং পরিষদ-সদস্যগণের উল্লিখিত অপরাধের জন্য—প্রকাশ্য আদালতের দ্বার মুক্ত রাখা হউক।

১০। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইছ্‌লামী নীতির বিরুদ্ধ, সুরুচির প্রতিকূল এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধী না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাকিস্তানে বক্তৃতা ও মতপ্রকাশ করার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হউক। সকল সম্প্রদায়কে উল্লিখিত সীমানার ভিতর আপনাপন ধর্ম্ম ও মতবাদ প্রচার করার অনুমতি দেওয়া হউক।

১১। বিনা মোকদ্দমায় গেরেফ্‌তার [Preventive arrest] করা বিশেষভাবে আবশ্যক বিবেচিত হইলে গেরেফ্‌তারের সংগে সংগে অভিযোগের নথি হাইকোর্টের কোন জজের সম্মুখে পেশ করিবার নিয়ম—স্বীকৃত হউক এবং ধৃতব্যক্তিকে তাহার অপরাধ জানাইয়া দিবার এবং প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাহার বিচার সমাধা করার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করার নিয়ম —অবলম্বিত হউক।

১২। রাষ্ট্রের অন্তর-বিদ্রোহ বা বৈদেশিক—আক্রমণের সাময়িক যরুরী অবস্থা ছাড়া হ্যাবিয়াস কর্পাসের ব্যবস্থা সকল সময় বলবৎ রাখা হউক।

১৩। মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনায় ব্যক্তিগত দোষারোপ ও প্রাদেশিক গোঁড়ামির সমুদয় অভিনয়কে—নিখিলবঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ পাকিস্তানের মর্য্যাদা ও জাতীয় সংহতির পক্ষে হানিকর মনে করিতেছেন এবং উহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান।

(পূর্বানুবৃত্তি)

আল্-মোহাম্মদী।

কোর্‌আন হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা ছাল্লাল্‌লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। কোর্‌আনের কোন শব্দ বা আয়ত সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান দলের কাছে অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রদত্ত তফ্‌ছীরের প্রতিকূল অন্যকোন ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে অগ্রগণ্য করার অপচেষ্টা "বাঁশের চাইতে কঞ্চিদড়" প্রবাদবাক্যের যথার্থতা প্রমাণিত করিলেও সুধী-সমাজে এ আচরণ অতিশয় অসংগত ও হাস্যকর বিবেচিত হইবে, আর যাহারা প্রকৃত মুছলমান, তাহারা কোরআন সম্পর্কে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে অনভিজ্ঞ প্রমাণিত করার ধৃষ্টতা কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করিবেনা। আল্লাহ স্বয়ং কোরআন ব্যাখ্যা করার অধিকার রছুলুল্লাহ (দঃ) কে অর্পণ করিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন,—আমরা কোর্‌আন আপনার কাছে এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যে, উহাতে যাহা বলা হইয়াছে, আপনি মানুষদিগকে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন, যাহাতে তাহারা চিন্তাকরার সুযোগলাভ করিতে পারে। (আন্‌নহল : ৪৪)। উক্ত ছুরতে রছুলুল্লাহ্ (দঃ) কে আরও আদেশ করা হইয়াছে,—আমরা আল্‌কিতাব আপনার কাছে ইহা-ব্যতীত অন্য কোন—কারণে অবতীর্ণ করি-নাই যে, উক্ত গ্রন্থের যে তাৎপর্য সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে আপনি তাহাদিগকে উহার সঠিক ব্যাখ্যা বিদিত করিবেন এবং যেজাতি বিশ্বাসপরায়ণ তাহাদের জন্য এই গ্রন্থ পথ-প্রদর্শক এবং রহমত। (৬৪ আয়ত)। ছুরত-আন্‌নিছায় রছুলুল্লাহ (দঃ)কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,— আমরা নিশ্চিতরূপে আল্‌কিতাব আপনার প্রতি এইজন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যে আল্লাহ আপনাকে যেরূপ বুঝান, তদনুসারে আপনি লোকদের কলহ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। (১০৫ আয়ত)।

উল্লিখিত তিনটী আয়তের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম, আল্লাহ স্বয়ং কোরআন ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রছুলুল্লাহ (দঃ] কে সমর্পণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, ঐশী গ্রন্থ সমূহের অর্থ সম্বন্ধে মতানৈক্য ঘটিলে রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রদত্ত ব্যাখ্যাদ্বারা উক্ত মতবিরোধ বিদূরিত করিতে হইবে। অর্থাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) ব্যাখ্যার প্রতিকূল সমুদয় অভিমত ও সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার উক্তি ও নির্দেশ অথবা উহার অনুকূল এবং পরিপোষক যে অর্থ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) কে স্বয়ং আল্লাহ কোরআনের অর্থ বুঝাইয়াছেন. তিনি কপোল-কল্পিত কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার ব্যাখ্যা আল্লাহর পরোক্ষ নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। চতুর্থ, রছুলুল্লাহর (দঃ) তফ্‌ছীর উড়াইয়া দিয়া যাহারা অপর কাহারো অর্থ অগ্রগণ্য করিবে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করার তাহাদের মৌখিক দাবী গ্রাহ্য হইবেনা।

এক্ষণে দেখা হউক স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) 'খাতমুন্‌নবীঈন' এর কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন?

ইমাম আহ্‌মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, বর্‌কানী, ইব্‌নে-হিব্বান, ইব্‌নেমর্দওয়ে প্রভৃতি — রছুলুল্লাহর (দঃ) ভৃত্য ছওবানের বাচনিক এক সুদীর্ঘ হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। উহাতে রছুলুল্লাহর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(দঃ) বাচনিক কিয়ামতের কতকগুলি লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—— আমার উম্মতে একবার তরবারি নিষ্কাশিত হইলে প্রলয় দিবস পর্যন্ত— উহাকে তাহাদের মধ্যহইতে বিদূরিত করা হইবেনা। প্রলয়-মুহূর্ত উপস্থিত হইবেনা যতক্ষণ না— আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র মুশরিকদের দলে মিলিত হইবে। আমি আমার উম্মতের জন্য পথ-ভ্রষ্টকারী নেতাদের ছাড়া অন্য কাহারো আশংকা করি না। প্রলয় ঘটিবে না যতদিন

واذا وضع فى امتى السيف' لم يرفع عنهم الى يوم القيامة' ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتى بالمشركين' و انى لااخاف على امتى الا الائمة المضلين' وحتى تعبد قبائل من امتى الاوثان - وانه سيكون فى امتى كذابون ثلاثون (وعند الحاكم وسيخرج فى امتى كذابون ثلاثون) كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين' لانبى بعدى !

না আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র প্রতীক পূজায় প্রবৃত্ত হইবে (তিরমিযীর রেওয়ায়ত অনুসারে: যত দিন না প্রতীকসমূহ পূজিত হইবে) এবং আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুক হইবে হাকেমের— রেওয়ায়ত সূত্রে: এবং আমার উম্মতে ত্রিশজন— মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটিবে, তাহারা সকলেই দাবী করিবে যে, তাহারা নবী! অথচ আমি খাতেমুন্ নবীঈন— আমার পর নবী নাই!

ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীছ বিশুদ্ধ, ইবনে হিব্বান বলেন, এই হাদীছ বিশুদ্ধ। ইমাম হাকেম এই হাদীছকে বুখারী ও মুছলিমের শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং হাফিয যাহাবী হাকিমের সাক্ষ্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করেননাই। †

ইমাম আহ্মদ স্বীয় মুছ্নদে, তাবারানী স্বীয় মুঅ্জমে-কবীর ও আওছতে এবং বয্যার আপন— মুছ্নদে হুযয়ফা বিনুল ইয়ামানের প্রমুখাৎ উল্লিখিত হাদীছটী সংক্ষিপ্তাকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন,— রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আমার উম্মতে মিথ্যুক— (কয্যাব) ও প্রবঞ্চক (দজ্জাল) দের আগমন হইবে— ২৭জনের, তন্মধ্যে ৪জন নারী। এবং প্রত্যুত আমি খাতেমুন্নবীঈন, আমার পর নবী নাই।

فى امتى كذابون ودجالون' سبعة وعشرون' منهم اربع نسوة' وانى خاتم النبيين' لانبى بعدى -

হাফিয হয়ছমী বলেন,— বয্যারের ছনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। *

হাফিয ইবনে হজর আছ্কালানী এই প্রসংগে লিখিয়াছেন,— একথা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, কথিত মিথ্যাক দলের সকলেই নবুওত দাবী করিবে এবং তাহাদের দাবীর অসত্যতা প্রতিপাদন কল্পেই রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন.—এবং আমি নিশ্চয় খাতেমুন্নবীঈন, আমার পর কোন নবী নাই। †

ظاهر فى ان كلامنهم يدعى النبوة' وهذ هوالسر فى قوله صلى الله عليه وسلم : وانى خاتم النبيين' لانبى بعدى !

রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র রসনা হইতে খাতেমুন্নবীঈনের তাৎপর্য নিসৃত হইয়াছে যে, আমার পর কোন নবী নাই। এই স্পষ্ট বিবৃতি ও ব্যাখ্যার পরও যাহারা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সর্বশেষ নবী মান্যকরেনা এবং তাঁহার পরেও কোনব্যক্তিকে নবী সাব্যস্ত করার মানসে বা অন্যকোন মত্লবে রছুলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট উক্তির বিপরীত খাতেমুন্নবীঈনের কদর্থ করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে ধোকা দিতে চায়, তাহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে রছুলুল্লাহ (দঃ) কেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত

† মুছ্নদে আহ্মদ (৫) ২৭৮ পৃঃ; ছুননে আবিদাউদ—কিতাবুল ফিতন (৪) ১৫৭ পৃঃ; জামে তিরমিযী—কিতাবুল ফিতন (৩) ২২৭; মুছতদ্রক ও তল্খীছ—কিতাবুল ফিতন (৪) ৪৫০ পৃঃ; ফত্হুল-বারী (১৩) ৭৬ পৃঃ; দুররে-মনছুর (৫) ২০৪ পৃঃ।

* মুছ্নদে আহমদ (৫) ৩৯৬; মজমউয্যওয়ায়েদ (৭) ৩৩২ পৃঃ; কন্যুল উম্মাল (১৫৯৮) সপ্তম খণ্ড, ১৭০ পৃঃ।

† ফত্হুলবারী (১৩) ৭৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং কোর্‌আনের ব্যাখ্যা-বিদ্যায় তাহারা নিজেদিগকে রছুলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা সমধিক পারদর্শী বিবেচনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের এ ষড়যন্ত্র মদনী রছুলের (দঃ) ক্রীতদাসগণের নিকট সফল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। রছুলুল্-লাহ (দঃ) কে যাহারা সত্যবাদী বিশ্বাস করেনা, মুছলমানগণের মধ্যে অন্য যতপ্রকার মতভেদই থাকুক না কেন, তাহারা প্রত্যেকে এবং সমবেতভাবে সেই অবিশ্বাসীদিগকে দজ্জাল ও মিথ্যুক ছাড়া আর—কিছুই ভাবিতে পারেনা। ইছ্‌লামের প্রকাশ্য ও গোপন শত্রুরা এই সহজ কথাটী যত তাড়াতাড়ি উপ-লব্ধি করিতে পারিবে, ততই ইহা তাহাদের পক্ষে মংগলজনক হইবে।

در دل مسلم مقام مصطفى است !

آبروئے ما ز نام مصطفى است !

*　　*　　*　　*　　*

কোর্‌আনী দলীল এবং তৎসম্পর্কীয় বিতর্ক ও বিচার শেষ করার পর আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কর্ত্তৃক নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ অতঃপর মুছ্‌নদের নিয়মে আমরা এক-শতটী হাদীছ উপস্থাপিত করিব।

প্রথম প্রকরণ

রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র নামাবলী।

(ক) জুবায়ের বিনে মুত্‌ইমের হাদীছসমূহঃ

১। ইমাম মালিক, বুখারী, ইব্‌নে ছঅদ, ইব্‌নে-আছাকির ও বগভী প্রভৃতি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—আমার পাঁচটী নাম : আমি মোহাম্মদ, আমি — আহমদ, আমি নিশ্চিহ্ন-কারী, আমার দ্বারা-তেই আল্লাহ কুফ্‌র কে নিশ্চিহ্ন করিবেন এবং আমি সমবেত-কারী, আমার পরেই সমগ্র মানবকে (পুনরুত্থান দিবসে) সমবেত করা হইবে এবং আমি সর্বশেষ। *

لى خمسة اسماء (وعند ابن عساكر : اسماء وعند البغوى : ان لى اسماء) انا محمد و (زاد مالك : انا) احمد وانا الماحى الـذى يمحوالله بـى الكفروانا الحاشر الذى يحشر (زاد مالك وابن سعد : الناس) على قدمى' وانا العاقب –

২। মুছ্‌লিম ও ইব্‌নে-ছঅদ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন——আমি মোহাম্মদ এবং আমি আহ্‌মদ এবং আমি নিশ্চিহ্নকারী, আমার দ্বারাই কুফ্‌র নিশ্চিহ্নিত হইবে এবং— আমি হাশির, আমার পিছনেই মানুষদিগকে সমবেত করা হইবে এবং আমি আকিব, যাহার পর কোন নবী নাই। †

انا محمد وانا احمد و انا الماحى الـذى يمحى بى الكفر' وانا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى' وانا العاقب الذى ليس بعده نبى !

৩। মুছ্‌লিম বর্ণনা করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ— (দঃ) বলিয়াছেন, আমার কতকগুলি নাম আছে : আমি মোহাম্মদ এবং আমিই আহ্‌মদ! আমি নিশ্চিহ্নকারী, আমার দ্বারা আল্লাহ কুফ্‌রকে নিশ্চিহ্নিত করিবেন এবং আমি হাশির, আমার—অব্যবহিত পরেই—মানুষদের হশর হইবে এবং আমি আকিব, যাহার পর কেহই নাই এবং আল্লাহ তাঁহাকে রউফ ও রহীম নামে অভিহিত—করিয়াছেন। ‡

ان لى اسماء : انا محمد وانا احمد وانا الماحى الذى يمحوالله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى' وانا العاقب الذى ليس بعده احد – وقد سماه الله رؤفا رحيما –

৪। উপরিউক্ত হাদীছটী সামান্য পরিবর্তন—

* মুওয়াত্‌তা—মালেক (২) ২৪৭ পৃঃ ; বুখারী (৬) ৪০৬ পৃঃ ; তাবাকাত—ইব্‌নে ছঅদ (১) প্রথম প্রকরণ ৬৫ পৃঃ ; তারিখে ইবনে আছাকির (১)— ২৭৩ পৃঃ ; শরহুছ্‌ছুন্নাহ (Ms.) ১৯৮ পৃঃ।

† মুছ্‌লিম (২) ২৬১ ; তাবাকাত (১) প্রথম প্রকরণ, ৬৫ পৃঃ।

‡ মুছ্‌লিম, ঐ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহকারে ইমাম তিরমিযি তাঁহার জামেঅ্‌তে,—বাগাভী শরহুছ্‌ছুন্নতে ও মআলিমুত্‌তন্‌যীলে এবং ইব্‌নে হজর ফত্‌হুলবারীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুছ্‌লিমের রেওয়ায়ত—"এবং আমি আকিব. যাহার পর আর কেহই নাই" বাক্যের পরিবর্তে তাঁহারা রেওয়ায়ত করিয়াছেন, وانا العاقب الذى ليس بعده نبى — যে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—"এবং আমি আকিব, যাহারপর আর কোন নবী নাই।"

ইমাম তিরমিযি এই হাদীছকে হাছান-ছহীহ্ ও ইমাম বাগাভী সর্বসম্মত ছহীহ বলিয়াছেন। *

৫। ইব্‌নে ছঅ্‌দ ও ইবনে আছাকির রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,——

انا محمد واحمد والحاشر والماحى والخاتم والعاقب —

আমি মোহাম্মদ ও আহমদ ও হাশির ও খাতিম ও আকিব।

ইবনে আছাকির বলেন. এই হাদীছটী দারমী, ইবনে মর্দওয়ে, ইবনেলাল, ইবনে মন্দহ ও হাকিমও রেওয়ায়ত করিয়াছেন। মুছ্‌লিম আপন ছহীহে তিরমিযি জামেঅ্‌তে এবং বুখারীও ইহা উদ্ধৃত—করিয়াছেন এবং বুখারী তাঁহার রেওয়ায়তে এই বাক্য বর্ণিত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ)—বলিয়াছেন,—

وانا الحاشر بعثت مع الساعة بين يدى عذاب شديد —

এবং আমি হাশির, প্রলয়ের প্রাক্কালে আমার আবির্ভাব হইয়াছে. আমার অব্যবহিত পর কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। *

৬। হাকেম ও ইবনে ছঅ্‌দ ছনদ সহকারে বলিয়াছেন যে, জুবায়র বিনে মুত্‌ইমের পুত্র নাফেঅ্‌ আবদুল মালিক বিনে মরওয়ানের নিকট উপস্থিত হইলে খলীফা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার পিতা রছুলুল্লাহর (দঃ) যে নামগুলি গণনা করিতেন, সেগুলি কি আপনার স্মরণ আছে? নাফেঅ্‌ বলিলেন,—

قال نعم هن ست : محمد واحمد وخاتم و حاشر وعاقب وماح —

হাঁ! ছয়টী নাম: মোহাম্মদ,—আহমদ, খাতিম,—হাশির আকিব ও মাহ। অতঃপর নাফেঅ্‌ বলিলেন, হাশিরের তাৎপর্য এই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রলয়ের প্রাক্কালে তোমাদের জন্য সম্মুখবর্তী কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে আগমন করিয়াছেন

واما العاقب فانه عقب الانبياء —

এবং আকিবের তাৎপর্য তিনি সমস্ত—নবীগণের পশ্চাতে আসিয়াছেন আর মাহীর অর্থ হইতেছে, যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিবে আল্লাহ তাহাদের অপরাধ তাঁহার দ্বারা মুছাইয়া দিবেন।

হাকেম বলেন, এই হাদীছটী বুখারী মুছ্‌লিমের শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ, যাহাবী তাঁহার সাক্ষ্য সমর্থন করিয়াছেন †

* তিরমিযী (৪) ৩০ পৃঃ ; শরহুছ্‌ছুন্নহ, ১৯৭ পৃঃ ; মআলিম ; (৬) ৫৬৭ পৃঃ , ফত্‌হুলবারী (১৪) ৩১৩ (আন্‌ছারী)।

* ইব্‌নে ছঅ্‌দ,—তাবাকাত (১) ১ম প্রঃ ৬৫ পৃঃ ; ইব্‌নে আছাকির—তারীখ (১) ২৭৪ পৃঃ।

† মুছ্‌তদ্‌রক ও তল্‌খীছ (৪) ২৪৭ ; ইব্‌নেছঅ্‌দ (১) ১ম প্রঃ ৬৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

الرسائل والمسائل - জিজ্ঞাসা ও উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم -

نحمدالله العظيم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم -

[এই স্তম্ভে বিশেষ প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাসমূহের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইবে, অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে না। জওয়াবগুলি যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, সাধ্যপক্ষে তার জন্য চেষ্টা করা হইবে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই আমরা যে অভ্রান্ত হইব, আমাদের সেরূপ দাবী নাই। প্রশ্নগুলি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাষায়, কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখিতে হইবে আর খামের কোণে বড়বড় অক্ষরে লেখিতে হইবে,—জিজ্ঞাসা। পোস্টকার্ডে লেখা এবং নাম, ঠিকানা-শূন্য প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হইবেনা। জওয়াব সুবিধা ও অবসর মত প্রকাশিত হইবে, তাড়াহুড়া করিলে বা বিরক্তি প্রকাশ করিলে কোন লাভ হইবেনা। তর্জুমানুল হাদীছের সম্পাদক।]

১। সেক্রেটারী, তাহিরপুর ইছ্লামীয়া মাদ্রাছা, রাজশাহী।

তাহিরপুর জুমা মছ্জিদ পার্শ্ববর্তী গ্রামের—মছ্জিদগুলিকে নষ্টকরার জন্য বা ওগুলির মুছল্লীদের সংখ্যা কমাইবার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়নাই। হাটের মুছলমানরা যাহাতে জুমার নমায পড়ার সুযোগ পায়, তজ্জন্যই এই মছ্জিদ স্থাপিত হইয়াছিল এবং হাটের ক্রমশিক উন্নতির সংগে সংগে তাহেরপুর মছ্জিদটীও ধীরে ধীরে বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বর্তমানে এমন এক বিরাট জামে-মছ্জিদে পরিণত হইয়াছে যাহা উত্তরবংগের পল্লী অঞ্চলের পক্ষে—গৌরব জনক! ইহাতে স্থানীয় মুছলমানদের সন্তুষ্ট থাকা ও গৌরব বোধ করা উচিত। যাহাতে জামে-মছজিদের দৈনন্দিন অধিকতর উন্নতি সাধিত হয়, সেরূপ চেষ্টা নাকরিয়া উহা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উহার মুছল্লীর সংখ্যা যাহাতে কমিয়া যায় সেরূপ কাজকরা কোনক্রমেই উচিত নয়। যে মছজিদ খালেছ আল্লাহর জন্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহার—ধ্বংস সাধনের চেষ্টাকরা কবিরা গোনাহ্। দেখ—ছুরত-আল্বাকারাহ : ১১৪ আয়ৎ।

পার্শ্ববর্তী জুমা মছজিদগুলির মুছল্লীরা যদি স্বেচ্ছায় তাহেরপুর জামেমছজিদের বিরাট জামাআতে জুমা আদা করে, তাহাতে তাহেরপুর জামে-মছজিদের কোন দোষ সাব্যস্ত হয়না এবং ছোটখাট মছজিদের মুছল্লীরা স্ব স্ব মছজিদে পনুজগানা—জামাআত কায়েম রাখিয়া যদি শুধু জুমার নমায জামে-মছজিদে আদাকরে, তাহাতে ইছ্লামের গৌরব বর্ধিত হওয়া ছাড়া ক্ষতির কোন কারণ হইতে—পারেনা। জুমার নমায ইছ্লামের মহত্তম অনুষ্ঠান, যত বৃহৎ জামাআতের সংগে এই অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইবে, ইন্শাআল্লাহ ততোধিক ছওয়াব হাছেল এবং জুমার উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হইবে।

ছুরত-আল্জুমআর তফ্ছীর লেখার ফুর্ছৎ নাই এবং উহার সহিত জিজ্ঞাসিত মছ্আলারও কোন সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেছিনা। জুমার দিন হাটবাজার সম্পূর্ণরূপে বন্ধকরারও কোন দলীল উক্ত ছুরতে-মুবারকায় নাই। দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়ৎ দ্বারা দ্বিপ্রহর হইতে নমায শেষ হওয়া পর্যন্ত ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় এবং উক্ত রুকুর দ্বিতীয় আয়ৎ দ্বারা জুমার নমায অন্তে হাটবাজার এবং কেনা বেচার হুকুম প্রমাণিত হয়। খুৎবা ও নমাযের সময়ের মধ্যে গল্প গুজব, রংতামাশা এবং কেনাবেচা হারাম প্রতিপন্ন হয়। এই আয়তগুলির সাহায্যে যদি কেহ গোটা শুক্রবার হাটবাজার বন্ধ করার ফত্ওয়া দিয়াথাকেন, তাহাহইলে তিনি যে কোর্আন বুঝিতে পারেননাই, আমাকে দুঃখের সহিত তাহা স্বীকার করিতে—হইতেছে।

এক্ষণে ইকামতে জুমুআ সম্বন্ধে দু'একটী কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

হাট ও জুমার মধ্যে জুমার ইন্তিযাম ও প্রতিষ্ঠার

www.ahlehadeethbd.org

কার্যকে সকল সময়ে অগ্রগণ্য করিতে হইবে অর্থাৎ হাটের খাতিরে নমাযকে তাড়াতাড়ি যেনতেন প্রকারেণ সমাধা করিবার ব্যবস্থা করিলে চলিবেনা। ওযু, গোছল এবং পাকীর যথোচিত ব্যবস্থা রাখিতে—হইবে। সর্বদা যোগ্য, দীনদার, শিক্ষিত, হাদীছের আমেল এবং কোর্‌আনের ফির্‌আতে পারদর্শী ইমাম এবং ভাল মুওয়ায্‌যিনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। শক্তিশালী কমিটির সাহায্যে যাহাতে হাটের কোন মুছলমান জুমায় অনুপস্থিত না থাকে এবং কোন—অমুছলমান জুমার হুর্‌মতের বিরুদ্ধ কিছু করিতে নাপারে, তাহার কঠোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং অন্ততঃ বৎসরে একবার জামেমছজিদে জুমার পর সর্বসাধারণ কে তাহা শুনাইয়া দিতে হইবে।

পার্শ্ববর্তী মছজিদগুলির পন্‌জগানা এবং জামা-আতী শৃংখলা যাহাতে কায়েম থাকে, তার জন্য—সাধ্যপক্ষে নযর রাখিতে হইবে।

আল্‌লাহতাআলা তাহেরপুর জামেমছজিদকে—আবাদ, সমৃদ্ধ এবং উহার মুছল্লীদিগকে ইছ্‌লামের তরীকায় রত রাখুন এবং তাহাদিগকে সর্বপ্রকার দলাদলী এবং ফিৎনা ফছাদের হাত হইতে রক্ষা করুন।

২। জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান,
শিক্ষক কাকুয়া মাদ্‌রাছা, ময়মনসিংহ।

'ফকীরি কাফেরীর নিকটবর্তী'—কথাটী সম্ভবতঃ كاد الفقر ان يكون كفرا হাদীছের ভ্রান্তিপূর্ণ অনুবাদ। হাদীছের উল্‌লিখিত ফিক্‌রের অর্থ ফকীরি (পেশা-দারী তথাকথিত দরবেশপন্থীদের তরীকা) নয়। এখানে ফিক্‌রের অর্থ হইতেছে দারিদ্র। হাদীছের সরল অর্থ—"দারিদ্র কুফরে পরিণত হইতে পারে।" আল্লামা শয়খ মোহাম্মদ তাহির উক্ত হাদীছে কথিত দারিদ্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

وح كادالفقر ان يكون كفرا اذ هو يحمل على ركوب كل صعب وذلول فيما لا ينبغى بالقتل والنهب والسرقة وربما يردبه الى الاعتراض على الله!

কারণ উহা সর্ববিধ বিপদ ও অপমানের পথে প্ররোচিত করে, যাহা বরণকরা কোনক্রমেই উচিত নয়। যথা, দারিদ্র-বিতাড়িত ব্যক্তি নরহত্যা ও চুরি ডাকাতিতেও লিপ্ত হয় এবং অভাবের তাড়নায়—আল্লাহর উপর সন্দেহ করিতে লাগিয়াযায়। (মজমউল বিহার, ৩য় খণ্ড, ৮৮ পৃঃ)।

পেশাধারী ফকীররা, যারা শরীঅতের শত্রু, তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে এবং তিনি যে পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করেনা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পক্ষে ইছ্‌লামকে তাহারা যথেষ্ট মনে করেনা। ইহাদের ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রাহ্য নয়।

ومن يبتغ غيرالاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة لمن الخاسرين —

যে ব্যক্তি ইছ্‌লাম ব্যতীত অন্য তরীকা প্রতি-পালন করিবে, তাহার সে তরীকা আল্লাহর নিকট গ্রাহ্য হইবেনা এবং সে পরিণামে ক্ষতিগ্রস্তদের—অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। জনাব আবু মুহম্মদ হাছান,—
মুনশীপাড়া, ভবানীপুর— দিনাজপুর।

শব্দার্থের দিক দিয়া প্রত্যেক মুছলমানকে আন্‌ছারী বলা চলিতে পারে কিন্তু পারিভাষিক ভাবে উহা মদীনার আন্‌ছারগণের বংশধরদের জন্যই—ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যাঁরা বংশগত ভাবে আন্‌ছারী নন, তাঁদের পক্ষে এই উপাধি ধারণ করার কোন সার্থকতা নাই। সরকার, সরদার, গাছুয়া এবং মণ্ডল প্রভৃতি উপাধি ইছ্‌লামের পরিপন্থী—নয়, বরং মুছলমানদের মধ্যে এই সকল উপাধির বিদ্যমানতা ইছলামের বিশ্বজনীন ব্যাপকতা প্রতি-পন্ন করে। গাছুয়া হইলেই যেমন কাহারো নিকৃ-ষ্টতা প্রমাণিত হয় না, তেমনি আন্‌ছারী বলিয়া নিজেকে প্রমাণিত করিলেও কাহারো গৌরব প্রতি-ষ্ঠিত হয় না। আল্লাহর কাছে গৌরব ও সম্মানের মানদণ্ড মাত্র দুইটী,— দীন ও তক্‌ওয়া। শয়খ,—ছইয়েদ, মুগল, পাঠান ইত্যাদির গৌরব ইছ্‌লামের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মুছ্‌লিম পদবীর সম্মান আল্লাহর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক।

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين –

৪। চশ্‌মতুল্লাহ বেপারী,—

গড়ফতেপুর, সোনাতলা—বগুড়া।

চশমতুল্লাহ বেপারী পণ্ডিত মণ্ডলের মেয়েকে তালাক দেওয়ার পর উক্ত মেয়ের যে পুরুষের সহিত নেকাহ হইয়াছিল, সে যদি বাস্তবিক উক্ত মেয়েটীকে তালাক দিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত তালাকের ইদ্দৎ অর্থাৎ তিন ঋতু শেষ হওয়ার পর চশমতুল্লাহ সেই মেয়েকে পুনরায় বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বিনা বিবাহে স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করার জন্য উভয়কে ব্যভিচারের দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।—ব্যভিচারের জন্য এক ঋতুর ইদ্দৎ অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহ জায়েয হইবে।

৫। মোহাম্মদ ইউছুফ্‌ আলী মিয়া,—

নরসিংহপুর— বাগমারা—রাজশাহী।

এক ছাআ্‌ যব, গম ও খুর্মা হইতে তুষ, খোষা বা আঁটি ছাড়াইয়া লইলে ওজন কম বেশী যাহাই ঘটুক, ছাদাকাতুল ফিতর আদা করা ব্যাপারে তাহা দ্রষ্টব্য নয়। রছুলুল্লাহ (দঃ) খুর্মা, যব, গম, পনীর ও কিশ্‌মিশের এক ছাআ্‌ এবং সাধারণ আহার্যের এক ছাআ্‌ রামাযানের ফিৎরা ফরয করিয়াছেন, পনীর ও কিশ্‌মিশের কিছুই বর্জনীয় না হইলেও ঐগুলিরও এক ছাআ্‌ ফিৎরাই নির্ধারণ করা হইয়াছে, খোসাযুক্ত ও খোসাবিহীনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। মনছুছ আজনাছ অর্থাৎ যে সকল আহার্য-সামগ্রীর কথা হাদীছে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে কিয়াছের অবসর নাই। যবের উপর কিয়াছ খাটাইয়া ধানের ফিত্‌রা জায়েয—হইবে না, কারণ ধান আদৌ আহার্য-সামগ্রী—"তাআম" নয়। আহার্য বস্তুর (তাআম) উপর কিয়াছ করিয়া যব বা খুর্মার ফিৎরা দেওয়া হয় না, মনছুছ বলিয়াই দেওয়া হইয়া থাকে। তাআম বা আহার্য-সামগ্রী রূপে ফিত্‌রা দিতে হইলে এক ছাআ্‌ চাউল দিতে হইবে।

৬। জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই,—

হেলাতলা, কুশোডাংগা—খুলনা।

একটী গরুর কুর্‌বানীতে ৭ জন পর্যন্ত শরীক হওয়া সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু সেই ৭ জনের একই পরিবারভুক্ত হওয়া আবশ্যক না বিভিন্ন পরিবারের ৭জন ব্যক্তির পক্ষেও সেই গরুতে শরীক হওয়া চলিবে এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকন্তু একই পরিবারভুক্ত সাতের অধিক ব্যক্তি একটী কুর্‌বানীতে শরীক হইতে পারিবে কিনা, সে বিষয়েও আলেমগণ মতভেদ করিয়াছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) একই কুর্‌বানীতে তাঁহার পরিবারবর্গকে শরীক করিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং পরিবার-ভুক্তের সংখ্যা সাতের অতিরিক্ত হইলেও তাহাদের সকলের পক্ষ হইতে একটী কুর্‌বানী যথেষ্ট হইতে পারে, সাতের কম সংখ্যক হইলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, কারণ ঈদুল আয্‌হার দিন যত অধিক রক্ত আল্লাহর জন্য প্রবাহিত করা হইবে, ততই—ছওয়াব বর্ধিত হইবে। বিভিন্ন ৭টী পরিবারের সকলেই এক কোর্‌বানীতে শরীক হইতে পারিবে এরূপ কোন দলীল আমার জানা নাই, অবশ্য প্রবাসে—বিভিন্ন স্থান বা পরিবারের ৭ ব্যক্তির একই কুর্‌বানীতে শরীক হওয়ার প্রমাণ হাদীছে পাওয়া যায়, কিন্তু এই হাদীছের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছেন এবং কেহ উক্ত ৭ জনকে প্রবাসীদের একটী পরিবার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মোটের উপর প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ হইতে—অন্ততঃ একটী রক্ত প্রবাহিত করা সর্বোত্তম।

৭। জনাব মোহাম্মদ খোর্‌শেদ আলম,—

চাটমহর—পাবনা।

মুছলমানদের জন্য আদাব সম্ভাষণের কোন অর্থ নাই। ছালামের মধ্যে তিনটী বিষয় নিহিত আছে, প্রথম, ইছলামী সাম্য; দ্বিতীয় রছুলুল্লাহর (দঃ) তরীকার অনুসরণ, তৃতীয় মুছলমান ভ্রাতার মংগলাচরণ। আদাবের ভিতর এগুলির কোনটাই নাই। উহা একটী শিষ্টাচারমূলক শব্দ মাত্র, অমুছলমান বয়স্ক এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য উহা আবিষ্কৃত হইয়া-

www.ahlehadeethbd.org

ছিল, আজো উক্ত উদ্দেশ্যে উহার প্রয়োগ চলিতে—পারে।

৮। মওলানা মোহাম্মদ উছ্‌মান গণি ছাহেব,—
কাল্‌সীমাটি—বগুড়া।

যে জমি ঈদ্‌গাহর জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রচলিত আইন মত ওয়াক্‌ফ করিয়া না—দিলেও উহাতে ঈদের নমায জায়েয হইবে। জুমার অবস্থাও তাই! কিন্তু নমায জায়েয হইলেও জামে-মছ্‌জিদ ও ঈদগাহর জমি যতক্ষণ মালিক নিজের দখল, ক্রয়বিক্রয়, মিরাছ ও হস্তান্তরের অধিকার—হইতে খারিজ করিয়া আল্লাহর জন্য খালেছ করিয়া না দিবে, ততক্ষণ উক্ত জমিকে জামে বা ঈদগাহ বলা চলিবে না। অবশ্য যে মাটিতে জুমা ও ঈদ আদা হইয়াছে, আইনের সাহায্যে সে মাটিকে মছ্‌জিদ ও মুছল্লার জন্য খাস করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গরু দিয়া আকীকা করার হাদীছ প্রমাণিত—নয়, উহার ছনদের মধ্যে দুইটী বিচ্ছিন্নতা আছে। এক প্রাণীতে বিভিন্ন আকীকাকে শরীক করা রছুলুল্লাহর (দঃ) তরীকার অনুকূল নয়। ছহীহ্ হাদীছের সমকক্ষতায় কিয়াছের কোন মূল্য নাই।

৯। সেক্রেটারী, বাইগুণী জুনিয়র মাদ্‌রাছা,
হাটফুলবাড়ী, বগুড়া।

গুরুতর প্রমাদ— যাহাতে নমায বাতিল হয়,—তাহাছাড়া অন্য কারণে ঈদ ও জুমার বিরাট জামা-আতে ছহুও ছিজ্‌দার দরুণ যদি গোলমাল এবং বিশৃংখলার আশংকা থাকে, তাহা হইলে ছহুও ছিজদা না করায় দোষ হইবেনা। বিশেষতঃ ইমাম তাঁহার ত্রুটি সারিয়া লইয়াছেন, সুতরাং নমাযের কোন অংগহানি হয়নাই

বাস্তুত্যাগী কোন হিন্দুর ঘরে মছ্‌জিদ কায়েম করা চলিবেনা। অস্থায়ীভাবে এবং বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ নমায চলিবে। হিন্দু মালিক ফিরিয়া আসিয়া তাহার ঘর দাবী করিলে আর সে দাবী আইন-সংগত হইলে তাহার ঘর তাহাকে ফিরাইয়াদিতে হইবেই। বলপূর্বক কাহারো মাটিতে মছ্‌জিদ বানাইয়া পরে মালিককে রাযী করিলেও উহা মছ্‌জিদ বলিয়া গণ্য হইবেনা। মছ্‌জিদ নির্মাণের প্রাক্কালেই উক্ত জমি খালেছ আল্লাহর জন্য হওয়া আবশ্যক।

তিন তোহরের তালাকের অন্তরবর্তী দুই তালাক পর্যন্ত যদি রুজু না হইয়া থাকে, তাহা—হইলে তৃতীয় দফার তালাকের পর এক ঋতুকাল—ইদ্‌দৎ পালন করিতে হইবে, আর এক তালাক বা দুই তালাকের পরেই ইদ্‌দৎ (তিন তোহর) নিঃ-শেষিত হইয়া থাকিলে তৃতীয় দফার তালাক —ব্যতিরেকেই উক্ত নারীর অন্যত্র নেকাহ হইতে—পারিবে।

১০। জনাব মোহাঃ জয়েনুল আবেদীন মণ্ডল,
দড়িহাঁসরাজ, হরিখালী, বগুড়া।

হযরত জা'ফরের শাহাদতের পর রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পরিবারবর্গকে তিনদিন পর্যন্ত শোক করার অবসর দিয়াছিলেন, এই হাদীছ ছুননে আবি দাউদে হযরত জা'ফরের পুত্র আবদুল্লাহর বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে। মৃতের জন্য যে প্রকার শোক প্রকাশ করা অবৈধ নয়, যেমন স্বাভাবিকভাবে—অশ্রুপাত এবং দুঃখ বোধকরা, এই হাদীছ দ্বারা তিন দিন পর্যন্ত কেবল সেইরূপ শোকের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। চেঁচামেচি, উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন, বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদা, বুক, কপাল চাপড়ান, শোকের এ সমস্ত রীতি এক মুহূর্তের জন্যও বৈধ করা হয়নাই। ঐ হাদীছে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, হযরত—জা'ফরের তিন পুত্র আবদুল্লাহ, আওন ও মোহাম্-মদের মাথার চুল রছুলুল্লাহ (দঃ) নাপিতের সাহায্যে কামাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন অত্যন্ত শিশু ছিলেন এবং তাঁহাদের চুলগুলি (অযত্নে) পাখীর ছানার রোঁয়ার ন্যায় হইয়াছিল। তাঁহাদের মা হযরত আছ্‌মা স্বামীর শাহাদতে শোকার্তা ও—বিব্রতা হইয়া পড়ায় ছেলেদের চুলের যত্ন করার অবসর পাইতেছিলেন না। রছুলুল্লাহ (দঃ) এই জন্যই শিশুদের চুল কামাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। মৃত ব্যক্তির সন্তানদিগকে তিন দিন পর মাথা কামাইতে হইবে একথা এই হাদীছ দ্বারা—সাব্যস্ত হয়না—দেখ মোল্লা আলীকারীর মিরকাত ও আল্লামা শাম্‌ছুলহকের আওনুল মাবুদ ৪র্থ খণ্ড ১৩৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ادارية

সাময়িক প্রসংগ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শোক প্রকাশ,

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, দিল্লীর বিখ্যাত ছওদাগর আল্‌হাজ হাফিয শয়খ হামীদুল্লাহ ছাহেব আর ইহজগতে নাই। বিগত ২৭শে ডিসেম্বর—১৭ই রবিউলআওওয়াল তারিখে তিনি দিল্লীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইন্না-লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন। হাফিয ছাহেবের মত ধনী বা ব্যবসায়ী লোকের পাক-ভারতে অভাব নাই, কিন্তু অবিমিশ্র কিতাব ও ছুন্নতের প্রচার সাধনায় তিনি তাঁহার কোষাগার যেভাবে মুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাহার তুলনা দুর্লভ। বহু শিক্ষার্থী শুধু তাঁহার অর্থ সাহায্যেই তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দ-উপমহাদেশের বহুস্থানে তাঁহার অর্থ সাহায্যে অনেকগুলি মাদ্‌রাছা পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। নিখিল ভারত আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্সের অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া তিনি কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে কন্‌ফারেন্স দীনের যতটুকু খিদ্‌মত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা মরহুমের আর্থিক সাহায্যেই সম্ভবপর হইয়াছিল। আমরা তর্জুমানের পাঠকবর্গের খিদ্‌মতে হাফিয ছাহেব মরহুমের জন্য জানাযায়-গায়েব পড়ার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

বগুড়া যিলা-আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্স,

আগামী ৫ই ও ৬ই ফাল্গুন, মুতাবিক ১০ই ও ১১ই জমাদিল আওওয়াল, শনিবার ও রবিবার বগুড়া টাউনে বগুড়া যিলা-আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে বলিয়া কন্‌ফারেন্সের উদ্যোক্তাগণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে মওলবী আবদুলবারী ছাহেব বি, এল কে সভাপতি করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতিও গঠিত হইয়াছে। নিখিল বংগ ও আসাম আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্সের রাজসাহী অধিবেশনের পর সুদীর্ঘ দুই বৎসরের—ভিতর কোনস্থানে প্রাদেশিক বা যিলা কন্‌ফারেন্স আহ্বান করা সম্ভবপর হয়নাই, অথচ যেসকল জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আজ মুছলমানদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমাধানকল্পে সম্মিলিত পরামর্শ একান্তই আবশ্যক। বগুড়াবাসীগণ এই সাময়িক প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বাস্তবিক আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। আমরা বগুড়া যিলার মুছলমান ভাইদিগকে যিলার প্রতি-প্রান্ত হইতে ডেলিগেট ও দর্শকরূপে দলে দলে এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের সহিত ছুথ্‌রাপুর—বগুড়া ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে পারেন।

কমনওয়েল্‌থ কন্‌ফারেন্স,

তৃতীয় বিশ্বসমর আসন্ন। কোরিয়া, চীন ও তিব্বতে যাহা ঘটিতেছে তাহার ফলে অ্যাংলোআমেরিকান ব্লকের দুশ্চিন্তা বাড়িয়াগিয়াছে। নানারূপ রাজনৈতিক ফন্দি ফিকিরের সাহায্যে যদিও এ পর্যন্ত রুষের সহিত সংঘর্ষ স্থগিত রাখা হইয়াছে কিন্তু রুষের ভাবগতিক দেখিয়া আমেরিকা ও গ্রেটব্রিটেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেনা। ব্রিটিশের সিংহনাদ বিগত বিশ্বসমরের পর হইতে পৃথিবীর দেহে আর রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিতেছেনা, তাহাকে দস্তুরমত এখন আমেরিকার শুভেচ্ছার তাবেদারী করিয়াই চলিতে হইতেছে কিন্তু রুষ আমেরিকার এই একমেবদ্বিতীয়ম প্রভুত্ব মানিয়া লইতে একান্তই অনিচ্ছুক। ব্রিটেন—আমেরিকার তাবেদারী অবস্থার চাপে পড়িয়া—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বীকার করিলেও আমেরিকান কলসের মাছ সাজিতে যে সে রাযী হইতে পারেনা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রুষের সংগে যদি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিয়াই যায়, তাহা হইলে অনতি-বিলম্বে পৃথিবীর চতুর্দিকে সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। রুষীয় বাহিনীর একাংশ জার্মানীকে দলিত করিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড দখল করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমদিকে ধাবমান হইবে, আর একটী বাহিনী ভূমধ্যসাগর এবং উহার উপকূলবর্তী দেশসমূহ অধিকার করার মানসে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিবে। ইংরাজ সৈন্য যাহাতে ভূমধ্যসাগরের পথে ভারত সীমান্তে উপনীত হইতে না পারে এ উদ্দেশ্যেও রুষের দক্ষিণা অভি-যান অপরিহার্য। রুষের তৃতীয় ফ্রন্ট হইবে—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কমিউনিস্টদের এই বাহিনী প্রশান্ত— মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের দিকে অগ্র-সর হইবে। তাহাদের চতুর্থ ফ্রন্ট হইবে মধ্য— এশিয়ার মুছ্‌লিম সাম্রাজ্যগুলি।

পশ্চিম ফ্রন্টের প্রতিরোধকল্পে ইতোমধ্যেই— জেনারেল আইযেনহওয়ার প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইনি বিগত মহাযুদ্ধে ইটালীর সীমান্তে জর্মন শক্তিকে পরাজিত করিয়া চিরস্মরণীয় খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা আড্ডা প্রস্তুত করিতেছে। মধ্য-পূর্ব— অঞ্চলের সুরক্ষার ভার দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ও নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি শুভ্রচর্ম সামন্তরাষ্ট্র সমূহের হস্তে সমর্পণ করার চেষ্টা হইতেছে— যাহাতে ব্রিটিশ সৈন্য যুপপৎভাবে গ্রেট বৃটেনের হেফাযত করিতে আর জর্মনী ও ফ্রান্সের রণভূমিতে রুষের সহিত নিশ্চিন্ত মনে লড়াই লড়িতে পারে। কিন্তু এত করিয়াও দক্ষিণ এশিয়াকে সুরক্ষিত করার জন্য ভারত ও পাকি-স্থানকে ব্রিটিশ পতাকামূলে সমবেত করা ছাড়া অন্য উপায় নাই! চারিবৎসর পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুস্তান যেভাবে তাহার ধনবল ও জনবল গ্রেটবৃটেনের স্বার্থ সংরক্ষণ-কল্পে উৎসর্গ করিত, আজও পাক-ভারত সেইভাবে তাহাদের সনাতন রীতির পুনাবৃত্তি করুক এবং আসন্ন বিশ্বসমরে তাহাদের ধনপ্রাণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুপকাষ্ঠে বলী দিয়া জগতের পৃষ্ঠে তাহার প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখুক— ইহাই গ্রেট ব্রিটেনের ইচ্ছা। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ইতোপূর্বে দেশবাসীর শত আপত্তি বিপত্তি সত্ত্বেও যাহা গ্রেটব্রিটেনের হুকুমে প্রতিপালিত হইত, আজ পাক-ভারত তাহা যাহাতে পরামর্শক্রমে সমাধা করিতে প্রস্তুত হয়, ইহাই হইতেছে তার কূটনৈতিক উদ্দেশ্য আর এই পরামর্শের গৌরব দান করার জন্যই কমনওয়েল্‌থ কন্‌ফারেন্সে পাক-ভারতের আমন্ত্রণ!

কলসের মাছ,

কিন্তু গ্রেটব্রিটেন চিরাচরিত ভাবে মুছ্‌লিম রাষ্ট্র সমূহের সহিত যে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহা সর্ববিদিত। ফলছ্‌তীন ও মিছর সম্বন্ধে তাহার সাম্প্রতিক আচরণ মুছ্‌লিম জগতের পক্ষে একান্তই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। কাশ্‌মীর সমস্যা, সমরোপকরণ সর-বরাহ এবং পাকমুদ্রামান প্রশ্নগুলি গ্রেট ব্রিটেন যে-ভাবে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহা বুঝিয়া লইতে কাহারো কোন অসুবিধা হওয়া উচিত নয় যে, পাকিস্তানকে সে তাহার কলসের মাছ ছাড়া অন্য কিছুই মনে করেনা। পাক প্রধান মন্ত্রী আব্দার ধরিয়াছিলেন, কাশ্‌মীর প্রশ্নকে কমনওয়েল্‌থ কন-ফারেন্সের আলোচ্যবিষয়ের নথিভুক্ত করা হউক, তাঁহার আব্দার বিলাতের প্রধান মন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণে অগ্রাহ্য করায় পাক প্রধানমন্ত্রী কন্‌ফারেন্সে যোগদান করা স্থগিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিতে পারেননাই এবং কাশ্‌মীর প্রসঙ্গে ঘরোয়া আলো-চনার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় অবশেষে তাহাতেই খুশী হইয়া তিনি বেগম ছাহেবা সহ কমন্‌ওয়েল্‌থ কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ব্যর্থ মনো-রথ হইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কাশ্‌মীর প্রসংগ,

আলীজনাব লিয়াকতআলী খান ছাহেবের— কথিত মত পাকিস্তান রাষ্ট্র যদি গ্রেট ব্রিটেনের কল-সের মাছ বা মাটির মাধব না হয়, তাহাহইলে কাশ্‌-মীরের প্রশ্নকে আর কতকাল ভারত রাষ্ট্রের যবরদস্তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও একগুঁয়েমির কুক্ষিগত করিয়া রাখা চলিবে? আমরা পাকিস্তানের নাগরিক হইলেও ভারত রাষ্ট্রের শত্রু নই এবং আমরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহেরও কোনদিন পক্ষপাতি নই। কিন্তু কাশ্‌মীর সমস্যার সমাধানকল্পে যেসকল শর্ত পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র সম্মিলিত ভাবে মান্য করিয়া লইয়াছিল, ভারত কি শুধু তার বলবিক্রমের অহংকারেই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া যাইতেছেনা? কাশ্‌মীরবাসীদের — অবাধ গণভোট ছাড়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সমস্যার অন্য কিভাবে সমাধান হইতে পারে? গণভোটকে অবাধ ও অবারিত করিতে হইলে যে উভয় রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী কাশ্‌মীর হইতে অপসারিত করা — আবশ্যক, সেকথা ভারত ছাড়া কে অস্বীকার করিবে? ভারত এ প্রস্তাব কার্যকরী করিতে সম্মত নয় কেন? প্রধান ও প্রথম কারণ অবাধ গণভোটের পরিবেশ সৃষ্টি হইলে কাশ্‌মীরের অধিবাসীরা কোনক্রমেই তাহাদের ভাগ্য ভারত রাষ্ট্রের সহিত জড়িত রাখিবে না। দ্বিতীয় কারণ, কাশ্‌মীর সমস্যা যতদিন অমীমাংসিত রহিয়া যাইবে ততদিন ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে লাভ ছাড়া কোনই ক্ষতি নাই। পরের ন্যায্য অধিকার যতটা যবরদখল করিয়া ভোগ করা যায়, ততটাই সুবিধা!

ধৈর্য পরীক্ষা,

কিন্তু বলবিক্রমের অহংকার আর পরস্বঅপহরণ বৃত্তি যতই আপাত-মধুর হউক, ইহার পরিণাম— কখনই শুভ নয়। অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ কয়েক মাস পূর্বেও চীন ও কোরিয়াকে একেবারেই উপেক্ষার সামগ্রী মনে করিয়াছিলেন, আজ তাহারা মরিয়া হইয়া উঠায় পৃথিবীতে যে ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে তাহা লক্ষ করিয়াও যাহারা সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন নীতির শিক্ষানবিছী করিতে চাহিতেছে তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায়না। হিন্দু মহাসভা তাহার সাম্প্রতিক অধিবেশনে পুনরায় পাকিস্তান-বিদ্বেষের যে হলাহল উদ্‌গীরণ করিয়াছে এবং ভারতের রাষ্ট্রাধিনায়ক হিন্দু মহাসভাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন, পাকিস্তানীদের কাছে তাহার কোনটাই গোপন নাই। পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যদল যেভাবে চড়াও করিয়া পাকিস্তানের ধৈর্যকে চ্যালেঞ্জ এবং তাহার বন্ধুত্বভাবকে পুনঃ পুনঃ আহত করিতেছে, উভয় রাষ্ট্রের— দ্রব্যাদির লেনদেন ব্যাপারে ভারত রাষ্ট্র নিত্যনূতন যেসকল বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করিতেছে, সে সমস্তই পাকিস্তানীরা লক্ষ করিতেছে। পাকিস্তানের ধৈর্য ও নির্বিকারত্বের আর যত কারণ কেহ আবিষ্কার— করুক না কেন, ইহার কারণ ক্লীবতা ও পাকিস্তান রক্ষাকল্পে তাহাদের মরণভীতি যে নয়, সে কথা— পাকিস্তানের শত্রুরা যত শীঘ্র বুঝিতে পারে, ততই মংগলজনক।

ইন্দোনেশিয়ার আদর্শ,

ডচ নিউগিনি সম্বন্ধে ওলান্দাজীদের সহিত— ইন্দোনেশিয়ার যে আপোষ আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ফাঁসিয়াগিয়াছে। ওলন্দাজীরা নিউগিনির— মীমাংসার প্রশ্ন সিকিউরিটি কৌন্‌সিলে উপস্থিত করার অথবা রাষ্ট্রসংঘের নিকট আপোষের জন্য কমিশন প্রার্থনা করার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিল কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ নষীর বিকল্প প্রস্তাব দুইটীর একটিও মানিতে সম্মত হননাই। তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াদিয়াছেন যে, নিউগিনির প্রশ্ন ইন্দোনেশিয়া সিকিউরিটি — কাউন্‌সিলেও পেশ করিবেনা এবং এ বিষয়ে কাহারো ছালেছীও সে মানিয়া লইবেনা। ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তানের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহার শক্তি সামর্থও পাকিস্তানের তুলনায় সীমাবদ্ধ, অথচ স্বাধীনতার অরুণালোকে তাহারা যে নবীন স্পন্দনে— মাতোওয়ারা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপযোগী উক্তিই ডক্টর নষীরের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘ যে অ্যাংলো-আমেরিকান ব্লকের সেবাদাসী, সেকথা আজও যদি আমাদের অধিনায়করা ঠাহর করিতে নাপারিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাকে পাকিস্তানের দুরদৃষ্ট ছাড়া আর কি বলা যাইবে?

বলীর পাঁঠারূপে ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থা প্রায় সমতুল্য হইলেও ইহাদের আপোষ সংঘর্ষে—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইংলণ্ড বা আমেরিকা যে কোন্ পক্ষের সমর্থন—করিতে পারে এবং কোন্ সমর্থন তাহাদের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে, পাকিস্তানের কর্ণধারগণ কি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না? বৃথা স্তোকবাক্যে প্রলুব্ধ এবং মিথ্যা মায়ামরীচিকার পিছনে বিভ্রান্ত না হইয়া পাকিস্তানীদিগকে আল্লাহর নাম লইয়া—নিজেদের পায়েই এখন দাঁড়ান উচিত।

পাকিস্তান ন্যাশ্‌নাল কংগ্রেস,

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আ'যম কংগ্রেসের একজাতীয়তার (ন্যাশ্‌নাল) আদর্শে বিশ্বাস হারাইয়াই মুছ্‌লীম-লীগের পুনরুজ্জীবন সাধন এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনকল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন।—তিনি যে আদর্শকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাঁহার পরলোক-গমণের পরে পরেই তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াগিয়াছে। আজ ভারতরাষ্ট্রে মুছ্‌লিমলীগের কার্যতঃ অস্তিত্বও নাই, লীগের পুরাতন কর্মীদিগকে যে সকল অত্যাচার ও অপমান ভারতরাষ্ট্রে সহ্য করিয়া আসিতে হইতেছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। অথচ পাকিস্তানে অখণ্ড জাতীয়তার যে অবাস্তব উপাদান পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহার ভগ্নাবশেষগুলি কুড়াইয়া লইয়া—সেই পুরাতন প্রতিমূর্তিকে পাকিস্তান ন্যাশ্‌নাল কংগ্রেসের নবরূপ প্রদান করা হইতেছে। পাকিস্তানের হিন্দুরা তাঁহাদের বৈধ স্বার্থের সংরক্ষণকল্পে—প্রয়োজন মনে করিলে স্বচ্ছন্দে পাকিস্তান হিন্দু কংগ্রেস স্থাপন করিতে পারেন কিন্তু মুছ্‌লিম সংহতির নিধনকল্পে পাকিস্তানে ন্যাশ্‌নাল কংগ্রেস গঠন করার অধিকারী তাঁহারা হইতে পারেন না। আর যদি—পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিনায়করা এতদিন পর মরহুম কায়েদে আ'যমের ভুল আবিষ্কার করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবিলম্বে মুছ্‌লিম লীগ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাদের সর্বসম্মত ভাবে পাকিস্তান ন্যাশ্‌নাল কংগ্রেসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা উচিত। রাষ্ট্র ও জাতির এই ঘোর সংকট মুহূর্তে মুছলমানদিগকে লইয়া আমাদের নেতাদের এরূপ ছিনিমিনি খেলা কোন ক্রমেই নিরাপদ নয়। যে সকল নামধারী মুছলমান্ পাকিস্তানের বদওলতে সর্বপ্রকার সুবিধার সুযোগ লাভ করিয়াও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বিনষ্ট এবং মুছ্‌লিম সংহতির সংহার কল্পে এতদিন পর মুখোস খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং এক জাতীয়তার জপ নূতন ভাবে শুরু করিয়া দিয়াছে, তাহাদের অবিলম্বে—পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া ইণ্ডিয়ান ন্যাশ্‌নাল কংগ্রেসের দ্বারস্থ হওয়া উচিত।

পীর ছাহেবের ফত্‌ওয়া,

কুমিল্লার জনৈক পীর ছাহেব নাকি "ইদুল-মৌলুদ" (!) দিবসের গুরুত্ব সম্বন্ধে এক ইশ্‌তিহার ছাপাইয়া পাকিস্তানের জনগণকে অবহিত করিয়াছেন। আমাদের স্বয়ং এই ফত্‌ওয়া পাঠ করার সৌভাগ্য হয়নাই কিন্তু পাকিস্তান পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রে পীর ছাহেবের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর সারাংশ এবং তাঁহার যুক্তিগুলির অকাট্য ও অখণ্ডণীয় হইবার আভাষ আমরা সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। পীর ছাহেবের প্রতিপাদ্য বিষয় এইযে, "ঈদুল মৌলুদে"র রাত্রি—শবে-কদ্‌র হইতে আফ্‌যল! কারণ—

"(১) এই রাত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) পয়দা হন আর শবে-কদ্‌র আল্লাহ তাঁকে দান করেন। অতএব গ্রহণকারীর মর্‌তবা দানের জিনিষ হতে আফ্‌যল।

(২) এ রাত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) জাহের হয়েছেন আর শবেকদ্‌রে ফেরেশ্‌তারা নাযেল হন। ফেরেশ্‌তাগণের চেয়ে রছুলুল্লাহর (দঃ) মরতবা বড়। সুতরাং ফেরেশ্‌তাদের পয়দায়েশের রাত্রির চেয়ে রছুলুল্লাহর (দঃ) পয়াদায়েশের রাত্রি আনুপাতিক ভাবে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ, মহিমামণ্ডিত ও পবিত্রতম।

(৩) শবেকদ্‌রের ফজিলত শুধু হজ্‌রতের (দঃ) উম্মতেগণের জন্য আর 'ঈদুলমৌলুদে'র রাত্রির—ফজিলত সমগ্র সৃষ্টির জন্য, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) রহমতুল্ লিল আলামীন।"

সম্পাদক ছাহেব তাঁহার পীরকে কামেল বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কামেল পীররা কশ্‌ফ ও ইল্‌হামের সহায়তায় অনেক সময়ে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সাহিত্য ও ব্যাকরণেরও অনেক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সময়ে সংশোধন করিয়া দেন যেমন স্বয়ং এই পীর ছাহেব "ঈদুলমৌলুদ" বাক্য গঠন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায় ও যুক্তিশাস্ত্রের সহিত তাঁহাদের উক্তি ও দাবীকে সুসমঞ্জস করার চেষ্টাকে তাঁরা হামেশা ধৃষ্টতাই মনে করেন। পীর ছাহেবের প্রতিপাদ্য আর প্রমাণ কশ্‌ফের প্রেরণা বা ইছ্‌তিদ্‌রাজের প্রতারণারূপে গ্রহণ করিতে আমাদের কোন আপত্তি ছিলনা, কিন্তু যুক্তিবাদের দোহাই আমাদিগকে মুশ্‌কিলে ফেলিয়াছে। আমরা কামেল পীরের অকাট্য যুক্তিগুলি শ্রবণ করিয়া হাসিব না কাঁদিব, স্থির করিতে পারিতেছিনা।

রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন্ রাত্রে পয়দা হইয়াছিলেন, পীর ছাহেব বা তাঁহার মুরীদ কোন বিশ্বস্ত হাদীছ বা ইতিহাসগ্রন্থ হইতে তাহার সঠিকসন্ধান দিবার তক্‌লীফ স্বীকার করিবেন কি? আর আল্লাহ যে তাঁহাকে (দঃ) শবে-কদর দান করিয়াছিলেন কেথা তিনি পাইলেন কোথায়? সকল ক্ষেত্রে গ্রহীতার পক্ষে দানের ন্যামত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়া যে— আবশ্যক তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্মদিবসে যাহের হইয়াছিলেন, এ কথা কেমন করিয়া স্বীকৃত হইবে?— শবে-কদ্‌রেই তো রছুলুল্লাহর (দঃ) রিছালতের ছনদ স্বরূপ কোর্‌আন নাযেল হইয়াছিল, কোর্‌আন অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই আঁহয্‌রত (দঃ) কে রছুলুল্লাহ মানিতে হইবে এরূপ কোন প্রামাণ্য নির্দেশের— সন্ধান পীর ছাহেবের কাছে আছে কি? শবেকদ্‌রে ফেরেশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হন, ইহা সর্ববিদিত কিন্তু শবে-কদ্‌রে ফেরেশ্‌তারা পয়দা হন এ আবিষ্কারের ভিত্তি কি? শবে-কদ্‌রকে স্বয়ং আল্লাহ মহীয়সী— রজনী বলিয়াছেন, তথাপি উহার মহিমা ও ফযীলতকে আঁহয্‌রতের (দঃ) উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট করার হেতুবাদ কি? রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আল্লাহ যেমন 'আলামীনে'র রহমত বলিয়াছেন কোর্‌আনকেও সেইরূপ "যিক্‌রুল্‌লিল আলামীন" বলেন নাই কি? কোর্‌আন "রহমতুল্‌লিল্ মুমেনীন" কিনা? মুমেনদের জন্য যাহা রহমত তাহা আলামীনের জন্যও রহমত কিনা?

রছুলুল্লাহর (দঃ) ফযীলত তাঁহার নবুওত, তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কোরআন এবং রিছালতের খতমীয়তের দরুণেই সাব্যস্ত হইয়াছে, এবং উল্লিখিত ফযীলতগুলির সমস্তই রামাযানের পবিত্র লয়লাতুল — কদ্‌রেই তাঁকে অর্পণ করা হইয়াছিল। রামাযানুল মুবারক আর লয়লাতুল কদ্‌রের ফযিলত কোর্‌আন ও বিশুদ্ধ হাদীছের প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ 'নছ্' হইতে প্রমাণিত, অথচ রবিউলআওওয়ালের ফযিলত অথবা আঁহয্‌রতের (দঃ) জন্মদিবসের কোন ইংগীতও— কোর্‌আনে নাই। এমতাবস্থায় শুধু পীর ছাহেবের কল্পনাবিলাসের অনুসরণ করিয়াই কি আমাদিগকে রামাযান ও শবেকদ্‌র অপেক্ষা "ঈদুল মৌলুদে"র (!) শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে হইবে?

পীর ছাহেব মওলদের উৎসব প্রতিপালন করার সপক্ষে একদল উলামার নাম আমাদিগকে শুনাইয়াছেন কিন্তু যেসকল উলামা ইহার বিপক্ষে রহিয়াছেন এবং মওলদের উৎসব, উহার মজ্‌লিছ, কিয়াম এবং এতদোপলক্ষে গীতবাদ্যের চর্চ্চা প্রভৃতিকে বিদ্‌আত ও নিষিদ্ধ বলিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। আপাততঃ তাঁহার এবং তাঁহার মুরীদদের বিবেচনার উদ্দেশ্যে আমরা একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদান করিতেছি,— ইমাম আবুলওলীদ বাজী, ইমাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ, হাফিয ইব্‌নুল কাইয়েম, শয়খ মুজাদ্দিদে আলফেছানী, কাযী শেহাবুদ্দীন দওলতাবাদী, হাফিয ছাখাবী (ইনি শয়খ আবদুলহক দেহ্‌লভীর দাদা উস্তায শয়খ আলী বিনে মুত্তকীর গুরু) হাফিয ইব্‌নে হজর আছ্‌কালানী (ইনি ছাখাবীর উস্তাদ), আল্লামা ইব্‌নে আবেদীন (ফতাওয়ায়ে শামিয়ার সংকলয়িতা), আল্লামা ইব্‌নুল হাজ্জ, কাযী নছীরুদ্দীন গুজরাটী, শয়খ মোহাম্মদ বিনে ফয্‌লুল্লাহ জওনপুরী, শয়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (ইনি হাজী ইম্‌দাদুল্লাহ ও মওলানা করামত আলী জওনপুরীর দাদাপীর), মওলানা শয়খ আবদুল্লাহ দেহলভী, মওলানা শয়খ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী,— মওলানা আহ্‌মদ আলী ছাহারণপুরী, মওলানা আশরফ আলী থানভী প্রভৃতি।

পীর ছাহেব ইঁহাদের সম্বন্ধে কি বলেন, আমাদের জানা আবশ্যক। আমরা প্রচলিত রীতিতে— মওলদের অনুষ্ঠান এবং জন্মবার্ষিকী প্রতিপালন করার কার্যকে পুণ্য ও ধর্ম বিশ্বাস করিনা। কোর্‌আন, — হাদীছ এবং মহামাননীয় ইমামগণের উক্তিতে উহার বৈধতার প্রমাণ নাই, সুতরাং মওলদের অনুষ্ঠান বিদ্‌আৎ কোর্‌আন ও হাদীছের সমকক্ষতায় ইছ্‌লামে কল্পনা-বিলাসের স্থান নাই।

আজ পাকিস্তানের তমদ্দুনী জীবন গীত, বাদ্য, নাচ, মদ্য ও ব্যভিচারের ইউরোপীয় আদর্শে এবং ধর্মীয় জীবন বিদ্‌আত ও গোমরাহীর উপাদানেই কি সঞ্জিবীত ও পুষ্ট হইয়া উঠিবে?

www.ahlehadeethbd.org